কংকাবতীর ঘাট

(কাল্পনিক নাটক)

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

কমলা অপেরায় সগৌরবে অভিনীত।

—প্রাপ্তিস্থান—

দি নিউ মাণিক লাইব্রেরী

৯৮।২, রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা-৬।

প্রথম সংস্করণ]

[মূল্য তিন টাকা।

দে সাহিত্য কুটীর—৫, কৃপানাথ লেন, কলিকাতা-৫।

শ্রীপঞ্চানন দে কর্তৃক প্রকাশিত। ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস, ১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

পরম দেবতা পিতৃদেব

স্বর্গীয় মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য "কংকাবতীর ঘাট"

নিবেদন করিলাম।

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা ॥

দীন সেবক—

অতুলকৃষ্ণ।

ভূমিকা

"কংকাবতীর ঘাট" সম্পূর্ণ কাল্পনিক নাটক। তথাপি একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে হবে না যে, ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভ হ'তে আফগান, পাঠান এবং মুঘল শাসনকাল পর্যন্ত বাংলার বুকের উপর দিয়ে যে ধর্মীয় উন্মাদনার ঝড় ব'য়ে গিয়েছিল, এবং যার ফলস্বরূপ কথায়-কাহিনীতে এবং গ্রাম্য-গীতিকায় শত শত নারীর অশ্রুসজল করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, 'কংকাবতী' তা থেকে স্বতন্ত্র নয়।

প্রথমেই মনে আসে যাত্রার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞ নট শ্রীগৌর বন্দোপাধ্যায়ের নাম। তাঁদেরই উৎসাহ এবং প্রেরণায় আমার এই দুঃসাহসিক প্রয়াস।

আর যাঁদের সহানুভূতি ও সমর্থনে আমার এগিয়ে যাবার পথ সুগম হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন, স্বনামখ্যাত অভিনেতা নটকেশরী ভোলানাথ পাল (বড়) এবং কমলা অপেরার স্বত্বাধিকারী শ্রীসুনীল-কুমার সরকার ও সুপরিচিত পরিচালক ভোলানাথ সরকার। এঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

প্রতিভাবান নট শ্রীমোহিত বিশ্বাস তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট ক'রে নাটকের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন ও সংশোধন ক'রে আমাকে সাধ্যমত সাহায্য করেছেন এবং দে সাহিত্য কুটীরের পরিচালক শ্রীপঞ্চানন দে মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে নাটকখানি প্রকাশনের ব্যবস্থা করেছেন। এঁদের উভয়ের কাছে আমি চিরঋণে আবদ্ধ রইলাম।

সর্ব্বশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই 'কমলা অপেরা'র সংঘটকবৃন্দ এবং শিল্পীবৃন্দকে। নাটকখানিকে জনপ্রিয় করবার জন্য তাঁরা অশেষ শ্রম স্বীকার করেছেন। এখন নাটকখানি রসিক-সমাজে সমাদৃত হলেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে। ইতি—

নাট্যকার।

বর্তমান যাত্রাজগতের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার

শতরূপা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত

শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের

নূতন কাল্পনিক নাটক

"দীপ চায় শিখা"

আনন্দের হিল্লোলে নেমে এলো কান্নার ঝংকার। শঙ্খধ্বনি হ'ল স্তব্ধ। মংগলঘট ভেসে গেল রক্তস্রোতে। তারপর? রাজা সমুদ্ররায় কি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় রাজকুমারী শিখাকে দান করেছিলেন পরিচয়-হীন দীপকের হাতে? শিখাও কি মেনে নিতে পেয়েছিল তার এই ভিখারী স্বামীকে জীবন-দেবতা বলে? কন্যার নিদারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে রাণী সরযূ কাকে সমর্থন করলো? স্বামীকে, না ভাগ্যাহত জামাতাকে? ওদিকে স্বয়ম্বরে আগত প্রতাপদেব যখন মৃত্যুর বীজ ছড়াতে ধ্বংসের নিশান তুলে ধরলো—তখন রাজপুত্র তরঙ্গ কি নীরব দর্শকের ভূমিকাই নিয়েছিল? রাজরাণী মেয়ে 'রাধা'কে দেখতে এসে দরিদ্র পিতা মৃদঙ্গের অদৃষ্টে কি জুটলো? বেদনার সান্ত্বনা—না, অবজ্ঞার কশাঘাত? দেখুন, আভিজাত্য আর দরিদ্রতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরিণাম কি ভয়ংকর! বিচার করুন, মানুষের যোগ্যতা পুঁথিগত বিদ্যার মাপকাঠিতে—না, মানবিকতার পূর্ণ বিকাশে? অভিনয় করুন—একঘেয়েমীর নাট্যবীণায় নূতন সুর বাজবেই। মূল্য—তিন টাকা।

চুয়া-চন্দন শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত রহস্যঘন ঐতিহাসিক নাটক। শতরূপা অপেরার বিজয়-নিশান। দুর্ধর্ষ হাবসীর অত্যাচার-মুক্ত বাংলার নবাবী তখ্‌তে তখন হোসেনশাহ। তাঁর সু-শাসনে বাংলার আকাশে নব সূর্য্যের দীপ্তি। কিন্তু একি হলো? সহসা কার অত্যাচারে শাণিত কৃপাণ ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠলো? নদীয়ার প্রান্তরে ধ্বনিত হলো যুদ্ধের দামামা! কেন? কে তার জন্য দায়ী? সুন্দরী চুয়া—না, বণিকপুত্র চন্দন? কার সাহসে দুঃসাহসী হ'লো অগ্র-দ্বীপের রাজা মাধব রায়? রাণী কুন্তলার বুক থেকে কে কেড়ে নিল বালক প্রণবকে? হোসেনশার হারেমে কোন্ রূপসীর দেহে জ্বলে উঠলো জিঘাংসার আগুন? কোথায় গেল **চুয়া-চন্দন**? মূল্য—তিন টাকা।

দে সাহিত্য কুটীর—৫নং কৃপানাথ লেন, কলিকাতা-৫।

—যাদের নিয়ে নাটক—

—পুরুষ—

সুকীর্তিরায়	...	...	বাসন্তীনগরের অধিপতি।
রণদেব	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র।
জয়দেব	...	...	ঐ কনিষ্ঠপুত্র।
মকররায়	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
গণেশনারায়ণ	...	...	ভূতপূর্ব দেওয়ান।
আমীর খাঁ	...	...	ঐ প্রধান সেনাপতি।
কনকরায়	...	...	ঐ অন্যতম সেনাপতি।
জগুসর্দার	...	...	ডাকাত-সর্দার।
গংগারাম, ফেলারাম	...	...	ঐ সহকারী।
মাধব ঠাকুর	...	...	রাজ পুরোহিত।
কালিকানন্দ	...	...	তান্ত্রিক সাধক।
পীর আসানউল্লা খাঁ	...	...	ইসলাম বাজারের নবাব।
জাফরউল্লা খাঁ	...	...	ঐ কনিষ্ঠ সহোদর।
কাসেম আলী	...	...	ঐ অনুচর।

প্রতিহারী, মাঝি ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

ইন্দুমতী	...	...	বাসন্তীনগরের রাণী।
কংকাবতী	...	...	ঐ কন্যা।
করবী	...	...	কংকার খুল্লতাত-ভগ্নী।
গিরিবালা	...	...	গণেশনারায়ণের স্ত্রী।

বাঈজী, নর্তকীগণ ইত্যাদি।

কংকাবতীর ঘাট

——:(০):——

প্রথম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

ডাকাতের চর—নদীর ঘাট।

ফেলারাম ও গংগারামের সহিত অন্যান্য ডাকাতগণের প্রবেশ ও নৃত্য-গীত।

ডাকাতগণ।—

গীত।

চল্‌রে ছুটে কোমর বেঁধে ডাকাত-চরের নামী বীর।
ছিনিয়ে আন্‌বো যখের ধন ফুলিয়ে বুক উঁচিয়ে শির।
বাগিয়ে ধ'রে ছুরির ফলা,
ক্যাচাৎ ক'রে কাট্‌বো গলা,
ফিন্‌কি দিয়ে ছুট্‌বে খুন বীরের সেরা আমরা বীর।

গংগারাম। যা, তোরা সব নৌকায় গিয়ে বোস। [গংগারাম ও ফেলারাম ভিন্ন সকলের প্রস্থান] কিরে সব ঠিক?

ফেলারাম। বিলকুল পাকা। ফেরারামের কাজে ফাঁক খুঁজে পাবে না। শুনে নাও গো, কুড়ুল দু'খানা, সাবল চারখানা, রামদা দু'খানা। ছোরা-আতর-সড়কীর তো কথাই নেই, এক বোঝা।

গংগারাম। দেখিস্, সর্দার বলেছে এবার যদি কাজ ফতে করতে পারি, তাহ'লে মস্ত বড়ো দাঁও।

ফেলারাম। রেখে দে তোর দাঁও। যত বড়োই হোকনা কেন, আমাদের ভাগের ভাগ সেই কড়ায়-গণ্ডায় গিয়ে ঠেকবে।

গংগারাম। তা হোক, যা পাই তাই ঢের। কিন্তু গুরুঠাকুর যে মাথায় হাত বুলিয়ে সিকি ভাগ নিচ্ছে; ওর খাবে কে?

ফেলারাম। সে কথা যদি তুল্লি, সর্দারই বা কম যায় কিসে? তিন কুলে তো কেউ নেই, অথচ ভাগের বেলায় অর্ধেক।

গংগারাম। অমন কথা বলিস্নে, জিভ্ খসে যাবে! সর্দারের দান-ধ্যান আছে খুব। ডাকাতের চর ছাড়াও চর-ডাঙার আধাআধি লোক ওর খেয়ে বেঁচে আছে। এপার-ওপারের কতো গরীব-দুঃখী ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তাইতো সর্দারকে সবাই মানে, ভক্তি করে।

ফেলারাম। চুপচুপ্! ঐ সর্দার আসছে। এসব কথা যেন ব'লে দিসনি মাইরি,—মা কালীর দিব্বি!

জগু সর্দারের প্রবেশ।

জগু। ওরে গংগা, ফেলাও আছিস্—তোদের হ'লো? জোয়ার এসে পড়লো যে! এখনিই নৌকো ছাড়তে হবে। বেলাবেলি নৌকো ছাড়তে না পারলে ঠিক সময় গোপালপুর পৌছতে পারবো না। হ্যাঁ রে, আর সব কোথায়?

গংগারাম। তারা সব নৌকোয় ব'সে মৌজ করছে, শুধু তোমার আর কাজ ফুরোয় না।

জগু। সব তুলেছিস?

ফেলারাম। কিছু বাদ যায়নি।

জগু। চিঁড়ে, গুড়, নারকেল—

গংগারাম। এত ভাবছো কেন সর্দার? আমাদের উপর ভার দিয়েছো যখন, কাজ পাবে ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনার।

জগু। তাইতো তোদের অত ভালোবাসি। যা, চটপট নৌকোয় গিয়ে ওঠ্, আমি ছুট্ ক'রে গুরুঠাকুরকে একটা পেন্নাম দিয়ে মার পেরসাদ নিয়ে আসি। [প্রস্থানোদ্যত]

কালিকানন্দের প্রবেশ।

কালিকানন্দ। তারা ব্রহ্মময়ী, মা কালী করালিনী!

জগু। এই যে ঠাকুরমশাই। এসে পড়েছো, ভালোই হয়েছে। দাও মায়ের পেরসাদটা দাও, হ্যাঁ—পেন্নামটাও সেরে ফেলি। [প্রণাম করিল এবং প্রসাদ গ্রহণ করিল] এই হতভাগারা, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? চট্ ক'রে পেন্নামটা সেরে নিয়ে নৌকায় গিয়ে ওঠ্।

[গংগারাম ও ফেলারাম প্রণাম করিল]

কালিকানন্দ। সিদ্ধির্ভবতু। তারা ব্রহ্মময়ী! দেখ্ তোদের মতো সব শিষ্য থাকতে গুরুর অন্তরের বাসনাটা পূর্ণ হবে না? যোগ-সাধনা অপূর্ণ থেকে যাবে? (ভেবে দেখ্, একবার সিদ্ধিলাভ করতে পারলে, আমার হ'তো মোক্ষলাভ। আর তোরাও নির্ভয়ে তোদের কাজ চালিয়ে যেতে পারতিস)

জগু। তার জন্যে ভাবছো কেন গুরু? এতোগুলো ভক্ত থাকতে তোমার যাগ-যজ্ঞি হবে না? এবারটা ঘুরে আসি, তারপর সব তোমার গুছিয়ে দেবো—মায় ফুল-বেলপাতা পর্যন্ত।

কালিকানন্দ। শুভস্য শীঘ্রম্। আর দেরী নয়। এইবারই একটা

ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে আয়। তোরা ইচ্ছা কর্‌লে কি না সম্ভব? অযথা বিলম্বে মা (~~আমার অতিশয় ক্রুদ্ধা হয়েছেন। আরক্ত আঁখির সংকেতে,~~) বার-বার বল্‌ছেন—ওরে ভক্ত কালিকানন্দ, তুই সিদ্ধিলাভ কর্।

গংগারাম। [সবিস্ময়ে] মা বল্‌ছেন এই কথা?

কালিকানন্দ। অহর্নিশ বল্‌ছেন। তারা ব্রহ্মময়ী মা! কালী করালিনী। (~~কি বল্‌ছিস মা? তান্ত্রিকের শ্রেষ্ঠ সাধনা—শব-সাধনা। সিদ্ধিলাভে করায়ত্ত হ'লে তোর তেজপূর্ণ অলৌকিক শক্তি~~) ওরে আমার ভক্তের দল, শুভকাজে বিলম্ব করিসনে, মহাপাতক হবে।

~~ফেলারাম। ওরে বাপরে! সর্দার!~~

জগু। বেশ বল, কি চাই তোমার?

কালিকানন্দ। কি চাই আমার? শব-সাধনার উপকরণ।

গংগারাম। শব মানে ত মড়া? তার জন্য ভাবনা কি? রোজ হু'টো একটা মড়া ঐ নদীর ঘাটে এসে আটকে থাকে।

কালিকানন্দ। মূর্খ! সে মড়া নয়, শুধুমাত্র মড়াতে হবে না। তার সংগে চাই একটি সর্ব-সুলক্ষণা পরমাসুন্দরী ষোড়শী তরুণী।

ফেলারাম। মানে—জ্যান্তো?

জগু। হ্যাঁ রে, হাঁ। যা—নৌকোয় গিয়ে ওঠ্। যা কর্‌তে হয়, আমার কাছে শুন্‌বি।

গংগারাম। সে-ই ভালো, আয় রে ফেলা। বেশী দেরী ক'রো না সর্দার জোয়ার ব'য়ে যাবে।

[ফেলারামসহ প্রস্থান।

কালিকানন্দ। জগু, হবে না আমার যোগসাধনা? পারবো না মায়ের আদেশ পালন কর্‌তে?

জগু। এইবার আমাকে ক্ষমা করতে হ'লো ঠাকুরমশাই। পরে, নিজে চেষ্টা ক'রে দেখো।

কালিকানন্দ। জগু!

জগু। যজ্ঞি করো আর সাধনা করো, ঐটি—মানে মেয়েমানুষের আশা ছেড়ে দাও দেখি।

কালিকানন্দ। হাসালে জগু। ঐ ইচ্ছেই সাধনার প্রধান অংগ। চাই একটি ষোড়শী সুন্দরী যুবতী। সুসজ্জিত করবো নববস্ত্র ও প্রসাধনে। যোগাসনের সামনে বসিয়ে, মনের কামনা-বাসনা দমন ক'রে, লক্ষবার মায়ের বীজমন্ত্র জপ করবো। তাহ'লেই হবে সিদ্ধিলাভ, করায়ত্ত হবে মা মহামায়ার মহাশক্তি।

জগু। কামনা-বাসনা যদি দমন করতে না পারো?

কালিকানন্দ। অর্বাচীন! আমি কাপালিক-শ্রেষ্ঠ কালিকানন্দ, কামনা-বাসনার উর্ধ্বে আমার স্থিতি।

জগু। সে তো বুঝলাম। কিন্তু মেয়েটার গতি কি হবে?

কালিকানন্দ। মায়ের সেবার অধিকার পাবে।

জগু। এই মন্দিরেই নিশ্চয়?

কালিকানন্দ। সে-ই তো বিধি।

জগু। মাফ্ কর ঠাকুর! তুমি গুরু, আমি শিষ্য। আমার উচিত তোমাকে সন্তুষ্ট করা। অর্থ চাও, সম্পদ চাও, একটা মেয়ের বদলে দশটা মরদ চাও—যখন-তখন তোমার পায়ে এনে হাজির ক'রে দেবো। কিন্তু মেয়ে চুরি করতে আমি পারবো না।
[প্রস্থানোদ্যত]

কালিকানন্দ। [অসহিষ্ণুভাবে] জগু সর্দার!

জগু। জানি না কোন্ মহাপাপে সব হারিয়ে এই হীন দস্যু-

বৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে। তার উপর মেয়েদের সম্ভ্রম নিয়ে আমি ছেলেখেলা কর্‌তে পারবো না। অভিশাপ দাও, মাথা পেতে নেবার সাহস আমার আছে গুরু, কিন্তু ওদের যে আমি 'মা' ছাড়া আর কিছুই ভাবতে শিখিনি।

[প্রস্থান।

কালিকানন্দ। বটে! কালিকানন্দকে অবজ্ঞা? তার কার্যের প্রতিবাদ? কালিকানন্দ কৃপা করেছিলো, তাই-না তুই আজ সর্দার? তাই-না তোর এই প্রতিপত্তি? আবার যদি ইচ্ছা করি, এই মুহূর্তে মায়ের সম্মুখে বলি দিয়ে তোর সব স্পর্ধার অবসান ক'রে দিতে পারি।

শোকাভিভূতা গিরিবালার প্রবেশ।

গিরিবালা। সতু! সতু আমার! কোথায় লুকিয়ে রইলি বাপ? ঐ তো চন্দনার ঢেউয়ের সাথে দুলে-দুলে কোন্ অচিন-দেশে চ'লে গেলো। কেন গেলি? আমাকে নিয়ে যেতে পারলিনে হতভাগা? মাকে ছেড়ে তুই না এক মুহূর্তও থাকতে পারতিস না? কেমন—হ'লো তো? এবার নিজের হাতে খেতে হবে, নিজেকে বিছানা ক'রে একা একা শু'তে হবে।

কালিকানন্দ। [স্বগত] উন্মাদিনী।

গণেশনারায়ণের প্রবেশ।

গণেশ। আবার তুমি নদীর ধারে ছুটে এলে? নাঃ, আমাকে শুদ্ধ পাগল না ক'রে ছাড়বে না দেখছি! [কালিকানন্দকে দেখিয়া] আপনি কে ঠাকুর?

কালিকানন্দ। আমি মায়ের সেবক। ঐ মন্দিরের তান্ত্রিক-সাধক কালিকানন্দ। নির্ভয়ে অকপটে বলো, কি হয়েছে তোমাদের ?

গিরিবালা। বড় ক্ষিধে নিয়ে গেছে সে। আজ কতোদিন তাকে দু'বেলা পেট ভ'রে খেতে দিতে পারিনি। পরণে একটুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া জোটাতে পারিনি। রোগের জ্বালায় বাছা আমার ছটফট করেছে—এক ফোঁটা ওষুধ বা পথ্য দিতে পারিনি। ও-হো-হো!

গণেশ। কেন দুঃখ করো ? কেন কাঁদো ? যে যায়, সে আর ফিরে আসে না। ভালোই তো হয়েছে, সেও বেঁচে গেছে—আমরাও নিষ্কৃতি পেয়েছি!

কালিকানন্দ। বুঝেছি, তোমরা সদ্য-পুত্রশোকাতুর পিতামাতা, কিন্তু এখানে তোমরা এলে কি ক'রে ? দুই ক্রোশের মধ্যে কোন লোকালয় নেই। কোন্ গাঁয়ের লোক তোমরা—কি পরিচয় তোমাদের ?

গণেশ। কি হবে আর সেই দুঃখের কাহিনী শুনে ? ছিলাম একদিন রাজা সুকীর্তিরায়ের দেওয়ান। ছিলো অগাধ প্রতিপত্তি, অফুরন্ত সম্মান। একদিন রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র মকররায়ের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করেছিলাম, তারই ফলে মিথ্যা অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে হ'লাম আমি কর্মচ্যুত—বিতাড়িত। সে আজ দু'বছর।

কালিকানন্দ। হুঁ,—তারপর ?

গণেশ। তারপর এই দু'বছর অভাগিনী স্ত্রী আর বারো বছরের একমাত্র পুত্র সতুর হাত ধ'রে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি আর নিয়তির সংগে লড়াই করেছি। আমাকে বাঁচাবার জন্যে রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে কেউ এগিয়ে এলো না। ভিক্ষা হ'লো উপজীবিকা। অর্ধাহারে-অনাহারে যাই-বা চল্‌ছিল, বিধি তাতেও বাদ সাধলেন।

সতু আমার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হ'য়ে পড়লো। অদূরে ঐ বনের ধারে বটগাছের নিচেয় আমরা আজ পনেরো দিন আশ্রয় নিয়েছি। গত রাত্রে আমাদের একমাত্র বংশধর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলো। মৃতদেহ তার দাহ করতে পারিনি, দু'জনে ধ'রে চন্দনার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

কালিকানন্দ। ওঃ! কি পাষণ্ড ঐ সুকীর্তিরায়! এ তার ধ্বংসের পূর্ব্বাভাষ। পাপ তার কাণায়-কাণায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, ব্রাহ্মণ! নইলে, তাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষের স্থাপিত, জাগ্রত মহামায়া রণদেবী রণচণ্ডীকে বর্জন করে? নরবলির নিন্দা করে? বিশ বছর আগে, অনাচারী সুকীর্তিরায় পরিত্যাগ করেছে রণদেবীর অর্চনা, বন্ধ করেছে আমার বৃত্তি। সেই জন্যই রণদেবী রণচণ্ডী আজ দস্যু তস্করের আরাধ্যা দেবী কালী করালিনী। ধ্বংস তার অনিবার্য। যাক্, তোমার নাম?

গণেশ। আমার নাম গণেশনারায়ণ দেবশর্মা।

কালিকানন্দ। ব্রাহ্মণ? ভালোই হয়েছে। মা আমার মুখ তুলে চেয়েছেন। নির্ভয় ব্রাহ্মণ। মা যাকে করুণা করেছেন, মূর্খ সুকীর্তি-রায়ের কি সাধ্য তার অনিষ্ট করে?

গিরিবালা। আহা, বেঁচে থাক রাজা সুকীর্তিরায়। আর আমাদের অর্থের চিন্তা করতে হবে না—ভাবতে হবে না ভবিষ্যৎ। বেশ হয়েছে। দীর্ঘজীবী হও তুমি সুকীর্তিরায়, তোমার নাম দেশবাসীর জপমালা হোক্।

গণেশ। না, আমি সহ্য করবো না—কিছুতেই না! আমার বুকটা আজ মরুভূমির মত শুষ্ক, নীরস। জ্বালিয়ে তুলবো সেখানে প্রতিহিংসার তীব্র বহ্নি। সে যেমন আমার বুকটা ভেঙে-গুঁড়িয়ে

দিয়েছে, আমিও তার বুকে এমন আঘাত হানবো, যার কথা চিন্তা ক'রে বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আতংকে শিউরে উঠবে।

কালিকানন্দ। তুমি প্রতিহিংসা চাও—না, মনের শান্তি ফিরে পেতে চাও?

গিরিবালা। শান্তি চাই না, প্রতিহিংসা চাই না, ভুলতেও চাই না—চাই একটু স্বস্তি।

কালিকানন্দ। স্বস্তিই পাবে তুমি, মায়ের কাছে তাই চেয়ে নিও।

গণেশ। চাই প্রতিশোধ!

কালিকানন্দ। সেও হবে।

গিরিবালা। কি হবে আর প্রতিশোধের কথা ভেবে? যার কাজ সে-ই করে, বিচার করেন ভগবান। সতুই যদি আর ফিরে না আসে, কাজ কি আমার পুরোনো কথায়?

গণেশ। আমাকে তুমি ফেরাতে পারবে না, গিরিবালা! বুকটার ভেতর দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে রাবণের চিতা। আমি ভুলতে পারবো না কোনদিন যে, রাজা সুকীর্তিরায়ের অন্যায় বিচারে আমি সর্বস্ব হারিয়ে আজ পথের ভিক্ষুক—পুত্রহারা—সর্বহারা।

কালিকানন্দ। ধৈর্য ধর গণেশনারায়ণ! ঐ দেখ আমার মায়ের মন্দির। এসো—দেখবে এসো আমার জাগ্রত মহামায়ার আহ্বান। উৎসর্গ করো নিজেদের, আশ্রয় নাও তাঁর অভয় চরণ-ছায়ায়। তাঁর কৃপায় ভুলে যাবে সর্বদুঃখ। ইহলোকে পাবে মুক্তি—পরলোকে হবে অক্ষয় স্বর্গ।

[প্রস্থান।

গিরিবালা। মা—মাগো, তুমি নাকি ত্রিতাপহারিণী কলুষনাশিনী?

তোমার করুণার স্পর্শে আমাদের মনের সব আবিলতা ধুয়ে-মুছে ঐ রাঙা পায়ে ঠাঁই ক'রে দাও, শূন্য হৃদয় আমাদের পূর্ণ ক'রে দাও মা—পূর্ণ ক'রে দাও।

[প্রস্থান।

গণেশ। করুণা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! না-না, তুমি যে মা কালী করালিনী—অসুরনাশিনী। একবার অসুরবিনাশী শক্তি নিয়ে ভৈরবী মূর্তিতে আমার মানসপটে অবির্ভূতা হও মা। জেলে দাও সেখানে প্রতিহিংসার লেলিহান অগ্নিশিখা। সেই অগ্নিকুণ্ডে সবংশে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিই ঐ অনাচারী-অবিচারী সুকীর্তিরায়কে। রক্তে-রক্তে নেচে উঠেছে প্রতিহিংসার নেশা, বুকের মধ্যে জেগে উঠেছে ঘুমন্ত রাক্ষস—মায়া-মমতা-মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, আজ আমি নিয়তির মতো দুর্বার—বজ্রের মতো কঠোর—মৃত্যুর মতো ভয়ংকর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজোদ্যান।

কংকাবতীর প্রবেশ।

কংকাবতী। পুরুষের ভালোবাসা শুধু মুখের কথা। নইলে যুদ্ধ থেকে ফিরেছে আজ তিনদিন, অথচ একবার দেখাও দিলো না? নিজের আনন্দেই মত্ত! বড় অহংকার হয়েছে—তার চেয়ে বড় যোদ্ধা কেউ নেই। তার জুড়ি সুন্দর পুরুষও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ভেবে রেখেছে—"কংকা" ব'লে মিষ্টি ক'রে ডাকলেই আমি গ'লে জল হ'য়ে যাবো,—এবার নাকের জলে চোখের জলে এক ক'রে তবে ছাড়বো। কিছুতেই কথা কইবো না।

পশ্চাৎ হইতে করবী আসিয়া কংকাবতীর চোখ চাপিয়া ধরিল।

কংকাবতী। কে?

করবী। [কৃত্রিম স্বরে] আমি কনক। কংকা—কংকা!

কংকাবতী। [বুঝিতে পারিয়া] ওরে মুখপুড়ী, দিদির সংগে ঠাট্টা? তুই বুঝি ভেবেছিস, আমি ঐ বাউণ্ডুলেটার জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছি? ব'য়ে গেছে আমার!

করবী। কিন্তু তোমার চোখ-মুখ যে সেই কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কংকাবতী। সেখানে লেখা আছে বুঝি?

করবী। [সুর করিয়া] লেখা আছে থরে-থরে, অনুরাগের তুলিতে।

যেবা ব্যথার ব্যথী, চিরসাথের সাথী

মন-বিনিময়ে, সেই জানে শুধু পড়িতে॥

কংকাবতী। দিন-দিন তুই বড় দুষ্টু হচ্ছিস করবী! জ্বালার উপর আর জ্বালা দিস্‌নি।

করবী। জ্বালা জল হ'য়ে যাবে। ভদ্রলোক যেই এসে বল্‌বে, "কংকা, আমি এসেছি", অমনি কংকার শ্রীমুখ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ঝলমল ক'রে উঠবে।

কংকাবতী। তুই বুঝি ভাবিস, কনকদাকে না দেখে আমি এক দণ্ডও থাকতে পারি না?

করবী। তা কি হয়? আমিই বরং এক মুহূর্ত না দেখে থাকতে পারি না, তবে কংকা-কনক ছু'জনে একসংগে।

কংকাবতী। নাঃ, কথায় পেরে ওঠে কার সাধ্যি! এলাম এখানে নিরিবিলি একটু বিশ্রাম করতে, তোর জ্বালায় তা হবার জো আছে? আমি চল্‌লাম। [প্রস্থানোদ্যত; করবী ধরিয়া ফেলিল]

করবী। [সুর করিয়া] চলি চলি কেন বোন অসময়ে শুনি?
কংকা-কনক মোর নয়নের মণি॥

কংকাবতী। [সলজ্জভাবে] যাঃ—

কনকরায়ের হাত ধরিয়া জয়দেবের প্রবেশ।

জয়দেব। কেমন, বলেছি না—দিদিরা আমার জোড় বেঁধে কোথাও বক-বকুম করছে। এই জোড়া-দিদি, চেয়ে দেখ্‌, কাকে ধ'রে এনেছি।

কনক। না-না, তা ঠিক নয়—আমি নিজেই আসছিলাম।

করবী। আমি তো বিশ্বাস করি। কিন্তু যিনি বিশ্বাস করলে তুমি খুশী হবে, তিনি মোটেই করেন না।

কনক। তার মানে?

করবী। [সুর করিয়া] মজালে মজিতে হয়, জানি গো জানি।

ঘুঘু তো দেখেছো চাঁদ, ফাঁদ দেখোনি॥

[সহাস্যে প্রস্থান।

কনক। সত্যিই করবী তোমাকে যথার্থ ভালোবাসে।

কংকাবতী। করবী ভালোবাসে, তাতে তোমার কি?

কনক। তুমি অন্যায় অভিমান করছো কংকা। বিশ্বাস করো, যুদ্ধজয় ক'রে ফিরে আসার পর এতটুকুও সময় পাইনি।

জয়দেব। সত্যিই তো, তুই দেখিসনি বড়দি,—কনকদার গলায় ফুলের মালা আর ধরে না। বড়ো সেনাপতি আমীর খাঁ নিজের হাতের তরবারি কনকদাকে উপহার দিয়েছেন, বাবা বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, বড়দা হাতে হাত ধ'রে প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন। মাধবদা কি বলেন জানিস?

কংকাবতী। কি?

জয়দেব।—

গীত।

জয় হে বিজয়ী বীর।

ফুলদল সাথে লহ গো প্রণতি এই মুক্ত জাতির॥

গীতাংশ ধরিয়া মাধব ঠাকুরের প্রবেশ।

মাধব:—

গীতাংশ।

ভুলিবে না দেশ তোমার দান,

তুচ্ছ করি আপন-প্রাণ,

উর্ধ্বে তুলেছো জাতির মান, উন্নত আজি শির॥

জয়দেব।— ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বলে,

মাধব।— জনগণ মিলি আসে দলে দলে,

উভয়ে।— অঝোরে ঝরিছে, আশীষ-করুণা ওই বিশ্বপতি।

[প্রস্থান।

কংকাবতী। মাধবদা—

মাধব। কনকের এই যশ-মানে তোরই তো সবচেয়ে বেশী খুশী হওয়ার কথা। আমরা কনকের গুণমুগ্ধ, আর তুই যে তাকে গ্রহণ করেছিস অন্তরে—ভালোবাসার বিনিময়ে। [কনক সলজ্জভাবে মাথা নিচু করিল] লজ্জা কিসের? আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি তোদের ভালোবাসার গভীরতা—স্বচ্ছ প্রেমের আবেদন।

কনক। ঠাকুর—

মাধব। আর কে কি করবে জানি না, আমি শুধু প্রার্থনা করবো আমার মদনমোহনের চরণে, তোদের অন্তরের এই মধুময় প্রেমের সৌরভে যেন বিভোর হ'য়ে যায় সমগ্র বাসন্তীনগর।

[প্রস্থান।

কনক। কংকা! [কংকাবতী নিরুত্তর] আমার উপর রাগ করেছো কংকা?

কংকাবতী। আমি রাগ করলে কার কি যায় আসে?

কনক। প্রথমেই তোমার সংগে সাক্ষাৎ করিনি ব'লে অভিমান হয়েছে? কিন্তু সবার আগে মহারাজ মহারাণীর চরণ-বন্দনা করাই উচিত নয় কি? আর এও তো ঠিক, তুমি এখন পূর্ণ-যৌবনা, যখন-তখন তোমার সংগে সাক্ষাৎ করা শুধু অন্যায় নয়—অপরাধও বটে।

কংকাবতী। না, অন্যায়ও নয়, অপরাধও নয়। মা তোমাকে আমাদের মতনই স্নেহ করেন। বাবার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র তুমি।

রাজ্যের প্রতিটি মানুষ তোমাকে প্রীতির চক্ষে দেখে। আমরা যদি অকপটে আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ ক'রে, পরস্পরকে বরণ ক'রে নিতে চাই—নিশ্চয়ই সানন্দে সবাই সম্মতি দেবেন।

কনক। হয়তো দেবেন। কিন্তু যতদিন না সেই শুভলগ্ন উপস্থিত হয় ততদিন—অন্ততঃ ভবিষ্যৎ মংগল আর সুনামের জন্য, আমাদের সাবধানে থাকা উচিত।

কংকাবতী। অর্থাৎ, তুমি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাও। বেশ, তাহ'লে আর এসো না আমার কাছে, ডেকো না "কংকা" ব'লে। আমি বেশ আছি—বেশ থাকবো। [অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল]

কনক। [সস্নেহে ধরিয়া] কেন অবুঝ হ'চ্ছো কংকা ? আগেও বলেছি, এখনও মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি—আমার হৃদয়ে যে ভালোবাসার স্বর্ণসিংহাসন পাতা আছে তার একমাত্র অধিশ্বরী আমার প্রিয়তমা কংকাবতী। [বক্ষে ধরিল।]

সহসা মকরের প্রবেশ।

মকর। বাঃ, চমৎকার! [কংকা ও কনক দু'দিকে চলিয়া গেলে] মহারাজ যদি স্বচক্ষে দেখতেন, তাহ'লে তাঁর একান্ত প্রিয়পাত্র ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ কনকরায়ের জন্য গর্ববোধ কর্‌তেন!

কনক। মহারাজ নিশ্চয়ই তোমার মতন বুদ্ধিমান নন কুমার!

মকর। থাক্, নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকা উচিত।

কংকাবতী। মেজদা!

মকর। আবার কথা! বেহায়াপনার চরম দেখিয়েছিস্ তুই! রাজা সুকীর্তিরায়ের কন্যা হ'য়ে একটা অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের সংগে গোপন-অভিসারে বিন্দুমাত্র সংকোচ হ'লো না?

কনক। [হতভম্ব হইয়া] অজ্ঞাতকুলশীল ?

কংকাবতী। এ তুমি কি বল্‌ছো মেজদা ?

মকর। সত্য কথাটা স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করেছি মাত্র।

কনক। অমি অজ্ঞাতকুলশীল ?

কংকাবতী। না-না, এ হ'তেই পারে না। কে দিয়েছে এই মিথ্যা সংবাদ?

মকর। তোমরা দু'জন ছাড়া সবাই জানে।

কনক। তবে কে আমি ? কে জগৎরায় ?

মকর। জানতে চাও ? মহারাজের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রো। (কিছুদিন ধ'রে তোমার অসংযত আচরণ লক্ষ্য ক'রে আসছি। জ্যেঠামশাই মোহগ্রস্ত, জ্যোঠাই-মা স্নেহে অন্ধ, তাই তোমার স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সবার মংগলের জন্য গোপন কথাটা আমাকেই প্রকাশ করতে হ'লো।)

কংকাবতী। ষড়যন্ত্র ! এ তোমার ষড়যন্ত্র ! কনকদার সুনাম আর খ্যাতিতে তোমার ঈর্ষা। না-না, কনকদা, এ-কথা তুমি বিশ্বাস ক'রো না।

মকর। চুপ কর্ হতভাগী !

কনক। যা বলবার আমাকেই বলো, কুমার ! রাজকুমারী নির্দ্দোষ।

মকর। ঐ আসছেন মহারাজ ; (কে দোষী আর কে নির্দোষ, তিনিই বিচার করবেন। আমি শুধু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো তাঁর কীর্তিমান কনকরায়ের কুকীর্তি।)

সুকীর্তিরায়ের প্রবেশ।

সুকীর্তি। কনক—কনক !

কনক। মহারাজ!

সুকীর্তি। তোমার মুখে আমি শুনতে চাই কনক, যে, মকরের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন—তোমার মনে কোন পাপ নেই।

কনক। কি হবে আর সে কথায়? যদি আমি অজ্ঞাতকুলশীল—পিতৃপরিচয়হীন, বলুন মহারাজ, [পায়ে ধরিল] আপনার পায়ে ধ'রে মিনতি করছি—কে আমি? আর কেই-বা জগৎরায়?

কংকাবতী। না-না, এ অসম্ভব! বলো বাবা, এ কথা মিথ্যা।

মকর। তুমি চুপ কর!

কনক। বলুন—বলুন মহারাজ, দোহাই আপনার।

সুকীর্তি। কনক!

কনক। আমি আপনার বন্ধু জগৎরায়ের পুত্র নই?

সুকীর্তি। নাই-বা হ'লি রে পাগল জগৎরায়ের পুত্র—তুই আমার পুত্র। এতোদিন ছিল আমার দু'টি পুত্র, আজ আমি গর্বের সংগে ঘোষণা করছি—আমি তিন পুত্রের পিতা।

কংকাবতী। বাবা!

মকর। চুপ!

সুকীর্তি। যাও কংকা, তুমি প্রাসাদে যাও।

কংকাবতী। বাবা!

সুকীর্তি। আমার আদেশ।

[নত মস্তকে কংকাবতীর প্রস্থান।

মকর। ভুলে যাবেন না জ্যাঠামশাই, কনক গুরুতর অপরাধে অপরাধী।

কনক। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি অপরাধী। কিন্তু কেন? কে তার জন্য দায়ী? কেন আমার পরিচয় গোপন ক'রে রাজপরিবারে অবাধ

মেলামেশার অধিকার দিয়েছিলে তোমরা? **নইলে**, কনকরায় স্বপ্নেও রাজা সুকীর্তিরায়ের কন্যার প্রণয়-আকাংখা কর্‌তো না।

সুকীর্তি। গোপন আমি করিনি কনক। সত্যই তোমাকে পেয়েছিলাম আমার আত্মীয়, পরম সুহৃদ জমিদার জগৎরায়ের সদিচ্ছায়। বিশ বছর আগে ধীরাবতীর চড়ায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তোমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন অপুত্রক জগৎরায়। তখন তুমি মাত্র তিন বছরের শিশু।

কনক। বাঃ, চমৎকার! নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! মুহূর্তেক পূর্বে আপামর জনসাধারণের প্রিয়পাত্র স্নেহভাজন ছিল যে কনক-রায়, এই মুহূর্তে সে নাম-গোত্র-পরিচয়হীন জগতের অবর্জনা!

সুকীর্তি। বন্ধু জগৎরায় ছিলেন মহান, তিনি যে শুধু তোমাকে পুত্রস্নেহে পালন করেছিলেন, তাই নয়। পুত্রের অধিকারে লাভ করেছো তাঁর শান্তিনগরের বিশাল জমিদারী। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে চেয়েছিলেন জীবনে তোমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্‌তে। তখন তুমি মাত্র বারো বছরের কিশোর। আমিও কোন পার্থক্য জ্ঞান না ক'রে, পুত্রদের সংগে অশেষ নিষ্ঠায় তোমাকে শিক্ষায়-দীক্ষায় মানুষ ক'রে তুলেছি। কিন্তু এ তুমি কি কর্‌লে কনক? আমার বিশ্বাসের এতটুকু মর্যাদা দিলে না?

কনক। তাই বটে, আমি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারিনি। বুঝতে পারিনি আমি অস্পৃশ্য, আমার স্পর্শে দেবতার পূজার অর্ঘ্য অশুচি হ'য়ে যাবে। যাই, আমি যাই, এই কলংকিত দেহটা লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখি। [প্রস্থানোদ্যত]

মকর। একেবারে চলেই যাবে?

কনক। হ্যাঁ—যাবো, কিন্তু কোথায় যাবো? সামনে, পিছনে,

চারিদিকে নেমে এসেছে সূচীভেদ্য অন্ধকার, তবু আমাকে যেতেই হবে ঐ অন্ধকার ভেদ ক'রে দূরে—বহুদূরে। আজ কনকরায়ের আশার সমাধি, সুখ-স্বপ্নের শেষ। সব প্রহেলিকা! কনক আর কনকদা নয়, বীর নয়, যোদ্ধা নয়, শ্রদ্ধার পাত্রও নয়! পথের জঞ্জাল—সমাজের ঘৃণ্য, দেবতার অভিশাপ! [প্রস্থান।

সুকীর্তি। মকর, মকর, ফিরিয়ে আনো—ফিরিয়ে নিয়ে এসো ওকে।

মকর। অস্থির হবেন না জ্যাঠামশাই। ওর সংগে আমাদের আর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। পথের মানুষ সে—পথেই মিশে যাক্।

রণদেবের প্রবেশ।

রণদেব। কে পথের মানুষ?

মকর। তোমাদের মাথার মণি কনকরায়।

রণদেব। কোথায় কনক? পীর আসানউল্লার আমন্ত্রণে আমীর খাঁ গেছে ইসলামবাজারে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে। তাকে বিদায় দিয়ে আমি কনকের কাছেই ছুটে এসেছি। এখন তাকে—

মকর। কোথায় আর পাবে তাকে? প্রাসাদ থেকে সে চলে গেছে।

রণদেব। চলে গেছে?

মকর। হ্যাঁ।

রণদেব। কেন?

সুকীর্তি। অভিমানে। জানতে পেরেছে যে, সে পিতৃপরিচয়-হীন।

রণদেব। কে তাকে বলেছে এ কথা?

মকর। আমিই বলেছি।

রণদেব। তুমি!

মকর। তাতে হয়েছে কি?

রণদেব। সেকথা তুমি বুঝবে না, (বুঝি আমি, বোঝেন পিতা, আর বোঝে আমীর খাঁ। কার জন্যে আজ এই জয়ের আনন্দ? কে উদ্ধার করেছে রাজা সুকীর্তিরায়ের হৃত গৌরব?) বাসন্তীনগরের ঘরে ঘরে আজ বিজয়-উৎসব। বিজয়ীর সম্মান মাথায় ক'রে প্রধান সেনাপতি আমীর খাঁ গেল ইসলামবাজারে—সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে, আর সেই মুহূর্তে একটা ফুৎকারে তুমি নিভিয়ে দিলে বাসন্তী-নগরের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদীপ? বজ্রাঘাতে ভেঙে চূরমার ক'রে দিলে বড় গৌরবের এই বিজয়স্তম্ভ?

মকর। তাই ব'লে তার অনাচার মুখ বুজে সহ্য করতে হবে?

রণদেব। না, তুমি তা করবে কেন? তোমায় তো যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন পণ করে যুদ্ধ করতে হয় না? তোমায় তো রাজ্যের সম্মান-প্রতিপত্তি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না? কে দিয়েছে তোমাকে এই অনাধিকার-চর্চার সাহস?

সুকীর্তি। চুপ কর রণদেব।

মকর। বেশ, আমি তো তোমাদের চক্ষুশূল। যা ইচ্ছে হয় করো—কোন কথাতে আর আমি থাকবো না। যাও—কনকরায়ের পায়ে ধ'রে ফিরিয়ে নিয়ে এসো, আর মহাধুমধামে ঐ বংশপরিচয়হীন লম্পটের হাতে আদরের বোন কংকাকে তুলে দিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করো।

রণদেব। মকর!

মকর। কি, মাথাটা কেটে নেবে—না, শূলে দেবে? মকর কিন্তু ভয় পাবে না—সত্য কথা বল্‌তে সে কোনদিন ভয় পাবে না।

[প্রস্থান।

রণদেব। এ আপনি কি কর্‌লেন পিতা? মকরের হীন পরামর্শে অনায়াসে ত্যাগ করলেন একটা অসামান্য শক্তির স্তম্ভ? ওকে আপনি জানেন না? কার জন্যে নিরপরাধ গণেশনারায়ণ দেওয়ানী ছেড়ে আজ পথের ভিক্ষুক?

সুকীর্তি। কিন্তু কনক যে গুরুতর অন্যায় করেছে, একথা তো অস্বীকার করা যায় না। কংকার সংগে তার এই ঘনিষ্ঠতা, বিশ্বাসের অমর্যাদা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রণদেব। কনক আর কংকা পরস্পরকে ভালোবাসে।

সুকীর্তি। বিষয়টি তাহ'লে তোমাদের অজানা নয়।

রণদেব। তাইতো মনে হ'য়ে গেছে খুশীর উচ্ছ্বাস যে, কংকা তার উপযুক্ত স্বামী খুঁজে পেয়েছে।

সুকীর্তি। না, সহস্র গুণ থাকলেও বাসন্তীনগরের অধিপতি সুকীর্তিরায়ের কন্যার সংগে তার বিবাহ সম্ভব নয়। কারণ, তার বংশপরিচয় অজ্ঞাত। কনকের চেয়ে বংশমর্যাদার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশী।

ইন্দুমতীর প্রবেশ।

ইন্দুমতী। কিন্তু আমার কংকার সুখের কাছে বংশগৌরবের গোঁড়ামি মূল্যহীন।

সুকীর্তি। রাণি!

ইন্দুমতী। তোমার ভীমরতি হয়েছে! তাই মেয়েটার ভবিষ্যৎ,

তার সুখ-দুঃখের কথা একবারও ভেবে দেখলে না। হ'তে পারে কনকের পরিচয় অজ্ঞাত, কিন্তু দেখেছো কখনো ভালো ক'রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে? আমি শপথ ক'রে বলতে পারি, কনক কখনো হীনবংশজাত নয়।

সুকীর্তি। ওঃ, তাই বল। মকর ঠিকই বলেছে, তোমাদের আসকারা পেয়েই ওরা দু'জন এতোটা বেড়ে উঠেছে। কিন্তু স্থির জেনো, আমি যতদিন জীবিত আছি, বসন্তীনগরের মহান রাজবংশে এতটুকুও কলংক স্পর্শ করতে দেবো না।

ইন্দুমতী। মেয়েটার মুখের দিকে চাইবে না?

সুকীর্তি। না।

রণদেব। ভুলে যাবেন কনকের নিঃস্বার্থ সেবা, নিবিড় প্রীতির বন্ধন?

সুকীর্তি। যাবো। বিশ্বাসের যে যথার্থ মর্যাদা দিতে শেখেনি, দেবতা হ'লেও আমার কাছে সে ঘৃণার পাত্র। আমার আদেশ—অদ্য হ'তে কনকরায়ের নাম রাজপুরীতে কেউ উচ্চারণ করতে পারবে না। আমার কাছে সে মৃত!

[প্রস্থান।

ইন্দুমতী। যাও রণদেব, যেমন ক'রে পারো, কনককে ফিরিয়ে আনো। ওর হাতে কংকাকে আমি তুলে দেবোই। তারপর যদি প্রয়োজন হয়, তিনজনে আমরা এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাবো।

রণদেব। তা হয় না মা! পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজই করতে পারি না।

ইন্দুমতী। আমার আদেশও মানবে না?

রণদেব। মা! তুমি মা, আমার আরাধ্যা দেবী, পিতা চির-পূজ্য।

স্বর্গের উপরে তোমার আসন, কিন্তু পিতা আমার ধর্ম-স্বর্গ-তপ-সাধনা। তাঁর তুষ্টিবিধান করতে না পারলে তোমার চরণে যে পৌঁছতে পারবো না মা!

[প্রস্থান।

ইন্দুমতী। পিতাই সব? মা কেউ নয়? অকৃতজ্ঞ—সবাই অকৃতজ্ঞ! হোক, তবু আমি সংকল্পচ্যুত হ'বো না। সবাই যদি একজোট হ'য়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে, তবুও আমি পিছিয়ে আসবো না। আমি মা, কংকা আমার মেয়ে—তার সুখের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আত্মীয়-স্বজন স্বামী-পুত্র সবাইকে ত্যাগ করবো। তবু মা হ'য়ে মেয়ের মলিন মুখ আমি সইতে পারবো না।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

ইসলামবাজার-নবাবপ্রাসাদ।

বাঈজীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল। আমীর খাঁকে অভ্যর্থনা করিতে করিতে আসানউল্লার প্রবেশ।

বাঈজীগণ।—

গীত।

আয়লো সখি আয়, সাজাই ফুলে ফুলে।
ফুলবনের ফুলপরী গো, চলবো হেলে দুলে।
এনেছি ডালি ভ'রে, সাজাবো যতন ক'রে,
পরাগ ছড়ার গায়—মালা দেবো গলে।
মরম কাঁপে পরশে, কইছে কথা বাতাসে,
বঁধু, দোল দেবো হায়, মনের কূলে কূলে॥

[বাঈজীগণের প্রস্থান।

আমীর। আপনার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ পীর-সাহেব। আশা করি, রাজা স্বকীর্তিরায়ের এই সন্ধিকে শুধুমাত্র কতকগুলি সর্ত হিসাবে গ্রহণ না ক'রে, নিবিড় সৌহার্দ্যের প্রতীক ব'লে গণ্য করবেন।

আসান। আপনার অভিমতকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি খাঁ-সাহেব। আমার প্রস্তাবে রাজাসাহেবকে যে এত সহজে রাজী করাতে পারবেন, আমি স্বপ্নেও তা ভাবতে পারিনি।

আমীর। আমার প্রভু রাজা স্বকীর্তিরায়কে আপনারা সম্যক চেনেন না, উপরটা তাঁর লৌহ-কঠিন, কিন্তু অন্তরটা ততোধিক কোমল। তাই ইসলামবাজারের আধিপত্য সহজেই আপনাকে ছেড়ে

দিতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু সন্ধির সর্ত-অনুযায়ী, বাসন্তীনগরের উত্তরাংশ, যা আপনারা অন্যায়ভাবে দখল ক'রে নিয়েছিলেন, সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে, ভবিষ্যতে এর কোনো এলাকায় যেন শান্তিভংগ না হয়।

আসান। রাজা সুকীর্তিরায় মহানুভব! তাঁকে আমার সেলাম জানিয়ে বল্‌বেন, আসানউল্লা এই সন্ধির প্রত্যেকটি সর্ত জীবণপণ ক'রে রক্ষা কর্‌বে।

আমীর। রাজার পক্ষ থেকে আমিও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনারা যদি সৌহার্দ্য রক্ষা ক'রে চলেন, তাহ'লে আপদে-বিপদে আমরাও বুক দিয়ে সাহায্য কর্‌বো।

জাফরউল্লার প্রবেশ।

জাফর। ভাইজান! এই যে ভাইজান—

আসান। এই আমার সহোদর—জাফরউল্লা।

আমীর। আদাব!

জাফর। তুমিই আমীর খাঁ? সুকীর্তিরায়ের সেনাপতি?

আমীর। আপনার অনুমান সত্য।

জাফর। তুমি মুসলমান হ'য়ে ঐ কাফের হিন্দুরাজার দূত হ'য়ে এসেছো?

আমীর। রাজা সুকীর্তিরায় আমার প্রভু, আমি তাঁর ভৃত্য। এখানে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন অবান্তর।

জাফর। তাই ব'লে কাফেরের গোলামি কর্‌বে? অসহ্য!

আসান। জাফর!

আমীর। পীর-সাহেব, আমরা বিজেতা, এসেছি আমন্ত্রিত হ'য়ে

সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর কর্‌তে, কিন্তু আমার অন্নদাতা প্রভুর সম্বন্ধে কোন হীন মন্তব্য শুনতে রাজী নই।

আসান। ছিঃ-ছিঃ, জাফর, তোমার উদ্ধত উক্তি অশোভন—অন্যায়। আমীর খাঁ প্রভু-ভক্ত পাঠান বীর, আমাদের সম্মানিত অতিথি, তাঁর যোগ্য মর্যাদা অবশ্যই তোমায় দিতে হবে। খাঁ-সাহেব, আমার এই কনিষ্ঠের অসংযত ব্যবহারে আমি মর্মাহত—অনুতপ্ত। আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমীর। কোন প্রয়োজন নেই। সন্ধির সর্তগুলি যথাযথ পালন কর্‌লেই আমার প্রচেষ্টা সফল হবে। আদাব!

আসান। আদাব!

[আসানউল্লার সহিত করমর্দন করিয়া আমীর খাঁর প্রস্থান।

জাফর। তুমি আমাকে অপমান কর্‌লে ভাইসাহেব?

আসান। অপমান-জ্ঞান আছে তোমার? তাই যদি থাকতো, তাহ'লে আমার অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে এই অনর্থক রক্তপাতে মেতে উঠতে না। কতকগুলো নিরীহ সেনানীর প্রাণ ডালি দিয়ে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় ব'য়ে পিছু হ'টে আসতে না। আর আমাকে উপযাচক হ'য়ে সুকীর্তিরায়ের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করতে হ'তো না। তিনি মহান, তাই এখনও তুমি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছ।

জাফর। সন্ধি হবে না।

আসান। জাফর!

জাফর। তুমি পীর হ'য়ে খোদার নাম নিয়ে মেতে আছ, আবার রাজনীতির মধ্যে মাথা গলাতে যাও কেন? শোন ভাইসাহেব, আমি সমগ্র ইসলামবাজার ঘুরে আরও দু'হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেছি। বাসন্তীনগরের অনেক মুসলমান আমাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তুমি স'রে দাঁড়াও, আবার আমি স্বকীর্তিরায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।

আসান। না, সৈন্যদের বরং ছ'মাসের বেতন অগ্রিম দিয়ে ছুটী দিয়ে দাও।

জাফর। তাহ'লে রাজ্যরক্ষা হবে কি ক'রে? স্বকীর্তিরায় যদি আক্রমণ করে?

আসান। সে তুমি পারো জাফর, কিন্তু স্বকীর্তিরায় কখনও সত্য ভংগ করবেন না। তোমাকে আমি পরিষ্কারভাবে বলছি, রাজ্যে আমার কোনও প্রয়োজন নেই।

জাফর। তোমার না থাকলেও আমার আছে। তুমি পয়গম্বর ব'নে যেতে পারো, কিন্তু জাফরউল্লা সে ধাতে গড়া নয়। (ভুলে যায়নি সে, বহু যুদ্ধবিজেতা প্রখ্যাত আফগানবীর আজিমউল্লা খাঁ তার পিতা। আমাকে তুমি ফেরাতে পারবে না ভাইসাহেব।) খোদর নামে আমার শপথ, বাংলাদেশ থেকে হিন্দুর অস্তিত্ব আমি চিরতরে মুছে দেবো।

আসান। জাফর!

জাফর। ওই দাম্ভিক রাজা--রাণীকে করবো হত্যা, ছেলেদের ধ'রে এনে পবিত্র ইসলামধর্মে দীক্ষা দেবো। তারপর রাজার একমাত্র মেয়ে কংকাবতীকে সাদী ক'রে বাসন্তীনগরের সিংহাসনে বসবে এই জাফর-উল্লা খাঁ!

আসান। (হিন্দুর ওপর তোমার এই আক্রোশ—তাদের মেয়েদের অপহরণ ক'রে এনে তোমার জঘন্য পাপলীলা চরিতার্থ করা আজ নূতন নয়।) তোমার কুৎসা আর কলংকে বাংলার দিগদিগন্ত মুখরিত। পরিচয় দিতে মাথাটা আমার লজ্জায় নত হ'য়ে আসে। আমার অনুরোধ জাফর, এ অভিপ্রায় তুমি ত্যাগ করো।

জাফর। এ কেমন বিচার হ'লো ভাইসাহেব? তুমি নিজে দু' দু'টো হিন্দুর মেয়েকে সাদী ক'রে বেশ মশগুল হ'য়ে ব'সে আছ, আর আমাকে পীরের মত উপদেশ শোনাচ্ছো!

আসান। সত্য বটে, তোমার ভাবীরা হিন্দুঘরের মেয়ে। গ্রামের পর গ্রাম জয় ক'রে, বাহুবলে পিতা বহু নিরীহ হিন্দু-রমণীকে ধরে এনে মুসলমানের অন্তঃপুরে ঠাঁই দিয়েছিলেন। যৌবনের দুর্নিবার আকর্ষণ সেদিন আমি ত্যাগ করতে পারিনি। কিন্তু ভালো ক'রে দেখেছো কখনো জাফর, তোমার ভাবীদের মুখ? দেখেছো কি সেখানে বিন্দুমাত্রও খুশীর ঝলক? আমি দেখে থাকি সেখানে বিষাদমাখা দুঃখের হাসি—শুনে থাকি অহর্নিশি তাদের হৃদয় মথিত দীর্ঘশ্বাস। খোদার দোয়ায় যে পথের নিশানা পেয়েছি, সেখানে দাঁড়িয়ে নূতন ক'রে কারও মনে আঘাত দেবো না—সে হিন্দুই হোক্ আর মুসলমানই হোক্।

জাফর। তাহলে রাজ্যটা সুকীর্তিরায়ের হাতে তুলে দাও, ভাবীদের হাত ধ'রে আমিও তোমার সংগে ফকিরী নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াই?

আসান। অভিমানের কথা নয় ভাইসাহেব। আমার অনুরোধ, রাজা সুকীর্তিরায়ের সংগে সখ্যতা বজায় রাখো, যা আছে তাই যদি রক্ষা করতে পারো ভালো, বিদেশী আমরা, এ-ই আমাদের যথেষ্ট।

জাফর। তুমি যাই বলো ভাইজান, অন্ততঃ কংকাবতীকে আমার চাই-ই। অসামান্যা রূপবতী ওই রাজকন্যা, আমি মুগ্ধ—উন্মাদ। তাকে না পেলে জীবন আমার মূল্যহীন।

আসান। সাবধান জাফর! রাজা সুকীর্তিরায়ের সংগে আমি

সন্ধিবদ্ধ—তিনি আমার দোস্ত্। তোমার হাতে যদি তাঁর অন্তঃপুরের শুচিতা বিনষ্ট হয়, তাহ'লে ভাই ব'লে আমি তোমায় ক্ষমা করবো না। (এই পীর আসানউল্লার শাণিত তরবারি একদিন তোমার বক্ষরক্তে)—না, না,—এ আমি কি বলছি! জাফর, ওরে জাফর, তুই আমার বড় আদরের ছোটভাই—অবুঝ হ'স্নে, ভাই হ'য়ে ভাইয়ের বুকে আঘাত দিয়ে তুই দোজাকের আঁধারে নেমে যাস্নে রে।

[প্রস্থান।

জাফর। দোজাক! হাঃ-হাঃ-হাঃ! কংকাবতীকে নিয়েই নেমে যাবো ঐ দোজাকের অন্ধকারে—তার রূপের ছটায় বেহেস্তের গুল-বাগ হয়ে। ঝলমল ক'রে উঠবে সেই আঁধার, আর আমি—

কাসেমআলির প্রবেশ।

কাসেম। হুজুর—

জাফর। এই যে কাসেম, তোমার কথাই ভাবছিলাম, তারপর—খবর কি?

কাসেম। খুব ভালো।

জাফর। কি রকম?

কাসেম। গণেশনারায়ণ, হুজুর—

জাফর। দেওয়ান গণেশনারায়ণ? সে তো কর্ম্মচ্যুত—বিতাড়িত?

কাসেম। তাইতো সহজে রাজি করাতে পেরেছি। তবে হুজুর, খরচা করতে হবে।

জাফর। কুছ্ পরোয়া নেই! যত অর্থের প্রয়োজন নিয়ে যাও। যে-কোন মূল্যে কংকাবতীকে আমার চাই-ই। কিন্তু ভুলে যেও না কাসেম, আমীর খাঁ এবং কনকরায় অসাধারণ কুশলী যোদ্ধা।

কাসেম। তারা টেরই পাবে না। রাজপরিবারের হাঁড়ির খবর গণেশঠাকুরের নখদর্পণে।

জাফর। কংকাবতীকে দেখেছিস্?

কাসেম। দেখেছি মানে? খোদাই ক'রে এনেছি।

জাফর। দেখি—দেখি—

কাসেম। ছুরি দিন হুজুর।

জাফর। ছুরি?

কাসেম। আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখাতে হবে এই বুক চিরে,—সেখানে সে খোদাই হ'য়ে আছে।

জাফর। চোপরাও বেয়াদব! আমি যাকে সাদী করবো তাকে নিয়ে রহস্য?

কাসেম। ঘাবড়াবেন না হুজুর। কংকাবতী নয়, সাথে আছে করবী—জোড়া-মাণিক।

জাফর। তবে যে শুনেছি, কংকাবতীই রাজার একমাত্র মেয়ে?

কাসেম। ঠিকই শুনেছেন হুজুর!

জাফর। তবে?

কাসেম। ভাইয়ের বেটী। মা নেই—বাপ নেই, একমাত্র ভাই মকররায়। কংকা আর করবী যেন ঠিক জোড়ের পায়রা।

জাফর। কে বেশী সুন্দরী? কংকা—না, করবী?

কাসেম। সুন্দরীর খাতায় অবশ্য কংকাবতীরই হাঁক-ডাক বেশী, তবে করবীকে দেখেও আমি চোখ ফেরাতে পারিনি।

জাফর। বহুৎ আচ্ছা! ও দু'টোকেই আমি সাদী করবো।

কাসেম। এ্যাঁ!

জাফর। তৈরী হও। কোন ভয় নেই, দল-বল নিয়ে আমি নিজে

তোমাদের পিছনে থাকবো। মেয়ে দু'টিকে যদি কোন রকমে আমার হাতে এনে দিতে পারো—প্রচুর পুরস্কার পাবে।

কাসেম। [ক্রন্দনের সুরে] হুজুর—

জাফর। কি হ'লো, কাঁদছিস্ কেন?

কাসেম। আমার কি হবে হুজুর? আমি যে মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছি—

জাফর। কি?

কাসেম। বখ্‌রা॥

জাফর। বখ্‌রা! কিসের?

কাসেম। বেশী নয়, আধা-আধি। মানে কংকা-করবী—আহা, কংকা আপনার, আর করবী—

জাফর। চোপরাও উল্লুক! জাফরউল্লা যাদের অনুগ্রহ ক'রে সাদী করতে চেয়েছে, তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করাও তোমার গুণাহ।

কাসেম। গুণাহ?

জাফর। হ্যাঁ, গুণাহ। যাও কাজ হাঁসিল করো, বিনিময়ে পাবে পুরস্কার, প্রচুর অর্থ। চাই কি, আর একটা হিন্দুর মেয়ে ধ'রে এনে তোমার গলায় ঝুলিয়ে দেবো। এইতো সেদিন মাত্র মুসলমান হয়েছো—এর মধ্যেই এতো?

কাসেম। তা ঠিক। গোলামও যা—গাড়ীটানার বলদও তাই, শুধু ব'য়ে বেড়াবে। কি বহন করছি বলতে গেলেই—গুণাহ।

জাফর। চোপরাও!

কাসেম। হ্যাঁ—হুজুর, একশোবার। আদাব!

[প্রস্থান।

জাফর। আসছে কংকা, আমার বহু-আকাংখিত নারী। রাজা

স্বকীর্তিরায় যদি প্রতিবন্ধক হয়, আবার যুদ্ধ ক'রে সমগ্র রাজ্য অধিকার করবো—জোর ক'রে তাদের ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য করাবো। বাসন্তীনগরের সিংহাসনে বস্‌বে এই জাফরউল্লা, আর তার প্রধানা বেগম হবে ঐ অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী—বেহেস্তের হুরী—কংকাবতী। হাঃ-হাঃ-হাঃ...

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নদীতীরস্থ জগৎরায়ের কুঠী।

বিষণ্ণ অবসাদগ্রস্ত কনকরায়ের প্রবেশ।

কনক। বিচিত্র জগৎ! আজ যে রাজা, কাল সে ভিক্ষুক। ছিলাম রাজার ঘরে, রাজ সমাদরে, খ্যাতির উচ্চশিখরে। একটা ঘূর্ণি-হাওয়ায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে পথের ধূলোয়। কোথায় তুমি জগৎরায়, উপর থেকে চেয়ে দেখো, তোমার কুড়ানো মাণিক আজ পথের ধূলো-কাদার চেয়েও নিকৃষ্ট। লোকে জানে, তুমি মহান—দয়ার অবতার, কিন্তু তুমি তো জানো না দেবতা, তোমার সেদিনের করুণা আজ কনকরায়ের কাছে অভিশাপ হ'য়ে দেখা দিয়েছে। হায় কংকা, কেমন ক'রে ভুলে থাকবো তোমাকে? কিন্তু তুমি যে দেবতার নৈবেদ্য—পথের মানুষ কনকরায়ের জন্য তোমার সৃষ্টি হয়নি। ওঃ—ঈশ্বর, বিস্মৃতি দাও—বিস্মৃতি দাও!

গীতকণ্ঠে মাঝির প্রবেশ।

মাঝি।—

গীত।

ওরে মন, ভাব অকারণ।
কেমন ক'রে মুইছ্যা, দিবা নসীবের লেখন।
ভাব মিছে আমার-আমার, সময় কালে কেউ না কার,
ছাওয়াল জরু মিছে রে ভাই, মিছে মায়ার বাঁধন।
(ওরে ভাই) আইজ যে দ্যাহ টাকার কুমীর,
কাইল সে পথের ফকির,
দুঃখু পাই রে আপন ভুইল্যা যার কপালে যেমন।

কনক। মাঝি! মাঝি!

মাঝি। [নিকটে আসিল] কন্ কত্তা!

কনক। মাঝি, ঐ পানসী তোমার?

মাঝি। আমার লয়তো কার? আমার ও তিন পুরুষের লাও। গেল সোন্ তলা ছাইছি, তার আগের সোন বদলাইছি গুলা আর ছই—এবার দিছি গাব আর আলকাতরা। এক্কেবারে লূতনের নাহান, পুরানো কইবে কোন্ হালা?

কনক। সে তো বুঝলাম, নৌকয় পার হ'লো কে?

মাঝি। সবুর কর, আইতে আছে। চক্ষু ফিরাতেই লারবা। কইলো লোচন মিঞা, দেইখ্যা আহ, ঘাড়ের পরে ঐ কোডা বাড়ীতে তোমার নাহান কোন ব্যাডা লোক আছে কি না। নামও কইরা দেছে, নোলকরায়। যাই পাট্টাইয়া দি'? এক্কেবারে মিইল্যা গেছে। কি কও কত্তা, নামডাও মেলছে তো?

কনক। হ্যাঁ, আমার নাম কনকরায়।

মাঝি। হ'—হ', ঐ অইলো! যেই নোলক—সেই কোনক।

কনক। কে আছে তোমার নৌকায়?

মাঝি। হেথা মুই কইতে লারবো, মানা কইর‍্যা দেছে। বোঝ না ক্যান্, রাজার বেডি—জানাজানি অইলে খারাপ হইবো। আরে, উতলা হও ক্যান? এট্টা লয় এট্টা লয়, লায়ে আমার জোড়া পরী, ঠাণ্ডা অইয়া বোহ, পাট্টাইয়া দি'।

কনক। জোড়া পরী! তার মানে? তবে কি—তবে কি কংকা-করবী? কিন্তু এ অন্যায়—ঘোর অন্যায়! এরা আমাকে পাগল না ক'রে ছাড়বে না!

ম্রিয়মানা কংকাবতীকে পশ্চাতে রাখিয়া করবীর প্রবেশ।

করবী। এই যে গো কেষ্টঠাকুর, আবার কার মন চুরির ফিকিরে আছ?

কনক। করবী!

করবী। উঁ-হুঁ, করবী নয়, কংকা। করবীর বোন কংকা—ফোটা-ফুল কংকা।

কংকাবতী।—

গীত।

(বঁধু) এই তো ফুল ফুটলো।
পাপড়ি মেলে আপন আভায় কংকা হেসে উঠলো।
করবো পূজা মন করেছি,
ফুলের সেরা ফুল এনেছি,
পায়ে রাখো কি গলায় পরো, হায়—বলার কিছু নাই মোর।

মুখের শোভা—ফুলের হাসি,
প্রাণ দিয়ে তার ভালোবাসি,
মনের মণি দিলাম সঁপে, আড়াল দিয়ে চাই লো।

কনক। এখানে এলে কেন তোমরা? আমি তোমাদের কেউ নই। ভুলে যাও আমার কথা—আমাকে একলা থাকতে দাও।

কংকাবতী। কনকদা!

কনক। কেন অবুঝ হও কংকা? বোঝ না কেন, রাজা জানতে পারলে মহা অনর্থ হবে।

কংকাবতী। যে অনর্থ হ'য়ে গেছে, তার চেয়ে বেশী আর কি হবে?

করবী। এই দেখো, [সুর করিয়া] চার চোখ এক হ'লো,
অমনি ধারা গড়িয়ে প'লো।
নাঃ, আমার হয়েছে জ্বালা! চোখের জলই ঢালবে যদি, তবে ছোটাছুটি ক'রে কষ্ট করা কেন? ভাবলাম দেখা হবে দু'জনে—মনের গোপন দোর যাবে খুলে। প্রথমে হানাহানি কানাকানি, তার পরেই—

কংকাবতী। করবী!

করবী। তাই তো, আমারই বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে! তিনজনে কি প্রেম হয়? সে রাজত্বে থাকবে শুধু তোমরা দু'জনে—কংকা আর কনক। যদিবা আর কারো স্থান হয়, তিনি হচ্ছেন নিশির চন্দ্র মা অথবা বসন্তের মৃদু-মন্দ বাতাস। [প্রস্থানোদ্যত]

কংকাবতী। আঃ! বড় দুষ্টু হয়েছিস তুই!

করবী। তাই তো আর কষ্ট দিতে চাই না, বরং সইতে রাজি আছি। যাই, ফুল তুলে মনের মতো ক'রে মালা গেঁথে নিয়ে আসি। ~~তাই ব'লে~~

[সুর করিয়া] কনক-কিরণে মাতি যেয়ো নাকো ভুলে।
ভোমরায় দিও মধু রজনী পোহালে ॥

[হাসিয়া দ্রুত প্রস্থান ।

কংকাবতী। করবী!

কনক। কংকা!

কংকাবতী। কি?

কনক। আমাকে তুমি ভুলে যাও, কংকা! মা, বাবা আর দাদাদের ইচ্ছামত অন্য কাউকে বিয়ে ক'রে সুখী হও তুমি।

কংকাবতী। একথা তুমি বলতে পারলে? তবে কি বুঝবো, ভালোবাসার কোন মূল্য নেই? মন ব'লে কোন পদার্থ নেই? প্রেম, প্রণয় এসব কি শুধু কবির কাব্য-বিলাস? পুরুত ডাকিনি, মন্ত্র পড়িনি, তবু এক সান্ধ্য-জ্যোৎস্নায় পবিত্র ফুলের মালা-বদল ক'রে পরস্পরকে বরণ করে নিয়েছিলাম। একে তুমি মুখের কথায় মুছে ফেলে দিতে চাও?

কনক। কি ক'রে দেখাবো তোমায় কংকা, সে-সব গাঁথা আছে মনের মণিকোঠায়। কিন্তু বাস্তব জগতে এর কতটুকু মূল্য? সমাজের স্বীকৃতি নেই, পিতা-মাতার সম্মতি নেই—কে বুঝবে আমাদের অন্তরের আবেদন? কে দেবে আমাদের পবিত্র ভালোবাসার যথার্থ মর্যাদা?

কংকাবতী। কেউ না দিক, না বুঝুক—তুমি তো বুঝবে। এর বেশী আমি আর কিছুই চাই না। তোমাকে নিয়ে লোকসমাজের বাইরে—গভীর জংগলে পাতার কুটীর বেঁধে বাস করবো। বনের ফলমূল খেয়ে আর নদীর জল পান ক'রে জীবন ধারণ করবো। চাই না রাজ্যসুখ—চাই না রাজার বৈভব।

কনক। ভয় হয় কংকা, আজ যে কথাটা এত সহজ ক'রে বল্‌ছো, বাস্তবের কঠিন আঘাত যখন আস্‌বে, এতো সহজে তাকে গ্রহণ কর্‌তে পারবে না।

কংকাবতী। সে তোমরা—পুরুষেরা পারো। আমরা নারী, স্বামী ব'লে যাকে জেনেছি, জীবনে-মরণে তিনিই আমাদের ইষ্ট-দেবতা।

কনক। কিন্তু মহারাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি তোমাকে গ্রহণ করি, রাজশক্তির অত্যাচারে জীবন আমাদের দুর্বিষহ হ'য়ে উঠবে।

কংকাবতী। ভয় কি? এ রাজ্য ছেড়ে আমরা অন্য কোন রাজ্যে আশ্রয় নেবো।

কনক। কিন্তু পিতামাতার স্নেহ?

কংকাবতী। মেয়ের সুখের জন্য যাঁদের মাথাব্যথা নেই, সামান্য কুলমর্যাদার দোহাই দিয়ে যাঁরা আমার জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিতে চান, তাঁদের স্নেহের দাবী আমার নেই।

কনক। মন টল্‌বে না?

কংকাবতী। এ তোমার মিথ্যে আশংকা।

কনক। ভয় কর্‌বে না?

কংকাবতী। স্বামীর আশ্রয়, নারীর দুর্ভেদ্য দুর্গ।

কনক। তাহ'লে এসো কংকা—[নিবিড়ভাবে কংকার হাত ধরিল] সাক্ষী ঐ অস্তগামী দেব-দিবাকর, সাক্ষী ঐ পুণ্যতোয়া চন্দনার মনমাতানো কুলু-কুলি ধ্বনি, সাক্ষী রইলো—

দু'টি ফুলমালা-হস্তে করবীর প্রবেশ।

করবী। কংকার বোন করবী। [উভয়ের গলায় মালা পরাইয়া।]

বদল করিল] আর তোমাদের এই শুভ-মিলনের সাক্ষী হ'য়ে রইলেন—

মাধব ঠাকুরের প্রবেশ।

মাধব। তোমাদের নিত্য সহচর রাজ-পুরোহিত—মদনমোহনের দীন সেবক—এই মাধব ঠাকুর।

[করবী হাসিতেছিল। কনক ও কংকা লজ্জিত হইল]

না-না, তোরা ঐভাবে দাঁড়া। এ বড় মধুর রূপ—মধুর ভাব, আমার কান্ত-কমলিনীর স্ব-রূপে প্রকাশ।

কনক। গোঁসাইঠাকুর!

মাধব। এই তো পুরুষের কাজ। লজ্জা, মান বা ভয়ে কখনো কর্তব্য হারায়ো না ভাই!

কংকাবতী। আশীর্বাদ করো ঠাকুর!

[কংকা ও কনক প্রণাম করিল]

মাধব। দূর পাগলী! আমার কাছে চাইতে হবে কেন? আমি যে দিয়েই রেখেছি।

করবী। ঐ তো হ'য়ে গেল,—

[সুর করিয়া] কনক-রাজা বাইবে দাঁড়।
কংকা-তরীর কর্ণধার॥

মাধব। এসো কংকা, এসো করবী, তোমাদের আমি নৌকয় তুলে দিয়ে আসি।

কনক। যাও কংকা, নির্ভয়। কনকরায় কখনো সত্যভংগ করবে না। [মাধবের সহিত কংকা-করবীর প্রস্থান] এই তো প্রেম—এই তো সত্যিকারের ভালোবাসা। শত বাধা-নিষেধ উপেক্ষা ক'রে

ছুটে এসেছে আমার কাছে। এই পবিত্র ভালোবাসাকে আমি অবহেলা করবো না। কংকা আমার মানসী-প্রতিমা—ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখের সাথী। এ জগতে এমন কোন শক্তি নেই, যে আমার বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে।

[নেপথ্যে কংকা, করবী ও মাঝির আর্তনাদ]

ওকি! আর্তনাদ কিসের ?

দ্রুত মাধব ঠাকুরের প্রবেশ।

মাধব। সর্বনাশ হয়েছে কনক—সর্বনাশ হয়েছে, নৌকয় ডাকাত পড়েছে!

কনক। ডাকাত! এখনও সূর্য অস্তে যায়নি, এরই মধ্যে ডাকাত ?

মাধব। সেকথা পরে, ছুটে এসো—আগে ওদের বাঁচাও।

[দ্রুত প্রস্থান।

কনক। কি, কনকরায়ের হৃদংপিণ্ড উপড়ে নেবে সে বেঁচে থাকতে ? জাগো—জেগে ওঠো কনকরায় প্রচণ্ড বিক্রমে। সাপের মত ক্রূর হও, বাঘের হিংস্রতা তার রক্ত পিপাসা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো দেহমনের সমস্ত শক্তি নিয়ে। ছিভিন্ন কর শত্রুর চক্রান্ত-জাল—দেহগুলো তাদের চন্দনার অতলতলে ডুবিয়ে দিয়ে, উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসো আমার জীবনসংগিনী-কংকাবতীকে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ—মকরের কক্ষ।

বাঈজীগণের নৃত্যগীতের মধ্যে একজন বাঈজীকে ধরিয়া মকররায়ের প্রবেশ।

বাঈজীগণ।—

গীত।

প্রিয় হে প্রিয়।
আঁখি খোলো চেয়ে দেখো, বুকে ধ'রে নিও।
(হের) চল-চল যৌবন, প্রেমের পরশন,
রসের সাগর মধু পিও মধু পিও।
কেন হে আপনহারা,
সাজায়ে এনেছি ত্বরা,
বিনিময়ে প্রাণবঁধু, চরণে ঠাঁই দিও।

মকর। বাঃ চমৎকার! তুমি আমার ইন্দ্রসভার উর্বশী—নন্দনের পারিজাত। তোমাকে আমি পুরস্কার দেবো নিজের দেহমন—সবকিছু। [আলিংগনে উদ্যত]

সহসা সুকীর্তিরায়ের প্রবেশ।

সুকীর্তি। [বজ্রকণ্ঠে] মকর!

[মকরের ইংগিতে বাঈজীগণের সভয়ে প্রস্থান।

মকর। জ্যাঠামশাই, আপনি এখানে এসময়ে—

সুকীর্তি। স্তব্ধ হও লম্পট! এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার যে প্রকাশ্যে

মদ আর বাঈজী নিয়ে ফ্‌তির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছো বাসন্তী-নগরের রাজপ্রাসাদে ?

মকর। জ্যাঠামশাই—

সুকীর্তি। চুপ! সুকীর্তিরায় তোমার কেউ নয়। তাই যদি হ'তো, তাহ'লে তোমার আচার-ব্যবহার এত হীন হ'তে পারতো না। তুমি -না করবীর সহোদর ? কংকা না তোমার বংশের মেয়ে ? যার ঘরের হু'-দুটো বয়স্থা মেয়ে নিখোঁজ, সে কি-না বাঈজীর নৃত্যগীত আর সুরাপানে উন্মত্ত ? একথা ভাবতেও আমার লজ্জা হয় যে, বাসন্তীনগরের মহান রাজবংশে জন্ম নিয়েছে তোমার মতো একটা নীচমনা কুলাংগার !

মকর। বৃথাই আমাকে তিরস্কার করছেন। রণদেবকে বলুন, সৈন্য আছে—সেনাপতি আছে, তাদের বলুন। আমার কথা কেউ কোনদিন গ্রাহ্য করে না—কানেও তোলে না।

সুকীর্তি। স্তব্ধ হও মূর্খ !

মকর। মূর্খ বলেই কোনো বিষয়ে মাথা গলাতে চাই না। কনকরায়ের কাছে নাকে খত্‌ দিয়ে কংকাকে তার হাতে তুলে দিলে নিশ্চয়ই আজ নিখোঁজ হ'তো না। আগে প্রেমের অভিসার চল্‌তো গোপনে রাজপ্রাসাদে, এখন চলছে জনমানবহীন জগতরায়ের কুঠীতে।

সুকীর্তি। যেমন নিজের মনোবৃত্তি, চিন্তাধারাও ততোধিক নীচ। কনক সেখানে নেই মূর্খ !

মকর। থাকবে কি ক'রে ? তিনজনে এখন এক জায়গাতেই আছে।

সুকীর্তি। তাহলে কি তুমি বলতে চাও, কনকই ওদের ভুলিয়ে

নিয়ে গিয়ে কোথাও অদৃশ্য হয়েছে? কিন্তু করবী? কোনো মন্দ অভিপ্রায় থাকলে করবী নিশ্চয় কংকার সংগে যেতো না।

মকর। করবী? সে তার কথার চটক দিয়ে সবাইকে ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু আমি জানি, কনকের সংগে এদের কারও সম্পর্ক আদৌ ভালো নয়।

সুকীর্তি। হোক্‌, তবু কংকা-করবী ছেলেমানুষ। ভুল তারা করতে পারে, কিন্তু বড়ো-ভাই হিসেবে তোমার কি কোন কর্তব্যই নেই?

মকর। কর্তব্য বিবেচনা করেই, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি—ওদের অনাচার। তারই ফলে দাদার বিষ-নজরে পড়েছি, জ্যাঠাইমার চক্ষুশূল হয়েছি, আমীর খাঁর বক্র-দৃষ্টিতে প'ড়ে নাজেহাল হ'চ্ছি। কংকা আর করবী তো কথাই বলে না।

শোকাকুলা ইন্দুমতীর প্রবেশ।

ইন্দুমতী। ওগো, পেয়েছো আমার কংকা-করবীর সংবাদ?

সুকীর্তি। না রাণী, রণদেব ছাড়া আর যারা তাদের খোঁজে গিয়েছিল সবাই বিফল হ'য়ে ফিরে এসেছে।

মকর। এখন আর হা-হুতাশ ক'রে কি হবে জ্যাঠাইমা? সময় যখন ছিল, তখন তো তোমরা কেউ সতর্ক হওনি।

ইন্দুমতী। তুই চুপ কর্‌ হতভাগা! বংশের কুলাংগার তুই! তোরই চক্রান্তে একান্ত বিশ্বাসভাজন গণেশনারায়ণকে হারিয়েছি, পুত্রাধিক কনক আমার পর হ'য়ে গেছে। প্রাসাদের আলো, বংশের গৌরব—কংকা-করবীকে হারাতে বসেছি। তুই আমাদের মহাশত্রু!

সুকীর্তি। রাণি—রাণি!

মকর। বেশ, আমি কুলাংগার মাতাল লম্পট। কিন্তু একটা কথা স্থির জেনো, স্বার্থহীন হ'য়ে এই মকরই চেয়েছিল তোমাদের বংশের গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে। (কিন্তু সবার বিরুদ্ধে একা আমি কি করতে পারি? আমি তোমাদের দৃষ্টির বাইরেই থাকবো। তোমরা কিন্তু ওদের খুঁজে এনে দুটিকে একসাথে মহাসমারোহে কনকের গলায় ঝুলিয়ে দিও। বংশগৌরবের মহিমায় দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হ'য়ে উঠবে!)

[প্রস্থান।

সুকীর্তি। অপদার্থ!

ইন্দুমতী। এ আমাদের কি হ'লো রাজা? তুমি এ রাজ্যের রাজা—আমি মহারাণী, আর আমাদের দু'-দু'টো মেয়ে নিখোঁজ—আমাদেরই রাজ্যে!

রণদেবের প্রবেশ।

রণদেব। পিতা—পিতা, এই যে মা—তুমিও আছ॥

সুকীর্তি। পেয়েছো—পেয়েছো সন্ধান?

ইন্দুমতী। তুই ফিরে এলি, আমার কংকা-করবী কই?

রণদেব। তুমি ভিতরে যাও, মা।

ইন্দুমতী। নেই? আমার কংকা-করবী নেই? লুকোসনি বাবা, খুলে বল্ কি হয়েছে তাদের।

সুকীর্তি। বল—বল রণদেব, সংকোচ কিসের? আমি জানি, বিপদ কখনও একা আসে না। আমার সৌভাগ্য-রবি কনককে যেদিন বিদায় দিয়েছি, সেইদিনই বুঝে নিয়েছি বিপদের পাহাড় আমার জন্য তৈরী হ'য়ে আছে। বল, কি সর্বনাশ আমাদের হয়েছে?

রণদেব। কংকা-করবী অপহৃতা।

সুকীর্তি। অ-প-হৃ-তা ?

ইন্দুমতী। আমার কংকা-করবীকে কে নিয়ে গেলো ?

সুকীর্তি। ওঃ, এই কথা শোনবার আগে কেন আমার মৃত্যু হ'লো না ! বলতে পারো—বলতে পারো রণদেব, কে সেই দুর্বৃত্ত যে সুকীর্তি রায়ের বংশগৌরবে হাত দিতে সাহস করে ?

রণদেব। সে দুর্বৃত্ত আর কেউ নয় পিতা, আমাদের সংগে সন্ধিবদ্ধ পীর আসানউল্লার সহোদর কুখ্যাত জাফরউল্লা খাঁ !

সুকীর্তি। জাফরউল্লা—জাফরউল্লা !

রণদেব। চন্দনার তীর ধরে ছুটে চলেছি, এমন সময়, পা-দুটি জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠলো আহত লোচন মাঝি।

ইন্দুমতী। তারপর ?

সুকীর্তি। কি বলেছে মাঝি ?

রণদেব। ঐ মাঝির নৌকাতেই গত সন্ধ্যার কিছু পূর্বে কংকা আর করবী গিয়েছিল জগতরায়ের কুঠীতে কনকের সংগে দেখা করতে। আসবার সময় পানসী যখন মাঝ-নদীতে, হঠাৎ চার পাঁচখানা ছিপ পানসীকে ঘিরে ফেলে। মাঝি জানতে পেরেছে, সকলেই তারা মুসলমান—জাফরউল্লার লোক। কংকা-করবীকে অপহরণ করাই তাদের উদ্দেশ্য।

ইন্দুমতী। তারপর আমার কংকা-করবীর কি হ'লো ?

রণদেব। পরের ঘটনা সে জানে না, মা। সকালে যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখে—সে তার নৌকার ওপরই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় প'ড়ে আছে।

সুকীর্তি। আর কি শুনতে চাও রাণী ? তোমার কংকা-করবী

বিধর্মী মুসলমানের কবলে। ওঃ, রণদেব, এই মুহূর্তে যেন আমি অথর্ব হ'য়ে পড়েছি!

ইন্দুমতী। ওঃ, কংকা—আমার কংকা-করবী—

গীতকণ্ঠে আহত মাধব ঠাকুরের প্রবেশ।

মাধব।—

গীত।

ঝরিয়া গিয়াছে ঝড়ের আঘাতে নন্দন-পারিজাত।
ছিঁড়েছে মুকুল শুকায়েছে পাতা, দারুণ অশনিপাত।

ইন্দুমতী। ঠাকুর—ঠাকুর। এ কি! কে করলে তোমার এই দশা!

মাধব।—

পূর্ব্ব-গীতাংশ।

সমাজের ওরা অভিশাপ,
মানুষের ঘৃণা মহাপাপ,
ন্যায়ের বিচারে বিমুখ বিধাতা, নাই কোন প্রতিঘাত।

সুকীর্তি। ঠাকুর, তুমি কংকা করবীর নিত্য-সহচর, যদি কিছু জানো, স্পষ্ট ক'রে বলো, কোথায় তারা—কোথায় কনক?

মাধব। হারিয়ে গেলো, প্রাণের কানু-কমলিনী আমার হারিয়ে গেলো।

রণদেব। তুমি কেমন করে জানলে গোঁসাইঠাকুর?

মাধব। আমি যে সংগে-সংগেই ছিলাম। তাদের নৌকোয় তুলে দিয়ে তীর ধ'রে কয়েক পা এগিয়েছি, অমনি ভেসে এলো করবীর আর্ত্ত চীৎকার!

ইন্দুমতী। তারপর?

মাধব ।—

পূর্ব-গীতাংশ ।

কত যে ডাকিনু সকরুণ সুরে,
দিল না যে সাড়া বারেকের তরে,
মিলাল সে সুখ দূর-দূরান্তরে মৃদু বাতাসের সাথ।

[প্রস্থান ।

ইন্দুমতী। রণদেব—রণদেব!

রণদেব। মা—

সুকীর্তি। রাণী—রাণী, দেখো তো আমার নিঃশ্বাস বইছে কি না! রণদেব, ভালো ক'রে দেখো তো বাবা, বুকের স্পন্দনটা আমার ঠিক চল্‌ছে কি না! আমি রাজা সুকীর্তিরায় আর আমার বুক থেকে আমার কন্যারা অপহৃতা? সিংহের গহ্বর থেকে তার শাবককে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো! ওঃ, কপটতা—কপটতা! আসানউল্লার সন্ধি শুধু ছলনা! কি কর্‌বো—কি কর্‌বো আমি?

রণদেব। আদেশ দিন পিতা।

ইন্দুমতী। রণদেব, তোর মত উপযুক্ত পুত্র থাকতে আমার কংকা-করবীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো? পারবি না—পারবি না তাদের উদ্ধার ক'রে আনতে?

রণদেব। মা—

ইন্দুমতী। কথা আমি শুনতে চাই না, আমি চাই কংকা-করবীকে, চাই আমার কনককে, তার সংগে উপহার চাই, লম্পট জাফরউল্লা খাঁর ছিন্নশির। আমার অন্তপুরের শুচিতা নষ্ট করতে যে হাত বাড়িয়েছে, তার তাজা রক্তে আমি স্নান্ করবো। তারপর কংকা-করবীকে এনে নিজের হাতে ছুরি বসিয়ে দেবো তাদের

বুকে। মৃতদেহগুলো টেনে নিয়ে ভাসিয়ে দেবো তরংগময়ী ঐ চন্দনার জলে। [প্রস্থান।

রণদেব। পিতা!

সুকীর্তি। যাও, আমীর খাঁকে আমার আদেশ জানিয়ে বল্‌বে, মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে বাছাই-করা পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে ইসলাম-বাজার অবরোধ ক'রে সমগ্র রাজ্য ভস্মস্তূপে পরিণত করবে। বন্দী বা হত্যা করবে সন্ধিভংগকারী বিশ্বাসঘাতক ঐ হিন্দুদ্বেষী ভ্রাতৃদ্বয়কে।

রণদেব। তাই হবে পিতা, এই উন্মুক্ত তরবারি হাতে একা আমি ছুটে যাবো বিদ্যুৎ-গতিতে। পলকে-পলকে প্রলয় সৃষ্টি করবো। অনাচারী ধর্মদ্বেষীদের সমস্ত শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে মাটীর সংগে মিশিয়ে দেবো তাদের পাপের প্রাসাদ। নির্মমভাবে হত্যা ক'রে তাদের ছিন্নশির এনে উপহার দেবো আপনার পায়ে।

সুকীর্তি। আর আমি সেই ছিন্নমুণ্ড বর্শার ফলকে গেঁথে পথে পথে শোভাযাত্রা ক'রে সবাইকে দেখাবো। আর তার গায়ের রক্তাক্ষরে লিখে দেব—রাজা সুকীর্তিরায়ের বংশমর্যাদায় আঘাত দিলে, এমনিভাবে মৃত্যু দিয়ে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

[প্রস্থান।

রণদেব। এইবার আমিও ছুটে যাবো রুদ্রতেজে। পাঠানবীর আমীর খাঁ আস্‌বে পিছনে কালবৈশাখীর ঝড় তুলে। তারপর দু'জনের মিলিত দুর্বার শক্তি নিয়ে ধ্বংস করবো সমগ্র ইসলাম-বাজার আর সেই ধ্বংসস্তূপের উপর নরপিশাচ শয়তানদের হত্যা ক'রে সৃষ্টি করবো এক বিভীষিকাময় রক্তের ফোয়ারা!

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

জগু সর্দারের কুটীর প্রাংগণ।

কথা কহিতে কহিতে গংগারামের ও ফেলারামের প্রবেশ।

গংগারাম। কি রে ফেলা, মেয়েটা মুখ খুলেছে?

ফেলারাম। উঁ-হুঁ, শুধু প্যাট্-প্যাট্ করে চাইছে, যেন আঁতুড় ঘরে মাকে খুঁজছে।

গংগারাম। বুঝেছিস্ ফেলা, মেয়েটা বোধহয় কারও খপ্পরে পড়েছিল, তাই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালাবার মতলব ছিল। নইলে নদীর চড়ায় আটকে থাকবে কেন?

ফেলারাম। তোর মাথা আর মুণ্ডু! খপ্পর-টপ্পর নয়, মেয়েটা নিশ্চয়ই কারও প্রেমে পড়েছিল—তাই ফস্কে যাওয়াতে জলে ডুবে মরতে গিয়েছিল।

গংগারাম। যাই বলিস্, আমাদের বরাত কিন্তু ভাই বেশ উঁচুদরের। কি বলিস্?

ফেলারাম। যা বলেছিস্ মাইরি! আ-হা, মেয়েটার যা রূপ, ইচ্ছে হ'চ্ছে—এখনই বিয়ে ক'রে ফেলি।

গংগারাম। আমার বুঝি হ'চ্ছে না? তোর চেয়ে বেশী।

ফেলারাম। ধ্যেৎ! তোর যে ঘটোৎকচের মতো চেহারা, তার পাশে তোকে মানাবে কেন?

গংগারাম। বটে, আমি ঘটোৎকচ? তুমি ময়ূরছাড়া কার্তিক! বড় যে বিয়ের সাধ! আয় তোর বাপের বিয়ে দেখিয়ে দিই!

ফেলারাম। কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! গায়ে কুয়োদ হয়েছে? দাঁড়া, সর্দারকে ব'লে তোর দফা গয়া ক'রে ছাড়বো! [প্রস্থানোদ্যত]

গংগারাম। [বাধা দিয়া] এই—এই, মাইরি ফেলা, ঠাট্টা করেছি—মনে কিছু করিসনে ভাই। আর নিজেরা ঝগড়া ক'রে হবে থোড়! সর্দার যা বলেছে, তাতে অন্য কারও নাক গলাবার জো নেই।

ফেলারাম। কেন?

গংগারাম। মজার কথা শোন্ ফেলা, না বিইয়েই কানাইয়ের মা! বলে কি না আমরা বাপ-বেটী!

ফেলারাম। তাহ'লে উপায়?

গংগারাম। [হতাশভাবে উপরের দিকে দেখাইল] ও-পায়!

ফেলারাম। কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম—

গংগারাম। চুপ-চুপ, সর্দার এসে পড়েছে, সংগে সেই ছুঁড়িটা।

কংকাবতীসহ জগু সর্দারের প্রবেশ।

জগু। কি রে, জিনিস-পত্তর সব তুলেছিস্? আর সব গেল কোথায়?

গংগারাম। জিনিস-পত্তর অস্তর-শস্তর সব ঘরের মধ্যে গুছিয়ে রেখেছি। মংগলা, কাঙালী, গদাইচরণ—ওরা সব ঘাট থেকেই বাড়ী চ'লে গেছে—রেতের বেলায় আসবে বলেছে।

জগু। আচ্ছা। তোরা দু'জন আজ আর বাড়ী যাসনি, এখানেই

রান্না-বান্না ক'রে খেয়ে যাবি, বুঝলি? আজ আমার বড় আনন্দ, ঘরে আমার 'মা' এসেছে!

ফেলারাম। তা বটে—তা বটে!

গংগারাম। সেকথা আর বল্‌তে! কিন্তু বড্ড ভয় পেয়ে গেছে সর্দার।

জগু। পাবে না? কত বড় ধকল্‌টা গেছে! নেহাৎ আমাদের নজরে পড়েছিল, নইলে আরও কত দুর্গতি ছিল, কে জানে! [কংকাবতীকে উদ্দেশ্য করিয়া] একি, কথা বল্‌ছিস না যে? ভয় করিস্‌নে, এরা সব তোর ছেলে, কোন ভয় নেই। জগু সর্দারের কাছে থাকাও যা, নিজের বাড়ীতে থাকাও তাই। কার ঘাড়ে দশটা মাথা যে, তোকে কিছু বলে? যে ব্যাটা তোকে কিছু বলবে, মাথাটা তার গুড়িঁয়ে দেবো না?

গংগারাম। ভয় কাটেনি সর্দার, এখনও থর-থর করে কাঁপছে!

ফেলারাম। তার উপর জল খেয়ে ঢাক হ'য়ে আছে। আগে সুস্থ করা দরকার।

কংকাবতী। না-না, আমি সুস্থ আছি। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও।

জগু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মা আমাদের শত্রু ভেবে নিয়েছে। হবেই তো, ব্যাপার যে সাংঘাতিক। মা কালীর দিব্বি, বিশ্বাস কর্‌ মা, আমাদের দিয়ে তোর উপকার ছাড়া ক্ষতি হবে না।

কংকাবতী। [কাঁদিতে কাঁদিতে] কেন তোমরা আমাকে জোর ক'রে নিয়ে এসেছ? কি দোষ করেছি আমি? এমন ক'রে কেন আমার সর্বনাশ করলে?

জগু। আবার সেই কথা? তুই বিশ্বাস কর, আমরা তোকে

এনেছি সত্য, কিন্তু জোর ক'রে নয়। জগু সর্দার ডাকাত বটে, কিন্তু মেয়েদের সে 'মা' ছাড়া কিছু জানে না।

গংগারাম। আমরাও তাই—না সর্দার?

ফেলারাম। সে কি আবার ব'লে বোঝাতে হবে?

জগু। ভোর রাত্তিরে ডাকাতি ক'রে ফিরছি, সবে ধীরাবতী ছেড়ে চন্দনার উজান ধরেছি। হঠাৎ চাঁদের আলোয়, চোখের সামনে ভেসে উঠলো নদীর চড়ায় একটা ফোটা পদ্ম! যত্ন ক'রে তুলে এনেছি। বেহুঁস ছিলি পূরো একটা দিন। নদীর বুকে তোকে নিয়ে যমের সংগে লড়াই করেছি। অবশেষে মা-কালী মুখ তুলে চেয়েছেন, তাই তোকে খাড়া ক'রে তুলতে পেরেছি।

কংকাবতী। কিন্তু তারা সব কোথায়? করবী আর—

জগু। আরও কেউ বুঝি তোর সংগে ছিল?

কংকাবতী। নেই! কেউ নেই? কেন তোমরা শত্রুতা কর্‌তে আমাকে বাঁচিয়ে তুল্‌লে?

জগু। আ-হা, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? আগে বিশ্রাম কর্‌, সুস্থ হ'—তোর সব কথা শুনবো। গাঁয়ে—গাঁয়ে আমার লোক ছড়িয়ে আছে। তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে দেখবো—কোন ত্রুটীই রাখবো না।

গংগারাম। তছনছ্‌ ক'রে ফেলবো না? কি বলিস্‌ ফেলা?

ফেলারাম। হ্যাঁ, নিশ্চয়—নিশ্চয়, একশোবার।

কংকাবতী। কিন্তু—

জগু। আবার 'কিন্তু' কেন মা? ঐ আমার ঘর, যা মা—ভিতরে গিয়ে একটু জিরিয়ে নে। ওখানে আর কেউ নেই। কিসের ভয়, কিসের সংকোচ? তুই আমার মা, আমি তোর ছেলে।

কংকাবতী। [অভিভূতের ন্যায়] যাবো, ওই ঘরে যাবো?

জগু। যাবি বই কি, ও তোরই ঘর। এতদিন আমার মায়ের আসনটা শূন্য ছিল, আজ তোকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করলাম। কোন ভয় নেই, এরা সব আমার সাকরেদ, এখানে ব'সে তোর ঘর পাহারা দেবে। আমি দেখি একটু দুধের জোগাড় কর্‌তে পারি কি না। [কংকাবতী দ্বিধাগ্রস্তভাবে অগ্রসর হইল] যা, বড় কষ্ট পেয়েছিস্, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর্। [কংকাবতীর ধীরে ধীরে প্রস্থান।] এই, তোরা দু'জনে এখানে ব'সে জিরিয়ে নে। আমি যাবো আর আসবো। খবরদার, আমার মা যেন ভয় না পায়। আমি ঘুরে আসবো তবে রান্নার যোগাড়ে যাবি—বুঝলি ?

গংগারাম। সে আর তোমায় বল্‌তে হবে না।

ফেলারাম। পরিষ্কার বুঝে নিয়েছি।

জগু। হ্যাঁ—শোন্, মেয়েটার কথা কারও কাছে বলিস্‌নি যেন।

গংগারাম। কেন—কেন ?

জগু। এই দেখ, সাধে কি বলি, বুদ্ধি হবে তোদের ম'লে ? কোন কথাটা যদি একবারে বুঝবি ?

গংগারাম। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও।

ফেলারাম। কারও কাছে বলবো না সর্দার।

জগু। মা-কালীর দিব্বি ?

গংগারাম। শুধু মা-কালীর—তোমারও দিব্বি !

জগু। হ্যাঁ—ঠিক। দেখিস রে—খুব সাবধান ! [প্রস্থান।

ফেলারাম। দেখ্ গংগা, সর্দার ভাবে—আমরা কিছুই বুঝি না।

গংগারাম। তা ঠিক, ভাবে—সে একাই বুদ্ধিমান।

ফেলারাম। আমাদের দিয়ে গাড়ী টানাবে, গুড়টুকু খাবে নিজে। দেখিস্—ও নিজেই মেয়েটাকে বিয়ে ক'রে বস্‌বে।

গংগারাম। ধ্যেৎ! মা বলেছে যে—তবে হ্যাঁ, সর্দার যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাসতো, আমার সংগে ওর বিয়ে দিয়ে দিতো।

ফেলারাম। কি ক'রে হবে রে গংগা? তোর পাশে মানাবে কেন? যাকেই সর্দার ভালোবাসুক—বিয়ে হ'তো আমার সংগে।

গংগারাম। দেখ্ ফেলা, নিজেরা ঝগড়া ক'রে কোন লাভ নেই। মোদ্দা কথা হ'চ্ছে, সর্দার আমাদের ভালোও বাসে না—বিশ্বাসও করে না।

ফেলারাম। একথা তুই ঠিক বলেছিস্। ওকে একটু টিট্ করা দরকার।

গংগারাম। ওরে বাবা, সামনে যাবে কে? কেটে দু'খানা ক'রে ফেলবে না!

কালিকানন্দের প্রবেশ।

কালিকানন্দ। তারা ব্রহ্মময়ী—তারা ব্রহ্মময়ী! জগু—জগু সর্দার বাড়ীতে আছো?

গংগারাম ও ফেলারাম। দণ্ডবৎ ঠাকুরমশাই! [আভূমি প্রণত হইল]

কালিকানন্দ। আজ প্রায় পক্ষকাল তোদের দেখা নেই, ব্যাপার কি? ফিরুলি কবে?

ফেলারাম। এজ্ঞে, এই তো সবে ফিরছি।

কালিকানন্দ। জগু কোথায়? ডাক্ তাকে। গুরু-দক্ষিণা মিটিয়ে দে। মনে রাখিস্, মা-মহামায়ার কৃপায় আর আমার আশীর্বাদে, জগু সর্দারের দল বাংলাদেশে আজ শ্রেষ্ঠ ডাকাতের দল বলে পরিচিত। গুরুকে বঞ্চনা করুলে ঘোর অমংগল। কি—নিরুত্তর কেন?

ফেলারাম। [গংগারামকে] বল্ না!

গংগারাম। তুই বল্ না!

ফেলারাম। বলবো? তাহ'লে বলি?

কালিকানন্দ। ইতস্ততঃ কেন?

গংগারাম। যদি অভয় দেন—

কালিকানন্দ। [সবিস্ময়ে] ভয় কিসের?

ফেলারাম। না-না, ভয় কি—ভয় কি? তবে কি না—সর্দার যদি জানতে পারে—

কালিকানন্দ। মূর্খ! কোন ভয় নেই। জগু সর্দার আমার পরম ভক্ত—আদর্শস্থানীয়। অসংকোচে আমার কাছে প্রকাশ করতে পারিস্, জগু তাতে খুশীই হবে।

ফেলারাম। তা বটে, তবে বড় বদ্‌মেজাজী কি না। তা আপনি যখন বল্‌ছ,—তা হ'লে ব'লেই ফেলি। কি বলিস্ গংগা?

গংগারাম। বল না!

কালিকানন্দ। অর্বাচীন! শুধু আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করবি?

ফেলারাম। আপনি সেদিন বলেছিলে না, কি একটা প্রকাণ্ড যজ্ঞি করবে—তার জন্যি চাই একটা সুন্দরী মেয়ে?

কালিকানন্দ। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া] সে শুভদিন কবে আস্‌বে জানেন শুধু মা-কালী করালিনী। তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

গংগারাম। কৃপা করেছেন ঠাকুরমশাই!

কালিকানন্দ। [চঞ্চল হইল] করেছেন? মা আমার কৃপা করেছেন? কই, কোথায়?

ফেলারাম। সর্দারের ঘরে আছে। বুঝে দেখ ঠাকুরমশাই,

আপনাকে প্রকাশ না করে, মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছে। এই তো ভক্তির বহর!

কালিকানন্দ। তোরা ভক্তি করিস্?

গংগারাম। করিনে আবার? কি রে ফেলা?

ফেলারাম। আমরা তো পায়ের ধূলো!

কালিকানন্দ। যা বলবো, বিনা দ্বিধায় করতে পারবি?

ফেলারাম। পরখ করেই দেখো, নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারি।

কালিকানন্দ। সর্দার বাড়ীতে নেই, এই সুযোগ। মেয়েটার মুখে কাপড়-চাপা দিয়ে আমার সংগে নিয়ে যেতে হবে—পারবি?

গংগারাম। ঘাড়ে আমাদের মাথা থাকবে না ঠাকুরমশাই।

কালিকানন্দ। মূর্খ! কালিকানন্দ কৃপা করেছিল, তাই না জগু আজ তোদের সর্দার? আমার কথামত চল্‌লে, সর্দারের আসনে তোদের দু'জনকেই বসিয়ে দেবো।

গংগারাম। সর্দার হবো? দু'জনে একসংগে?

কালিকানন্দ। কালিকানন্দ কখনো মিথ্যাকথা বলে না।

ফেলারাম। আর বলতে হবে না, পেন্নাম ঠাকুরমশাই, পেন্নাম! আয় গংগা, মা-কালী ভরসা!

[প্রণামান্তে উভয়ের প্রস্থান।

কালিকানন্দ। শব-সাধনা তান্ত্রিকের শ্রেষ্ঠ সাধনা! করায়ত্ত হবে মা-মহামায়ার মহাশক্তি। আনন্দ কর কালিকানন্দ—আনন্দ কর! সাধনায় সিদ্ধি তোমার দ্বারে করাঘাত করছে। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবে তুমি। তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ কালিকানন্দের নাম অমর হ'য়ে থাকবে।

[নেপথ্যে কংকাবতীর আর্তনাদ। গংগা বলিল, "জোরে মুখ
চেপে ধর!" কংকাবতীয় চুপ করিল! ফেলা বলিল,
"নে ধর্—জলদি কর্!" কালিকানন্দ
উৎকর্ণ হইয়া শুনিল]

কলিকানন্দ। যাক, চুপ করেছে। এইবার অনুসরণ করি। বিশ্বাস নেই, এরা জংলী ডাকাত ছাড়া আর কিছুই নয়। একে সুন্দরী—তায় পূর্ণ-যৌবনা।

[দ্রুত প্রস্থান।

সেই মুহূর্তে খুশীমনে দুধের পাত্রহস্তে
জগু সর্দারের প্রবেশ।

জগু। ওরে ফেলা, ও গংগা, ঘুমিয়ে পড়েছিস না কি রে ব্যাটারা? একি! কোথায় গেল দু'টো? তাহ'লে কি ওদের কোন কু-মতলব আছে? জগু সর্দারের হুকুম অমান্যি? বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো! ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দেবো না? যাক, আগে দুধটুকু গরম ক'রে মেয়েটার মুখে দিই—একটু তাজা হবে। ক'দিন খায়নি কে জানে। একি! মাটীতে খড়মের দাগ? তবে কি গুরু-ঠাকুর এসেছিল? সর্বনাশ! তাহলে কি—না-না, আমি শিষ্য—তিনি গুরু, আমার সংগে কখনো বেইমানি করবেন না। হ্যাঁ, তবু একবার দেখতে হবে, বিশ্বাস নেই। এ জগতে নিজেকে পর্যন্ত আজ বিশ্বাস করা যায় না।

[দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জাফরউল্লা খাঁর কক্ষ।

চাবুকহস্তে জাফরউল্লা খাঁর প্রবেশ।

জাফর। অকর্মণ্য—অপদার্থ এই কাসেম আলী। ওকে আমি কোতল করবো। পঞ্চাশ জন বাছাই-করা লাঠিয়াল নিয়ে সাধ্য হ'লো না একটা কচি মেয়েকে ছিনিয়ে আনতে? একা কনকরায় তাদের লাঠি দিয়ে তাদেরই ত্রিশজনকে ঠাণ্ডা ক'রে দিলে? বাকী বিশজন আধমরা—কোনমতে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু কংকা—কোথায় গেল কংকাবতী?

কাসেম আলীর প্রবেশ।

কাসেম। হুজুর!

জাফর। আবার এসেছিস্ বেকুব? [চাবুক আস্ফালন]

কাসেম। মেরে বস্‌বেন না হুজুর, খবর আছে।

জাফর। আবার কিছু চাই বুঝি? আমার সামনে আসতে তোর সাহস হ'লো?

কাসেম। মারুন আর কাটুন হুজুর, আসতে আমাকে হবেই।

জাফর। বটে!

কাসেম। দাড়িতে তেল লাগান হুজুর!

জাফর। চোপরাও বেয়াদব্!

কাসেম। চুপ করলে এমন তোফা খবরটা আপনাকে কে দেবে বলুন?

জাফর। খবর?

কাসেম। তবে আর বল্‌ছি কি? নাচুন—নাচুন হুজুর! পেয়েছি।

জাফর। কি পেয়েছিস?

কাসেম। [ক্রন্দনের সুরে] কিন্তু আমার কি হ'লো হুজুর—

জাফর। তোমার হলো এই—[চাবুক প্রহার]

কাসেম। ইয়ে আল্লা! আমার যে দু'দিকেই গেলো হুজুর—একূল-ওকূল দুকূল গেলো।

জাফর। আবার! [চাবুক আস্ফালন]

কাসেম। মারুন হুজুর, একেবারে মুরগীর মতো জবাই করুন। করবী সুন্দরীকে যদি না পেলাম, বেঁচে আর কি হবে? কিন্তু কংকাবতী আপনার—

জাফর। কংকাবতী! কোথায় কংকা? বেঁচে আছে সে?

কাসেম। বল্‌তে আর দিলেন কই? আগেই তো চাবুক হেঁকে বস্‌লেন।

জাফর। কিছু মনে ক'রো না কাসেম, কংকার চিন্তায় মাথা আমার ঠিক নেই। শীগগির বল কোথায় কংকাবতী?

কাসেম। শুধু মুখের কথা নয়, প্রমাণ পর্যন্ত হাজির। এখন আপনার কপাল—আর, আমার হাতযশ। ভাই গংগারাম—

মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় গংগারামের প্রবেশ।

জাফর। কে এই লোকটা?

কাসেম। প্রমাণ। (খাঁ—খাঁ করে রোদ্দুর, যাচ্ছি দেওয়ান-ঠাকুরের সংগে দেখা করতে। নদী পার হ'য়ে ডাঙ্গায় কেবল পা

ফেলেছি—অমনি পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো এই গংগারাম। তখনো ফাটা মাথা ~~দিয়ে খুন গড়িয়ে পড়ছিল।~~)

জাফর। তুমি জান কংকাবতীর সন্ধান?

গংগারাম। আমি কিছু জানিনে খাঁ-সাহেব—অধর্ম আর করতে পারবো না।

জাফর। [চীৎকার করিয়া] কাসেম!

কাসেম। অধর্ম তোমায় করতে হবে না দোস্ত্। শুধু বল, যাকে গুরু-ঠাকুরের হাতে গছিয়ে দিলে, সেই মেয়েটা দেখতে কেমন?

গংগারাম। ভুল করেছি—সাংঘাতিক ভুল করেছি। সর্দারের কাছে হয়েছি অবিশ্বাসী—মেয়েটার করলাম সর্বনাশ। ফেলারাম প্রাণ দিলে সর্দারের হাতে, কিন্তু জবর ঘা খেয়েও আমি এখনও বেঁচে আছি।

জাফর। মেয়েটার কথা খুলে না বললে বাঁচা তোমারও হবে না।

গংগারাম। তাই কর মিঞা, তাই কর। অধর্ম আর করতে পারবো না।

কাসেম। ওর নামটা বুঝি গুরু-ঠাকুরই বলেছে?

গংগারাম। ওঃ, ভারি তোমার বুদ্ধি? গুরু-ঠাকুরের বাবাও জানতো না ওর নাম। নিজেই তো ব'লে ফেললে। (মেয়েটাকে কাঁধে তুলে চলেছি দু'জন ঠাকুরের সংগে—হঠাৎ মুখের কাপড় গেল খুলে। অমনি ডুকরে কেঁদে উঠলো, ইনিয়ে বিনিয়ে বল্‌লে—"কোথায় তুমি কনকদা, একবার দেখে যাও তোমার কংকার দুর্দশা!")

জাফর। কোথায় আছে সে?

কাসেম। বল, মেয়েটার ভালো হবে—তোমারও অধর্ম ঘুচে যাবে।

গংগারাম। কোথায় আছে বল্‌তে পারবো না। মন্দিরের পিছনে যেই নামিয়েছি, অমনি গুরুঠাকুর চ'লে যেতে বল্‌লে। সর্দারের ভয়ে আমাদের তখন দুরু-দুরু কাঁপুনি সুরু হয়েছে। দিলাম ছুট, তাতেও কি নিস্তার আছে? বাঘের মত—

জাফর। কাসেম, এই মুহূর্তে সমস্ত বাহিনী নিয়ে বাসন্তীনগর আক্রমণ কর। কেউ কিছু বোঝবার আগেই চরডাঙা, ডাকাতচর সমেত সমস্ত দক্ষিণ বাসন্তীনগর দখল ক'রে নিতে হবে। তারপর দেখবো, কোথায় লুকিয়ে রাখে তাকে।

কাসেম। একে তাহ'লে সংগে নিয়ে যাই?

জাফর। হ্যাঁ। তবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে, যেন পালিয়ে না যায়। তেমন তেমন বুঝলে, কেটে দু'খানা ক'রে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে।

কাসেম। এসো দোস্ত্‌ [গংগারামের হাত ধরিল]

গংগারাম। না-না, অধর্ম আর করতে পারবো না। আমাকে ছেড়ে দাও—তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও।

কাসেম। এসো না দোস্ত্‌—

[গংগারামকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

জাফর। কংকা, কংকাবতী! একবার যখন জাফরউল্লার দৃষ্টি-পথে এসেছো, দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যে তোমাকে রক্ষা করতে পারে।

গণেশনারায়ণের প্রবেশ।

গণেশ। আমাকে তলব করেছেন জনাব?

জাফর। তোমার বাড়ী তো শুনেছি চরডাঙায়, ডাকাতচরের কালীমন্দিরের কাপালিক ঠাকুরকে চেনো?

গণেশ। বিলক্ষণ, তিনিই যে আমার আশ্রয়দাতা, আমাদের গুরু-ঠাকুর। চরডাঙার বাড়ী-ঘর সবই তো তাঁর দান।

জাফর। উত্তম, তোমাকে কাসেমের পথপ্রদর্শক হ'য়ে এখনই চরডাঙায় যেতে হবে। আজ রাত্রের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ বাসন্তীনগর আমি দখল করতে চাই।

গণেশ। সে না হয় করলেন, কিন্তু এদিকে ব্যাপার যে গুরুতর। পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে সেনাপতি আমীর খাঁ সমগ্র ইসলামবাজার অবরোধ করেছে। এই মুহূর্তে প্রতিরোধ করতে না পারলে প্রাসাদে এসে হানা দেবে।

জাফর। তবে কি আমরা শত্রুবেষ্টিত?

গণেশ। একরকম তাই। তবে হ্যাঁ, একটা দিক সম্ভবতঃ এখনো খোলা আছে।

জাফর। আছে?

গণেশ। পশ্চিমে ধীরাবতী বরাবর তাদের কোন সৈন্য নেই। আমীর খাঁ এসেছে চন্দনা পার হ'য়ে উত্তর-পুবের সড়ক ধ'রে।

জাফর। গণেশনারায়ণ, তুমি যে আমার শুধু বিশ্বস্ত দেওয়ান তা নয়, দোস্ত্‌ও বটে! এই ঘোর বিপদে তুমিই আমার প্রধান সহায়। যাও দোস্ত্‌, দেরী না ক'রে, কাসেম আলীর সাহায্যে আমাদের সমস্ত সৈন্যদের ধীরাবতী পার ক'রে দাও।

গণেশ। নিশ্চিন্ত থাকুন, আমীর খাঁ পৌছবার পূর্বেই সৈন্যদল তো বটেই, অস্ত্র-শস্ত্র—এমন কি, রসদ পর্যন্ত আমি ওপারে পার ক'রে দেবো। কিন্তু প্রাসাদ যে অরক্ষিত থাকবে?

জাফর। থাক অরক্ষিত। আমি চাই না এখানে যুদ্ধ ক'রে শক্তিক্ষয় করতে। তুমি দ্রুত কাজ সমাধা করো। ভাইসাহেবের মনোভাব জেনে নিয়ে আমি ধীরাবতীর অপর পারে তোমাদের সংগে মিলিত হবো। যাও, দেরী ক'রো না।

গণেশ। গণেশনারায়ণ যখন আপনার সহায়, স্বয়ং ভগবানেরও সাধ্য নেই, স্বকীর্তিরায়কে রক্ষা করে।

[প্রস্থান।

জাফর। আমীর খাঁ প্রাসাদে পৌঁছুবার আগেই আমার সৈন্যেরা ধীরাবতী পার হ'য়ে যাবে। প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য—ডাকাতের চর। সেখানেই রয়েছে আমার গচ্ছিত রত্ন—কংকাবতী।

পার আসানউল্লার প্রবেশ।

আসান। বেইমানি—বেইমানি! শুধু স্বকীর্তিরায়ের সংগে নয়—আমার সংগেও করেছে চরম বেইমানি! ফল তার পেতেই হবে। এই যে জাফর, একথা সত্যি?

জাফর। কি ভাইজান?

আসান। এত বড় সাহস তোমার যে, রাজা স্বকীর্তিরায়ের কন্যাকে অপহরণ করেছো?

জাফর। চেষ্টার কসুর করিনি, কিন্তু খোদার মেহেরবানি হ'লো না।

আসান। স্তব্ধ হও লম্পট!

জাফর। লাম্পট্য কোথায় দেখলে? কংকাবতীকে আমি সাদী করবো।

আসান। জাফর!

জাফর। হ্যাঁ ভাইজান, এই আমার শেষ কথা।

আসান। তাহ'লে জেনে রাখো জাফর, হিন্দু-মেয়ের সম্ভ্রমহানি তাদের মাথায় ছড়িয়ে দেয় বজ্রাঘাতের তীব্র জ্বালা। সেই জ্বালা নির্বাপিত করতে ছুটে আসবে আমীর খাঁ—সংগে তার পাঁচ হাজার ক্ষুধিত শার্দূল। হয়, সুকীর্তিরায়ের কন্যাকে সমর্পণ ক'রে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে এসো, নতুবা শির পেতে দাও আমীর খাঁর হিংস্র তরবারির নীচে।

জাফর। আর তুমিও জেনো ভাইজান, কংকাবতীর জন্য আমিও যে-কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত।

আসান। যদি ভাইকে ছাড়তে হয়?

জাফর। আমি নিরুপায়। ভাই যদি আমার সহায় না হ'য়ে উদ্দেশ্য-পথে কাঁটা হ'য়ে দাঁড়ায়, আমার কর্তব্য হবে দৃঢ়হস্তে সেই কণ্টক অপসারিত ক'রে লক্ষ্য বস্তুর দিকে এগিয়ে চলা।

আসান। এতদূর? আমি কণ্টক? আমাকে করবে অপসারিত? আমার সামনে দাঁড়িয়ে এত বড় কথা বলতে সাহস হয় তোমার? তুমি কি ভেবেছো—ভ্রাতৃস্নেহে এতোই আমি অন্ধ যে তোমার এই স্বেচ্ছাচার নীরবে সইবো? যাও—এই মুহূর্তে তুমি প্রাসাদ ত্যাগ কর। কাল প্রভাতে তোমার পাপ মুখ যেন এখানে আর না দেখি। আমি মনে করবো জাফরউল্লা ব'লে আমার কোন ভাই ছিলো না,—আজ থেকে আমি ভ্রাতৃহীন।

জাফর। পা আমি বাড়িয়েই আছি। যদি বাঁচতে চাও, ভাবীদের হাত ধ'রে তুমিও আমার অনুগামী হও, নইলে সুকীর্তিরায়ের রোষবহ্নি থেকে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

আসান। না-না, জাফর, তুই যাস্‌নি। সুকীর্তিরায়ের কাছে

ক্ষমা চাইতে হয়—আমিই চাইবো, প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় আমিই করবো। তুই শুধু কথা দে, এই পাপের পথে আর এগিয়ে যাবি নে।

জাফর। তা হয় না ভাইজান। নেমেছি যখন, শুধু হাতে ফিরে আসবো না। দুনিয়ার সবকিছু একদিকে আর কংকাবতী একদিকে। তুমি যাও মাথা হেঁট ক'রে আমীর খাঁর শিবিরে। কংকাকে উদ্ধার ক'রে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য তোমারও নেই, কিন্তু সুকীর্তি-রায়ের পদলেহন করতে পারলে, ইনাম আর সুনাম দুই-ই পাবে, তার কাছে ভাইয়ের মূল্য অতি তুচ্ছ। [প্রস্থান।

আসান। চ'লে গেল? অনায়াসে ছিন্ন করলে অকৃত্রিম স্নেহের বন্ধন? অকৃতজ্ঞ—নিষ্ঠুর! না-না, এ আমারই কৃতকর্মের ফল। পালন করেছি সত্য, কিন্তু মানুষ ক'রে তুলতে পারিনি। [নেপথ্যে বহুকণ্ঠে: "জয়—সুকীর্তিরায়ের জয়!"] ঐ—ঐ সুকীর্তিরায়ের সৈন্যদের উল্লাস-ধ্বনি! এগিয়ে আসছে তারা ঝড়ের বেগে। ওরে, কে আছিস, সিংহদ্বার খুলে দে। বিশ্বাস হারিয়ে আসানউল্লা দুনিয়ার মাটিতে বেঁচে থাকতে চায় না।

সশস্ত্র আমীর খাঁর প্রবেশ।

আমীর। সেলাম পীর-সাহেব!

আসান। সেলাম!

আমীর। আনার আগমনের হেতু বোধহয় বুঝতে পেরেছেন, পীর-সাহেব?

আসান। সম্পূর্ণ না জানলেও, কতকটা অনুমান ক'রে নিয়েছি।

আমীর। আপনার সহোদর জাফরউল্লা, সন্ধিভংগ ক'রে রাজকন্যাকে অপহরণ করেছে। এর একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু।

আসান। কী বলবো আমীর খাঁ, লজ্জায় ঘৃণায় মাথাটা আমার মাটীর সংগে মিশে যেতে চাইছে। কৈফিয়ৎ তো দূরের কথা, তোমার দিকে মুখ তুলে চাইবারও আমার অধিকার নেই।

আমীর। থাক্, রাজকন্যাদের আমার হাতে তুলে দিন, আর বের ক'রে দিন শয়তান জাফর খাঁকে।

আসান। খোদার নামে শপথ করছি, রাজকুমারীদের সন্ধান আমি জানি না, তারা আমার প্রাসাদেও আসেনি। এই দুর্ঘটনার কথা শোনবার সংগে সংগে জাফরকে আমি পরিত্যাগ করেছি।

আমীর। কোন কথা আমি শুনতে চাই না; জাফরউল্লাকে আমার হাতে সমর্পণ করতেই হবে।

আসান। প্রাসাদের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত, কেউ বাধা দেবার নেই। জাফরকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে যেমন খুশী তোমরা তাকে শাস্তি দাও।

আমীর। তাহ'লে শুনুন আমার প্রভুর আদেশ,—সমগ্র ইসলাম-বাজার ধ্বংস ক'রে আপনাদের ভাই দুটিকে বন্দী বা হত্যা ক'রে তাঁর পায়ে উপহার দিতে হবে।

আসান। আমি আত্মসমর্পণ করছি খাঁ-সাহেব। কেউ বাধা দেবে না, তোমার ইচ্ছামত অনুসন্ধান করো। পুরনারীদের সম্ভ্রমহানি না হ'লেই যথেষ্ট মনে করবো।

আমীর। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, পীরসাহেব। মাতৃজাতির অসম্মান করবার আগে এই আমীর খাঁ যেন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় দুনিয়ার বুক থেকে ওই দোজাকের ভয়াবহ অন্ধকারে!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নদীর ঘাট।

গীতকণ্ঠে করবীর প্রবেশ।

করবী।—

গীত।

আয়, ফিরে আয় অভাগিনী।
কাঁদে পশু-পাখী তরুলতা সাথে, কাঁদে ব্যাথিতা ধরণী।
বাতাস কাঁদে আকাশ সনে,
নদীর ঢেউয়ে কলতানে,
ধূলায় লুটায়ে কাঁদে অবিরল তব নয়নমণি।
শুনিতে তুমি পাও না কানে,
দেয় না সাড়া কঠিন প্রাণে,
খুঁজে মরি হায় শূন্য মনে, সাথীহারা বিরহিণী।

গানের মধ্যে পট্টি বাঁধা অবস্থায় কনকের প্রবেশ।

কনক। করবী!

করবী। আবার কেন উঠে এলে কনকদা?

কনক। আমি বেশ সুস্থ হয়েছি। আর এও তো ঠিক, এমনি-ভাবে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকা কি আমার সাজে?

করবী। সেকথা আমি বুঝি কনকদা, কিন্তু এই দুর্বল শরীর নিয়ে তুমি কি কর্‌তে চাও? আর একটু সুস্থ হও, আবার আমরা চল্‌তে শুরু করবো—যতদিন না দিদির সন্ধান পাই।

কনক। না করবী, তা হয় না। আজই আমরা এখান থেকে

চ'লে যাবো। এভাবে চুপচাপ ব'সে থাকলে আমি পাগল হ'য়ে যাবো।

করবী। কনকদা!

কনক। কাঁদছো করবী? বল তো—কেমন ক'রে ভুলে থাকি আমার কংকার কথা? সে পিতার শাসন মানেনি, ভাইদের রক্তচক্ষু গ্রাহ্য করেনি, সমাজের ভ্রূকুটিকে করেছে উপেক্ষা। কার জন্য? সে তো শুধু আমার উপর ভরসা ক'রেই করবী। স্ত্রীর দাবী নিয়ে ছুটে এসেছিল আমার কাছে, আমি কি স্বামীর কর্তব্যপালনে পিছিয়ে থাকবো?

করবী। অস্থির হ'য়ে লাভ নেই কনকদা। বেঁচে থাকলে দিদিকে তুমি নিশ্চয়ই ফিরে পাবে। (তোমার এই স্বর্গীয় ভালবাসা কখনো বৃথা যেতে পারে না)

কনক। পাবো? ফিরে পাবো? তুমি তার আবাল্য অন্তরংগ সখী, তোমার কথা যেন মিথ্যা না হয়। এসো, এই উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সেই সর্বদর্শী ভগবানকে বলি—ওগো দুঃখহারী দয়াময়, ফিরিয়ে দাও আমার কুন্দকুসুম কংকাবতীকে!

স্নানার্থিনীর বেশে গিরিবালার প্রবেশ।

গিরিবালা। বলি, হ্যাঁরে হতভাগা ছেলে, কাল দেখে গেলাম তোর ওঠবার শক্তি নেই, আর আজ একেবারে নদীর ধারে জ'লো হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিস? তোদের না বলেছি, কখনো বাইরে আসবি না? তুমিই বা বাছা কেমনতর আপনার লোক? এদিকে তো কনকদা বলতে সাতবার মূর্চ্ছা যাও!

করবী। কি করবো মা, ছেলে তোমার বড় অবাধ্য!

গিরিবালা। অবাধ্য? ব্যাটা ছেলে অবাধ্য হবে না—হ'বি তুই? কপালে তোর অনেক দুঃখু আছে। অমন ক'রে বললে, বর জুটিয়ে বিয়ে দিতে পারবো না।

করবী। আমি না হয় মন্দ, কিন্তু তোমার ছেলের বায়না শুনেছ? এই শরীর নিয়ে আজই চ'লে যেতে চাইছেন।

গিরিবালা। এঁ্যা—কি বললি?

কনক। হ্যাঁ মা, আর তো আমরা থাকতে পারি না। কংকার সন্ধান যদি না পাই, কি হবে এই জীবন ব'য়ে? তুমি যা করেছ সে ঋণ শোধ হবার নয়। সংজ্ঞাহীন আমাদের দেহ নদীর জল থেকে তুলে এনে মৃতদেহে প্রাণদান করেছ। কিন্তু ভেবে দেখে মা একবার অভাগিনী কংকার কথা। কোথাও হয়তো অসহায়ভাবে প্রতিক্ষণ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে। আর যদি ম'রেই গিয়ে থাকে—

গিরিবালা। ষাট্—ষাট্! মরবে কেন? তোদের এই জংগলের মধ্যে প'ড়ো ঘরে রেখে আমি কি খুব শান্তিতে আছি? এখানে আছে সাপের ভয়—ঘরে আমার ক্যাপা বাঘ।

করবী। বাঘ?

গিরিবালা। বাঘ, দুর্দান্ত বাঘ, নইলে তোদের এখানে ফেলে রাখি? বিশ্বাস কর, আমি চুপ ক'রে ব'সে নেই।

কনক। কিন্তু আমার মনকে আমি কি দিয়ে প্রবোধ দেবো?

গিরিবালা। আমি যে আমার হারিয়ে-যাওয়া সতুকে তোর মধ্যে ফিরে পেয়েছি। ওরে, আমায় ছেড়ে কোথায় যাবি? কংকা আমার ছেলের বৌ, তাকে খুঁজে এনে তোর পাশে বসিয়ে আমি দুচোখ ভ'রে দেখবো। আমার এতবড় সাধটা তুই মাটী ক'রে দিবি?

কনক। কিন্তু—

গিরিবালা। তুই ভাল ক'রে সুস্থ হ', তারপর একদিন ঘরবাড়ি ছেড়ে তিনজনে বেরিয়ে পড়বো। নিশ্চয়ই ফিরিয়ে আনবো আমাদের হারানো মাণিককে।

করবী। আমিও সেই কথাই বলছি কনকদাকে।

গিরিবালা। বুঝেই যদি থাকো, তাহ'লে বাইরে বেরিও না আর। বাছাকে নিয়ে ঘরে যাও। দুধ রেখে এসেছি, এতক্ষণে জল হয়ে গেলো। রাত্রে মংগলা এসে থাকবে—সে-ই খাবার নিয়ে আস্‌বে। ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছ কি? নড়তে পার না? ভেঙে বল্‌তে হবে? সামান ডাকাতের চর—জায়গাটা ভাল নয়।

করবী। এসো কনকদা!

কনক। এ্যাঁ! কিন্তু আমার কংকা—

করবী। তোমারই আছে।

[কনকের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

গিরিবালা। সতুকে আবার আমি ফিরে পেয়েছি। এই তো ক'দিন আগে চন্দনার স্রোতে ভেসে গিয়েছিল, আবার ভাসতে ভাসতে কূলে এসে ভিড়েছে। কিন্তু কেমন ক'রে ওদের বাঁচাবো!

কালিকানন্দের প্রবেশ।

কালিকানন্দ। তারা ব্রহ্মময়ী—তারা ব্রহ্মময়ী, এই যে গিরিবালা!

গিরিবালা। গুরুদেব, আপনি? [প্রণাম করিলেন] যাচ্ছি নদীতে চান করতে।

কালিকানন্দ। তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম, মা। গণেশ কোথায়? অনেকদিন তার সাক্ষাৎ পাইনি—

গিরিবালা। ছেড়ে দিন ওর কথা। আপনি নদীর কিনারা ধ'রে বাড়ীতে যান,—আমি একটা ডুব দিয়ে আসি।

কালিকানন্দ। না-না, বাড়ীতে যাবার দরকার হবে না। আমার একটা কথা শোনো। খুব গোপনীয়, জরুরীও বটে।

গিরিবালা। বলুন ?

কালিকানন্দ। তুমি আমার যোগ্যা শিষ্যা। আমি কিন্তু মা একটা গুরুতর সমস্যায় পড়েছি।

গিরিবালা। সমস্যা! আপনার ?

কালিকানন্দ। আমি মায়ের আদেশ পেয়েছি, তাই বিবাহ করবার জন্য মনস্থির করেছি।

গিরিবালা। এ তো খুব সুখের কথা। আমি নিজের ছেলের বৌএর মতো আনন্দ ক'রে গুরুঠাকরুণকে বরণ ক'রে ঘরে তুলে নেবো। তাহ'লে ভালো একটা মেয়ে খুঁজে দেখতে হবে। মংগলকে—

কালিকানন্দ। সে প্রয়োজন হবে না। ইতিমধ্যে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আমি পেয়েছি।

গিরিবালা। [সবিস্ময়ে] মেয়ে!

কালিকানন্দ। হ্যাঁ। কিন্তু মেয়েটিকে হাত করতে চায় ডাকাতের সর্দার জগু। তার দাবী—সে-ই প্রথমে কুড়িয়ে পেয়েছিল।

গিরিবালা। কুড়িয়ে পেয়েছে ? কোথায় ? কবে ?

কালিকানন্দ। ডাকাতি ক'রে ফেরবার পথে—নদীর চড়ায়।

গিরিবালা। কি নাম ? কোথায় আছে সে ?

কালিকানন্দ। মন্দিরের পিছনে আমার আশ্রম দেখেছো তো ? ওর পশ্চিমদিকের শেষের ঘরটায় তাকে লুকিয়ে রেখেছি। নাম তার কংকাবতী।

গিরিবালা। কংকাবতী—কংকাবতী! একবার দেখাতে পারেন মেয়েটিকে?

কালিকানন্দ। তোমার বাড়ীতে—তোমার কাছেই তাকে রাখতে চাই—অন্ততঃ বিবাহ না-হওয়া পর্যন্ত।

গিরিবালা। মন আমার আনন্দে ভ'রে যাচ্ছে। আমি খুব খুশী। এখনই তাকে নিয়ে আসুন—আমি মাথায় ক'রে রাখবো।

কালিকানন্দ। বাঃ, এইতো চাই! কিন্তু রাখতে হবে খুব সাবধানে! অবশ্য গণেশকে আমি বুঝিয়ে বলবো।

গিরিবালা। কোন চিন্তা নেই। আপনি নিয়ে আসবেন। সব আমি ঠিক করে দেবো। সত্যই মা আমার মুখ তুলে চেয়েছেন।

[খুশীমনে প্রস্থান।

কালিকানন্দ। যাক্, একদিকে নিশ্চিন্ত। (কিন্তু একি মানসিক দুর্বলতা? কিছুতেই ভুলতে পারছি না সেই অপরূপ রূপ-মাধুরী। এই কি আমার যোগসাধনার ইহলোকের ফললাভ? হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই হবে। নতুবা এমন রূপ-যৌবন ভরা মন-বিমোহিনী দেববালা আমার করায়ত্ত হবে কেন?) কংকা আমার সাধন-সংগিনী, গ্রহণ করবো তাকে ধর্মপত্নীরূপে—নির্বাপিত করবো আমার উত্তপ্ত আকাংখ্যা।
[প্রস্থানোদ্যত]

ব্যস্তভাবে জগু সর্দারের প্রবেশ।

জগু। ঠাকুর—ঠাকুর! [পায়ে লুটাইয়া পড়িল]

কালিকানন্দ। একি! জগু? তুই এখানে? কাঁদছিস্ কেন? হ'লো কি তোর?

জগু। অনেক খুঁজে খুঁজে, খড়মের দাগ ধ'রে এসে তবে তোমার দেখা পেলাম। মেয়েকে আমার ফিরিয়ে দাও, ঠাকুর!

কালিকানন্দ। মেয়ে! তোর আবার মেয়ে এলো কোথা থেকে?

জগু। হ্যাঁ, মেয়ে—ধর্ম-মেয়ে। তুমি তাকে জোর ক'রে নিয়ে এসেছো। দাও—ফিরিয়ে দাও ঠাকুর!

কালিকানন্দ। আমি কোন মেয়ের কথা জানি না বাপু। আমার কাছে কোন মেয়ে নেই।

জগু। আমি জানি সে তোমার কাছেই আছে।

কালিকানন্দ। তুমি ভুল শুনেছ, জগু।

জগু। না, নিজের কানে শোনা। এর একবর্ণও মিথ্যা নয়। এই দেখো, ছুরিতে এখনও রক্ত শুকিয়ে আছে। বলতে পারো, এ রক্ত কার? বেইমানি ক'রে যারা আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিল, এ রক্ত তাদেরই।

কালিকানন্দ। ফেলা আর গংগাকে তুই খুন করেছিস্?

জগু। দুটোকে একসংগে শেষ করতে পারিনি। গংগাটা পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে, কিন্তু ফেলা এই ছুরির আঘাতে প্রাণ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে! এখনও বলতে চাও, এ সব মিথ্যে?

কালিকানন্দ। [সভয়ে] জগু!

জগু। ঠাকুর, তুমি আমার গুরু, মায়ের সেবা করো—তোমার মনে এত পাপ থাকবে কেন?

কালিকানন্দ। তা মানি, জগু—না বুঝে একটা ভুল ক'রে ফেলেছি। কিন্তু মেয়েটিকে যদি আমি শাস্ত্রমতে বিয়ে করি, নিশ্চয় তুমি সুখী হবে।

জগু। তার বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন কেউ জানবে না—আর তুমি করবে বিয়ে? না-না, এ অসম্ভব!

কালিকানন্দ। জগু!

জগু। তুমি মায়ের পূজারী—সন্ন্যাসী মানুষ, বিয়ের জন্যে অমন ক্ষেপে উঠ্‌লে কেন?

কালিকানন্দ। কেন? আমার কি বিয়ে করতে নেই?

জগু। আমি শাস্তর-টাস্তর বুঝিনে, আমার মন বল্‌ছে, বিয়ে করা তোমার উচিত হবে না। যাগ-যজ্ঞি সব রসাতলে যাবে!

কালিকানন্দ। যায় যাবে! তুমি আর তাকে ফিরে পাবার আশা ক'রো না। কোথায় আছে, সে চিন্তা ক'রেও মন খারাপ ক'রো না।

জগু। তাহ'লে মেয়ে তুমি দেবে না?

কালিকানন্দ। বিয়ের পর মেয়ে তো পর হ'য়ে যায়।

জগু। বুঝলাম সংসারে মানুষ চেনা ভার! এ যে ভাবতেও বুক কেটে যায়—আমাদের গুরু হ'য়ে তুমি এতোখানি অধঃপাতে নেমে গিয়েছো!

কালিকানন্দ। [সক্রোধে] জগু!

জগু। এই মুহূর্তে ছুরির একটা আঘাতে তোমার ভবলীলা শেষ ক'রে দিতে পারি। কিন্তু তা করবো না। যাই তুমি ক'রে থাকো, তুমি আমার গুরু—গুরুহত্যার মহাপাপ কুড়িয়ে নেবো না। তবে হ্যাঁ—মেয়ে আমি নেবোই, সে যেমন ক'রেই হোক্। আর তার উপর যদি কোন জুলুম করো, আমি তা ক্ষমা করবো না। ভুলে যাবো গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ। ডাকাতের সর্দার আমি, এই বজ্রমুষ্টিতে তোমার চুলের মুঠি ধ'রে আছড়ে আছড়ে তোমাকে শেষ ক'রে

দেবো। তুমি আতংকে আর্তনাদ করবে, আর আমি হাসবো আনন্দের অট্টহাসি—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

কালিকানন্দ। (আমার কি অপরাধ? আমি তো চেয়েছিলাম ওকে মায়ের চরণতলে উৎসর্গ করতে! কিন্তু তার ভুবন-ভুলানো রূপের ছটা আমার দেহ-মনে এনে দিয়েছে নব শিহরণ! আজন্মের সাধনা-তপস্যা নিষ্ফল ক'রে, সবটুকু জুড়ে সেখানে ব'সে আছে ঐ কংকাবতী।) জগু সর্দার, তুচ্ছ ডাকাত তুমি, তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ কালিকানন্দ তোমার ভ্রূকুটীকে গ্রাহ্য করে না। কংকাবতী আমার জীবন-সংগিনী —এ-ই চরম সত্য। তার জন্য প্রয়োজন হ'লে, এই হাতে তুলে নেবো রক্তলোলুপা দেবী চামুণ্ডার খড়গ—মেতে উঠবো হত্যার উৎসবে, ছিন্নভিন্ন হ'য়ে মাটীর সংগে মিশে যাবে জগু সর্দার সেই ধ্বংসের তাণ্ডবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[উত্তেজিতভাবে প্রস্থান।

তৃতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের একাংশ।

বিষাদ-মগ্ন মাধব-ঠাকুরের প্রবেশ।

মাধব। বল—বল রাধামাধব, কোথায় খুঁজে পাবো সেই স্বর্গের পারিজাত আমার কংকা-কনককে আর পূজার অঞ্জলি করবীকে?

গীত।

নিভিয়া গিয়াছে আশার দেউটি, ঘনঘোর আঁধারে।
হাহাকার কাঁদে হৃদয়দেবতা, নিশিদিন আঁখি ঝরে॥
নাম গানে আর নাহি ভরে মন,
খুঁজিয়া না পাই স্নেহ পরশন,
বাহিরে ভিতরে হয়েছি শূন্য—দিয়েছ নিঃস্ব ক'রে॥

সশস্ত্র আমীর-খাঁর প্রবেশ।

আমীর। জাফরউল্লা—জাফরউল্লা! একবার যদি—এ কি ঠাকুর, তুমিও আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে এসেছো? শত্রুর হাতে পড়্‌লে বিপদের বোঝা ভারী হবে যে! যাও—প্রাসাদে ফিরে যাও। যে মুহূর্তে রাজকুমারীদের সন্ধান পাবো, তখনই খবর পাঠিয়ে দেবো।

মাধব। **পূর্ব-গীতাংশ।**

পশে না শ্রবণে আশার বাণী।
মানে না প্রবোধ আকুল পরাণী,
পায়ে পায়ে চলি সীমাহীন পথ, দূরে সরে যায় দূরে।

[প্রস্থান।

আমীর। আহা, ধর্মপ্রাণ গোঁসাইঠাকুর শোকে দুঃখে আত্মহারা, উন্মাদপ্রায়। খোদা, মেহেরবান! (রাজকুমারীদের মিলিয়ে দাও, এদের দুঃখভার লাঘব ক'রে, সেখানে বইয়ে তোমার শান্তির দাও অমিয়ধারা।)

. ছদ্মবেশে জাফর খাঁর প্রবেশ।

জাফর। খোদাকে ডেকে কোন লাভ নেই। এখনও জাফর-উল্লার শরণাপন্ন হও পাঠান-বীর।

আমীর। কে তুমি? তোমার জানা উচিত আমীর খাঁ পরিহাস-প্রিয় নয়।

জাফর। কেন আর ও কাফেরের পদসেবা ক'রে মুসলমান সমাজের মাথা হেঁট করাচ্ছ খাঁ-সাহেব? তার চেয়ে জাফরউল্লার সংগে সন্ধি কর। দু'জনের মিলিত শক্তি দিয়ে সুকীর্তিরায়কে পরাজিত করো, অধিকার করো সিংহাসন—সমগ্র রাজ্য। আল্লার নামে শপথ—

আমীর। থাক, যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি যুদ্ধ করতে, প্রলাপ শুনতে নয়।

জাফর। রাগ ক'রো না খাঁ-সাহেব! হ'লেই-বা সুকীর্তিরায়ের সেনাপতি, কিন্তু তার আগে তুমি মুসলমান, সেকথা তুমি না মানলেও, আমরা তো ভুলতে পারি না।

আমীর। তোমাদের মত অনাচারী মুসলমানের কাছে আমীর খাঁ কোন স্বজাতি-প্রীতি আশা করে না। তোমাদের মুখ দেখা পাপ, যুদ্ধ করতে হয় ঘৃণা, স্বজাতি ব'লে পরিচয় দিতেও হয় লজ্জা। কোথায় সেই লম্পট জাফরউল্লা? ডাক তাকে, নির্মমভাবে হত্যা ক'রে তার রক্ত নিয়ে প্রভুর আমার পা ধুইয়ে দেবো।

জাফর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এত সাধ তোমার সেনাপতি? জাফর-উল্লা তোমার সম্মুখে—করো হত্যা! [ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন]

আমীর। অস্ত্র ধরো কাপুরুষ! আমীর খাঁর সমস্ত জবাব লুকিয়ে আছে তার এই অসি-ফলকে। [তরবারি বাহির করিলেন]

জাফর। সে বাসনাও অপূর্ণ রাখবো না। তবু অনুরোধ করছি—কারণ, তুমি মুসলমান।

আমীর। হ্যাঁ, মুসলমান—খাঁটী মুসলমান। তাই পারি না তোমার মত মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করতে, পারি না বিশ্বাসভংগ ক'রে প্রতারণা করতে।

জাফর। একটা হিন্দুর মেয়ের জন্য এতো তোমার দরদ?

আমীর। তোমার মাথায় তা ঢুকবে না জাফর খাঁ। ওখানে বাসা বেঁধে আছে শুধু লাম্পট্য আর শয়তানি। হিন্দু হোক আর মুসলমানই হোক, নারী—নারী। সব নারীই মাতৃস্বরূপা। অধিকন্তু প্রভু-কন্যা; প্রভুর মতোই শ্রদ্ধার পাত্রী। তার এই নির্য্যাতনে—অপমানে, রাজা সুকীর্তিরায়ের মর্মবেদনায়, আমীর খাঁও সমান অংশীদার।

জাফর। শেষবারের মতো অনুরোধ করছি, রাজাকে ত্যাগ করো—তাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে তোমাকেই নবাব ব'লে ঘোষণা করবো।

আমীর। জীবন ত্যাগ করা আমার কাছে সহজ, কিন্তু প্রলোভনে অন্নদাতা প্রভুর সংগে বেইমানি করবো না। অস্ত্র ধরো কাপুরুষ!

জাফর। উত্তম, এসো।

[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ। পরাজিত হইয়া আমীর খাঁর প্রস্থান।

জাফর। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এই শক্তি নিয়ে এসেছো জাফরউল্লার বাহুবলের মোকাবিলা করতে? পরাজিত, আমীর খাঁ পরাজিত,

হাঃ-হাঃ-হাঃ! কিন্তু কি হবে যুদ্ধ ক'রে—যদি কংকাকে খুঁজে না পাই! কাপালিক-ঠাকুর পরিষ্কার অস্বীকার করলে, কোন মেয়ের সন্ধান সে জানে না। এখন একমাত্র ভরসা গণেশনারায়ণ।

দ্রুত কাসেম আলীর প্রবেশ।

কাসেম। ছোটমিঞা—ছোটমিঞা!

জাফর। চোপ্‌রাও বেয়াদব!

কাসেম। কেল্লা ফতে!

জাফর। মানে?

কাসেম। আপনার পোয়া বারো!

জাফর। বেরিয়ে যা উল্লুক!

কাসেম। হিন্দুমতে বুধের দশা!

জাফর। কোতল করবো শূয়ার!

কাসেম। [ক্রন্দনের স্বরে] হুজুর! কাসেম আলীর ভাঙা কপাল আর জোড়া লাগলো না। আপনার কিন্তু চাঁদের হাট।

জাফর। কাসেম, রহস্তের সময় এ নয়! চারিদিকে শত্রুসৈন্য, যে কোন মুহূর্তে পাশা উল্টে যেতে পারে।

কাসেম। ওল্টোবার আর জো নেই হুজুর, দান পড়েছে। কংকাবতী—

জাফর। কংকাবতী! কোথায় কংকাবতী?

কাসেম। আগে কি জানি চটকদার সাধুর পোষাকের তলায় অমন প্রেম!

জাফর। আঃ, বল কোথায় আছে সে?

কাসেম। মন্দিরের ঠিক পিছনে কাপালিক-ঠাকুরের আশ্রম।

সেখানে এক গুপ্ত কোঠায় অনেক ধনরত্নের সংগে লুকোনো আছে আপনার চোখের তারা—কংকাবতী।

জাফর। খবর ঠিক?

কাসেম। বেঠিক হবার উপায় নেই, দেওয়ান ঠাকুরের মুখে শুনেই হুজুরকে জানাতে এসেছি। কাপালিক ব্যাটা নিজের মুখে বলেছে। ব্যাটার সখ কত? বলে কি না, বিয়ে করবে! [ক্রন্দনের স্বরে] কিন্তু করবী নেই হুজুর—

জাফর। চোপরাও! যাও—এখনই গণেশনারায়ণকে তলব দাও, আমি শিবিরে যাচ্ছি। আগে চাই কংকাবতী—তারপর যুদ্ধ।

[প্রস্থান।

কাসেম। ক্ষেপেছে—ক্ষেপেছে, ছোটমিঞা ক্ষেপে গেছে! কিন্তু, ওঃ-হোঃ-হোঃ, করু—আমার করবী রে! খোদা, এ তোমার কি এক-চোখো বিচার! তেলা-মাথায় তেল ঢালতে পারো খুব, গরীবকে দেখার কেউ নেই—কেউ নেই! [প্রস্থানোদ্যত]

সেই মুহূর্তে সশস্ত্র মকররায়ের প্রবেশ।

মকর। আমি আছি। কে তুমি?

কাসেম। আমি শেখ কাসেম আলী। (~~ছোটমিঞা—মানে পনর আনা বাদশা জাফরউল্লা-খাঁ, আমি তার একাধারে মন্ত্রী, সেনাপতি, দোস্ত্~~) তুমি?

মকর। আমি রাজা সুকীর্তিরায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মকররায়! অস্ত্র ধরো, নতুবা আত্মসমর্পণ করো।

কাসেম। ধ্যেৎ! যখন-তখন তামাসা ভাল লাগে? দাও, হাতে হাত দাও দোস্ত্!

মকর। দোস্ত্ ?

কাসেম। হাঁ-হাঁ, দোস্ত্! আমার দিল্ যখন বল্‌ছে তখন তুমি দোস্ত্ না হ'য়েই যাও না!

মকর। না-না, শত্রু তোমরা, যুদ্ধ দাও, না হয় বন্দিত্ব স্বীকার করো।

কাসেম। আ-হা, চটো কেন? আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে বল তো দোস্ত্, সিংহাসন বড়—না, বোন বড়?

মকর। কি বল্‌তে চাও তুমি?

কাসেম। ধর বোনের বিয়ে দিলে, পর হ'লে তো? বল, হ'লো তো পর?

মকর। তা বটে, কিন্তু এ যে অপহরণ, তার উপর বিজাতি-মুসলমান।

কাসেম। স্বজাতি হ'লে বোনাই-বাড়ী গিয়ে একটু হৈ-হুল্লোড়, চাই কি দস্তুর মতো খানাপিনা ক'রে আসতে, এই তো? কিন্তু সিংহাসন? সিংহাসন যদি পাও?

মকর। সিংহাসন যুবরাজ রণদেবের প্রাপ্য।

কাসেম। প্রাপ্য মানে—পাওনা। তুমি যদি চেপে বসো, তাহ'লে তো আর তার প্রাপ্য থাকছে না।

মকর। দাদা বর্ত্তমানে, সে আশা আমার নেই।

কাসেম। আরে দোস্ত্, আমরা যদি সহায় থাকি, বর্ত্তমান অবর্ত্তমান হ'তে কতক্ষণ?

মকর। কিন্তু, কংকা-করবী আমার বোন, বংশের মেয়ে, তাদের কথা ভুলবো কেমন ক'রে? না-না, এ অসম্ভব!

কাসেম। অসম্ভবকে যে সম্ভব ক'রে তুলতে পারে, সেই তো সাচ্চা

দোস্ত্! আমি তাই করবো। সিংহাসনে তোমাকে বসাবোই। বোন? তার জন্যে অত ভাবছো কেন? পরে নেওয়া আর যমে নেওয়া, ও একই কথা।

মকর। কিন্তু—

কাসেম। আবার কিন্তু? ঐ তো হ'য়ে গেল, আমরা হবো তোমার সহায়—তুমি বসবে বাসন্তীনগরের সিংহাসনে। ঐ বাঁকের মাথায় আমার শিবির, এই নাও আংটি। [আংটি খুলিয়া মকরের হাতে দিল] আমার সংগে দেখা করবে। আমি নিজে তোমাকে ছোট-মিঞার কাছে নিয়ে যাবো, দেখবে—অমন লোক আর হয় না। তবে আসি দোস্ত্—আদাব!

[প্রস্থান।

মকর। সিংহাসন—বাসন্তীনগরের সিংহাসন! অযোগ্য-অকর্মণ্য ব'লে চিরদিন সবার কাছে পেয়েছি অবজ্ঞা আর ধিক্কার। সত্যই কি আমি সিংহাসনের উপযুক্ত নই? সিংহাসনের দাবী কি আমার অন্যায়? কিন্তু কংকা-করবী? তাদের কথা ভেবেই বা আর কি হবে? যে মুহূর্তে তারা অপহৃতা, সেই মুহূর্তে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হ'য়ে গেছে এ যুদ্ধ সম্মানের লড়াই ছাড়া আর কিছুই নয়।

সশস্ত্র রণদেবের প্রবেশ।

রণদেব। পরাজিত—আমীর খাঁ পরাজিত! একি, মকর! তুমি এখানে?

মকর। আমীর খাঁ স্বেচ্ছার পরাজয় বরণ ক'রে পিছু হটে গেলো, তাই একটু তামাসা দেখছিলাম।

রণদেব। ইচ্ছাকৃত পরাজয়! এ তুমি কি বলছো?

মকর। ব'লে আর কি হবে? তোমরা অন্ধ, তাই কিছু দেখতে পাও না। আমীর খাঁ মুসলমান, মুসলমানের বিরুদ্ধে কখনও সে প্রাণ দিয়ে লড়তে পারে?

রণদেব। মকর, তোমার অমূলক ধারণা ত্যাগ করো। আমীর খাঁর মতো বিশ্বস্ত সেনাপতির বিরুদ্ধে এই হীন উক্তি অমার্জনীয় অপরাধ।

মকর। আমার কথা কোন্‌দিনই বা তোমরা কানে তুল্‌লে? বেশ, আমারই বা এতো মাথা-ব্যথা কিসের? তোমরা সব উপরওয়ালা সেনাপতি—যা হুকুম করবে, তাই করবো।

রণদেব। হ্যাঁ, তাই ক'রো। আবার যদি কখনো তোমার মুখে এমন অশোভন উক্তি শুনি, ভাই ব'লে ক্ষমা করবো না। যেখানে জাতির মান, বংশের মর্যাদা ধূলায় লুন্ঠিত, সেই মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে বিভেদের বীজ ছড়ানো—আত্মহত্যারই নামান্তর। যাও, তোমার সমস্ত শক্তি নিয়ে পরাজিত আমীর খাঁকে সাহায্য করবার চেষ্টা করো।

মকর। যেমন আদেশ করবে, তাই করবো। ভবিষ্যতে কিন্তু অনুশোচনা করতে হবে।

[প্রস্থান।

রণদেব। প্রতারণা। চারিদিকে প্রতারণা আর ষড়যন্ত্রের লৌহজাল। আজ যুদ্ধের চতুর্থদিন, তবু দক্ষিণ-বাসন্তীনগরের এক-চতুর্থাংশের বেশী পুনরুদ্ধার করতে পারিনি। কংকা-করবীর উদ্ধার তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র সংবাদও সংগ্রহ করতে পারলাম না। অথচ বহুযুদ্ধ-বিজেতা আমি রণদেব রায়—রাজা সুকীর্তিরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র—বাসন্তী-নগরের ভাবী অধীশ্বর—এখনও অক্ষতদেহে জীবন ধারণ ক'রে আছি। এই কলংক বহন ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই ছিল ভালো।

আমীর খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

আমীর। কুমার—কুমার!

রণদেব। সেনাপতি! তুমি পরাজিত?

আমীর। কৌশল ক'রে খানিকটা পিছিয়ে গিয়েছিলাম সত্য, কিন্তু ঐ দেখো আবার আমার সৈন্যরা পূর্ণোদ্যমে ক্ষিপ্ত শার্দূলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু লজ্জার কথা কি বলবো কুমার, মকর-রায়—

রণদেব। থামলে কেন? বল, বল সেনাপতি, কি করেছে সেই কুলাংগার?

আমীর। আমার বিশ্বাস, মকররায় শত্রু-শিবিরে।

রণদেব। মকর শত্রু-শিবিরে! এ তুমি সত্য বলছো সেনাপতি?

আমীর। এইমাত্র তার সৈন্যদের শিবিরে ফেরবার আদেশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পশ্চিমের ঐ নদীর বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। আমার কয়েকজন সৈন্য কিছু পূর্বে তাকে জাফরউল্লার অনুচরের সংগে পরামর্শ করতে দেখেছে।

রণদেব। বাঃ, চমৎকার! তবে আর ভাবতে হবে না সেনাপতি, ধ্বংস আমাদের কেউ রোধ করতে পারবে না। মহারাজ সুকীর্তিরায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, রাজবংশধর, ভগ্নী-অপহরণকারী মহাশত্রু জাফরউল্লার শিবিরে। ওঃ, একথা শোনবার আগে কেন আমার মৃত্যু হ'লো না!

আমীর। অস্থির হ'য়ে লাভ নেই কুমার। আগে এর সত্যতা যাচাই ক'রে দেখতে হবে। ভয় কি? এখনও আমীর খাঁর মৃত্যু হয়নি, শিথিল হ'য়ে যায়নি তার দৃঢ়মুষ্টি। আজন্মের সহচর—আমার

মন্ত্রশিষ্য তুমি রণদেব—রাজা সুকীর্তিরায়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান—বাসন্তীনগরের ভাবী অধীশ্বর—জেগে ওঠো, সিংহের বিক্রম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো শত্রুসৈন্যের উপর—মাটীতে লুটিয়ে দাও তাদের উদ্ধত শির, আর সেই শবের স্তূপের উপর সগর্বে উড়িয়ে দাও বিজয়-নিশান।

[প্রস্থান।

রণদেব। তবে তাই হোক, বীর-বিক্রমে ছুটে চলো রণদেব! ঝল্‌সে উঠুক তোমার শাণিত তরবারি—বইয়ে দাও রক্তের প্লাবন—দলিত-মথিত করো শয়তান জাফরউল্লার সৈন্যবাহিনী—সমস্ত বাধা ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে বাহুবলে পুনরুদ্ধার করো বাসন্তীনগরের হৃত গৌরব।

[দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কালিকানন্দের গুপ্তকক্ষ।

বিষাদমগ্না কংকাবতীর প্রবেশ।

কংকাবতী। ভগবান, একি কর্‌লে প্রভু? তোমার সৃষ্টিতে অহরহঃ কতো মানুষ মর্‌ছে, আমাকেও তুমি নাও, সব যন্ত্রণার অবসান করো দয়াময়! এই পিশাচ কাপালিকের হাত থেকে আমায় বাঁচাও! জানি না, কি মহাপাপ করেছি যার জন্য আজ আমার এই দুর্গতি! একা আমার জন্য কতগুলি জীবন বিষময় হ'য়ে গেলো! মা-বাবা-দাদারা সব দুর্নাম আর দুর্ভাবনার ভার মাথায় নিয়ে অনাহারে অনিদ্রায় মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করছেন। কনকদা, অভাগিনী করবী হয়তো বা আরও কত কষ্ট সহ্য কর্‌ছে! বেঁচে আছে কি না, তাই বা কে জানে?

কাপালিকের ছদ্মবেশে কনকের সন্তর্পণে প্রবেশ।

কংকাবতী। কে?

কনক। তুমি কংকাবতী? এখনই আমার সংগে চ'লে এসো।

কংকাবতী। কোথায়?

কনক। এই ঘরের বাইরে।

কংকাবতী। কেন?

কনক। মুক্তি পেতে চাও না?

কংকাবতী। মুক্তি?

কনক। হ্যাঁ,—মুক্তি। এসো, দেরী ক'রো না।

কংকাবতী। তুমি আবার কে?

কনক। আমি পথের মানুষ।

কংকাবতী। হঠাৎ আমার উপর দয়া হ'লো কেন? নিশ্চয়ই কোন অভিপ্রায় আছে! বাইরে নিয়ে গিয়েই বিয়ে করতে চাইবে তো?

কনক। সে প্রয়োজন আর হবে না কংকা! [সহসা ছদ্মবেশ ত্যাগ করিল]

কংকাবতী। [সবিস্ময়ে] কনকদা! তুমি? [বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল]

কনক। কাঁদবার সময় এ নয় কংকা। শীগগির এসো, বিলম্বে বিপদ হবে।

কংকাবতী। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? করবী কোথায়? বেঁচে আছে তো?

কনক। আছে—সব আছে। বৃথা সময় নষ্ট ক'রো না কংকা।

জান না, এ বিষধর সাপের গর্ত, দু'জনকেই মরতে হবে, এসো—
[কংকাবতীর হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত]

সহসা কালিকানন্দের প্রবেশ।

কালিকানন্দ। কংকাবতী! একি, কে তুই নরাধম?

কনক। আপনি কে নরোত্তম?

কংকাবতী। [সভয়ে] কনকদা—

কালিকানন্দ। তাই আমার বিবাহের প্রস্তাব বার-বার উপেক্ষা ভরে অস্বীকার ক'রে এসেছিস্ পাপিষ্ঠা! চিন্‌তে পারিসনি এখনও কাপালিকশ্রেষ্ঠ কালিকানন্দকে? চেয়েছিলাম ধর্মপত্নীর সম্মান দিয়ে তোকে জীবনসংগিনী ক'রে রাখবো, কিন্তু তোর মতো কপট রমণীকে সে অধিকার দেবো না। এখনই হত্যা করবো তোর ওই প্রেমাস্পদকে, আর তুই থাকবি আমার হাতে চিরকালের মতো বন্দিনী হ'য়ে।

কনক। থাম! পশুর চেয়ে অধম তুমি! দূর হও এখান থেকে, নইলে—

কালিকানন্দ। নইলে?

কনক। নইলে গলা টিপে তোমার ভবলীলা শেষ ক'রে দেবো শয়তান!

কালিকানন্দ। বটে! তবে দেখ্ কে কাকে শেষ করে। [সহসা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছোরা বাহির করিল]

~~কনক। কংকা~~—

কালিকানন্দ। ~~হাঃ—হাঃ—হাঃ~~! [কনককে হত্যা করিতে অগ্রসর হইল]

~~কংকাবতী। আঃ—~~

[কংকাবতীর আর্তচীৎকার। কনক ক্ষিপ্রহস্তে কালিকানন্দের ছোরা-শুদ্ধ হাত ধরিয়া ফেলিল।]

কনক। পালাও কংকা, পালাও—

কালিকানন্দ। পালাবে—কোথায় পালাবে ? বাইরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ।

কনক। [কনক কাবু হইয়া আসিল] ওঃ, হ'লো না—হ'লো না—কংকা, নিজের মান তুমি নিজেই রক্ষা করো।

কলিকানন্দ। দেখ্ কালিকানন্দের শক্তি—দেখ্ তার অদ্ভুত কৌশল ! [উত্তরীয় দিয়া কনককে বাঁধিয়া ফেলিল] হাঃ—হাঃ—হাঃ, গোপন অভিসার ! কালিকানন্দ যাকে কামনা করে, তার আশ্রয় থেকে তাকে সরিয়ে নেওয়ার দুঃসাহস ! এইখানে তিলে তিলে মরতে হবে তোকে আর সেই মৃত্যু-বিভীষিকার মধ্যে ব'সে ধ্যান কর্‌বি কংকাবতীর মুখচন্দ্রমা।

কংকাবতী। [আর্তনাদ করিল] আঃ—

কনক। কংকা—কংকা !

কংকাবতী। কনকদা—

[ছুটিয়া কনকের কাছে গমনোদ্যোগ করিলে কালিকানন্দ বাধা দিল।]

কালিকানন্দ। এখনও বল্‌ছি সুন্দরী, কপটতা ছাড়ো—আমাকে ভজনা করো ; একসঙ্গে পাবে ঐহিক সুখ—পারলৌকিক মুক্তি।

কংকাবতী। চুপ্—চুপ্ শয়তান ! ধার্মিকের ছদ্মবেশে বনের একটা হিংস্র পশু তুই—মায়ের আরাধনা তোর ভণ্ডামি। ভেবেছিস্, মা মুখ নীরবে সহ্য কর্‌বেন নারীর লাঞ্ছনা—তার অপমান ? জানিস্ লম্পট, মা তাঁর লক্-লকে রসনা বিস্তার ক'রে তোরই মতো দানবের

বক্ষ-রক্তে তৃষ্ণা মেটাতে যুগ-যুগ ধ'রে তাথৈ-তাথৈ নর্তনে বসুন্ধরা কাঁপিয়ে তুলেছেন?

কনক। কংকা—কংকা!

কালিকানন্দ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[কালিকানন্দ কংকাকে ধরিতে অগ্রসর হইল—কনক আরও অস্থির হইয়া উঠিল।]

সেই মুহূর্তে কালো কাপড়ে দেহ আবৃত করিয়া সন্তর্পণে কাসেম আলির প্রবেশ, পশ্চাতে গণেশনারায়ণ। কাসেমের তরবারি কালিকানন্দের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল।

কালিকানন্দ। কে, কে তুই অর্বাচীন?

কাসেম। বাঁধো দেওয়ানজী।

কালিকানন্দ। [সবিস্ময়ে] একি, গণেশ! তুমি?

গণেশ। হ্যাঁ—আমি, তোমার প্রিয় শিষ্য গণেশনারায়ণ।

কলিকানন্দ। বিশ্বাসঘাতক শয়তান!

গণেশ। তোমার কাছে শিখেছি গুরু। কংকাবতীকে তুমি করেছ চুরি—আমি কর্‌বো বাটপাড়ি। [গণেশনারায়ণ কালিকানন্দকে বাঁধিল।]

কংকাবতী। গণেশ-কাকা, তোমার এই কাজ?

গণেশ। চুপ! কে তোর কাকা? আমি নৃশংস জল্লাদ। তোর বাবা আমার বুকখানা ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছে, তার বুকখানা আমি গুঁড়িয়ে পিষে ফেলবো না!

কংকাবতী। ওঃ, ভগবান!

কনক। ভগবান নেই—ভগবান নেই! এর চেয়ে যে মৃত্যু আমার সহস্রগুণে ভালো ছিল, কংকা।

গণেশ। কে, কনকরায় না? বাঃ, ঠিক হয়েছে। বুক চাপড়ে তারস্বরে কাঁদো—আর এখানে ব'সে তিলে তিলে শুকিয়ে মরো। সুকীর্তিরায়ের বড় আদরের হবু-জামাই, প্রায়শ্চিত্ত করো তোমার মহাপাপের।

কাসেম। কথা বাড়িও না দোস্ত্। কাপালিক ব্যাটাকে আমার হাতে দিয়ে, মেয়েটাকে তুমি ধরো। [কালিকানন্দকে ধরিল]

গণেশ। আয়—[কংকাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিল] তোর অবশ্য কোন দুঃখ থাকবে না। জাফরউল্লার বিবি হ'য়ে খুব সুখে থাকতে পারবি। আমি শুধু প্রাণ ভ'রে দেখতে চাই, বংশগৌরবের মহিমায় সুকীর্তিরায়ের বুকখানা দশহাত হয়েছে! আয়—[কংকাকে আকর্ষণ করিল]

কংকাবতী [আর্তচীৎকারে] কনকদা—

~~কনক। কংকা—~~

গণেশ। চুপ্! গোলমাল ক'রিস্ না! আয়—

কংকাবতী। না-না, তোমার পায়ে পড়ি কাকা—আমার সর্বনাশ ক'রো না। [আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল]

কাসেম। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এসো। ওটা এখানে শুকিয়ে মরুক্। কাপালিক ব্যাটাকেও ছাড়বো না—কেটে টুকরো টুকরো ক'রে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবো। বুঝ্লে দেওয়ানজী, আজ থেকে মন্দিরের কাপালিক হ'লে তুমি।

কালিকানন্দ। মা—মাগো, একদিনের জন্যও তোকে যদি কায়মনে ডেকে থাকি, এই মহাসংকটে তুই আমাকে রক্ষা কর্!

কাসেম। [আঘাত করিয়া] এসো না, মার কাছেই পৌঁছে দেবো।

কালিকানন্দ। না-না, তোমরা আমায় হত্যা ক'রো না। আমি তোমাদের দাস হ'য়ে থাকবো।

কাসেম। দাসে আমাদের দরকার নেই। বিয়ে করতে চেয়েছিলে, বিয়ে করবে না? কনে আসছে পিছু-পিছু—তুমি বর, চলো আগে-আগে। পা চালিয়ে দোস্ত!

কংকাবতী। [আর্তস্বরে] কনকদা—

কনক। কংকা—

গণেশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[কালিকানন্দ ও কংকাবতীকে লইয়া কাসেম ও
[গনেশনারায়ণের প্রস্থান।

কনক। [উন্মাদের ন্যায়] কংকা—কংকা! ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমার মানসী প্রতিমাকে! আমি কনকরায়, বুক থেকে উপড়ে নিয়ে গেলো আমার হৃদপিণ্ডটা! ওঃ-হোঃ-হোঃ—

সন্তর্পণে জগু সর্দারের প্রবেশ।

জগু। কার আর্তনাদ? তবে কি গুরুঠাকুর মেয়েটার উপর—

কনক। ওঃ, ঈশ্বর!

[জগু ছোরা বাহির করিয়া অগ্রসর হইল]

জগু। কে ওখানে?

কনক। আমি—আমি এক ভাগ্যহীন।

জগু। এই গুপ্ত-কোঠায় কেন ঢুকেছিস? [illegible]?

কনক। এই কক্ষে লুকোন ছিল আমার চোখের তারা—জীবনের আলো।

জগু। ওসব শুনতে চাই না, আমার মেয়ে কোথায়?

কনক। কে তোমার মেয়ে?

জগু। মেয়ে, আমার মেয়ে একটা আধ-ফোটা পদ্মফুল। শয়তান গুরুঠাকুর তাকে চুরি ক'রে এনে এখানে লুকিয়ে রেখেছে। ওঃ-হোঃ-হোঃ—জীবনের মতো আমি হ'য়ে রইলাম অবিশ্বাসী! কই, কোথায় আমার মেয়ে?

কনক। কংকা তোমার মেয়ে? তবে কি তুমি জগু সর্দার?

জগু। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ আমার বড় পরিচয়। কিন্তু কোথায় গেলো আমার মেয়ে?

কনক। নিয়ে গেছে সর্দার। জাফরউল্লার লোক এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো তোমার মেয়ে—উপড়ে নিয়ে গেল আমার চোখের মণি।

জগু। জাফরউল্লা নিয়ে গেলো জগু সর্দারের মেয়েকে?

কনক। গোপনে এসেছিলাম বন্দিনী প্রিয়তমাকে উদ্ধার করতে। দুর্ভাগ্য আমার, তাই শয়তান কাপালিক কৌশলে আমাকে বেঁধে ফেলেছে। কংকাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার উপক্রম কর্‌তেই—

জগু। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তারপর—তারপর?

কনক। উপস্থিত হ'লো সেখানে জাফরউল্লার সশস্ত্র অনুচর। আমাকে এইভাবে বেঁধে রেখে কংকা আর কাপালিক ঠাকুরকে নিয়ে পালিয়ে গেলো তারা।

জগু। কোথায়, কোন্‌দিকে গেলো তারা?

কনক। বোধ হয় ইসলামবাজারের দিকে।

জগু। তাইতো— [প্রস্থানোদ্যত]

কনক। সর্দার—সর্দার! [জগু সর্দার ফিরিল]

জগু। ও, তুই বন্দী। মনে হয়, শত্রু ন'স্‌ তুই—আমারই মত দুঃখী। আয়, তোর বাঁধন খুলে দিই। [কনকের বাঁধন খুলিল]

আচ্ছা, তুই কে? কেনই-বা মেয়েটাকে খুঁজছিস? তার নাম যে কংকাবতী, তাই-বা কেমন ক'রে জানলি?

কনক। সে অনেক কথা সর্দার! ভাসতে ভাসতে যখন একই স্রোতে এসে মিশেছি—সবই জানতে পারবে। এখন এইটুকু শুনে রাখো, বিয়ে আমাদের হয়নি বটে, কিন্তু কংকা জানে, আমি তার স্বামী—আমি জানি, সে আমার স্ত্রী।

জগু। তাহ'লে তুই আমার চেয়েও দুঃখী। আয়, হাত ধ'রে আমার সাথে এগিয়ে চল্! (~~ভাবিস্নি—বুড়ো হয়েছি সত্যি, কিন্তু এখনও তোদের মতো দশটা জোয়ানের বল আছে এই দেহে। চল্, ওরে চল্,~~) আমার গেছে মেয়ে—তোর গেছে বৌ, একসংগে চেষ্টা ক'রে দেখি, আমাদের হারানিধিকে ফিরে পাই কি না। [কনকের হাত ধরিল]

কনক। এতদিন নামই শুনেছিলাম, আজ প্রত্যক্ষ করলাম দেবতা। এসো দেবতা, তোমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ধন্য হই। [পায়ের ধূলো লইল]

জগু। একি কর্‌লি, একি কর্‌লি রে পাগল? আমি যে ডাকাত—ডাকাতের সর্দার! দেখ দেখি, একি হ'লো আমার? শিরার রক্ত উত্তাল হ'য়ে উঠছে, চোখে নেমে আসতে চাইছে ধীরাবতীর কূলছাপানো বান। না-না, জগু, ভুলে যা তুই অতীতের কথা। তুই মানুষ ন'স্ ডাকাত—নৃশংস ডাকাত দলের সর্দার।

কনক। সর্দার—সর্দার!

জগু। না-না, ওঃ কিছু নয়। সামনে আমার ক[illegible] বড় কাজ। মেয়েটার জন্য কাঁদতে হবে—মেয়ের শোকে জামাই কাঁদবে, তাও সইতে হবে। ওঃ, জগু সর্দার কি মরেছে? লাঠিতে কি তার ঘুণ

ধরেছে? না—অথর্ব হ'য়ে পড়েছে? আয় দেখি, সৃষ্টিটা তোলপাড় ক'রে দেখি, কোথায় লুকিয়ে রাখে আমাদের মাণিক। আয়, ওরে— ছুটে আয়, জাফরউল্লার তাজা রক্ত আমায় আকর্ষণ করছে। এই নখাঘাতে পাষণ্ডের বুকটা চিরে হৃদপিণ্ডটা টেনে বার করবো। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটবে আর আমি অঞ্জলি ভরে সেই রক্ত এনে ধুইয়ে দেবো আমার মায়ের কলংক-কালিমা।

[কনকের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বাসন্তীনগর-রাজপ্রাসাদ।

গীতকণ্ঠে জয়দেবের প্রবেশ।

জয়দেব।— **গীত।**

উড়ে গেছে মোর খাঁচার পাখী অসীম নীলিমায়।
ওরে আমার সাধের সাথী, আয়রে ফিরে আয়॥
কে ব'লেছে কটুকথা, কে দিয়েছে মনে ব্যথা।
প্রাণের বাঁধন ভালোবাসা, এমনি কেটে যায়॥

ধীরে ধীরে সুকীর্তিরায়ের প্রবেশ।

সুকীর্তি। কাঁদছিস্ জয়দেব?

জয়দেব। একি হ'লো বাবা? এতো লোকজন সৈন্যসামন্ত থাকতে আজও দিদিদের ফিরিয়ে আনতে পারলে না?

সুকীর্তি। আমিও তাই ভাবি জয়দেব, এ আমার কি হলো? আমি রাজা সুকীর্তিরায়, আমারই রাজ্যে আমারই মেয়েরা অপহৃতা! আজও তাদের উদ্ধার করতে পারলাম না! পারলাম না দুষ্কৃতি-কারীদের উপযুক্ত দণ্ড দিতে! উঃ—[মস্তকে করাঘাত]

জয়দেব। বাবা—

সুকীর্তি। কার দোষ দেবো? নিজের হাতে বিষবৃক্ষ পুঁতেছি, আজ তার ডালে ডালে ফল ধরেছে। এ ফল যে আমাকেই খেতে হবে। যে বংশমর্যাদার কথা স্মরণ ক'রে রাজ্যের সৌভাগ্য-সূর্য কনককে বর্জন করেছি—সেই গৌরব আমার ধূলায় লুণ্ঠিত। কনকের সাথে সাথে রাজ্যের শ্রী, গৌরব নিমিষে কোথায় মিলিয়ে গেলো! ওঃ, কি করেছি—কি করেছি আমি!

জয়দেব। বড় সেনাপতি, বড়দা, এরাও তো সব মস্ত বড়ো বীর -মেজদাও তাদের সাহায্য করছে, পারবে না তারা দিদিদের ফিরিয়ে আনতে?

সুকীর্তি। ভরসা নেই—বিশ্বাস করি না। দুর্ভাগ্য আর বিপদ যখন ঘিরে ধরে, তখন উচ্চ প্রবৃত্তি, সৎসাহস, স্বচ্ছ চিন্তাধারা—সব লোপ পেয়ে যায়।

জয়দেব। কি হবে বাবা? তবে কি দিদিরা আর ফিরে আসবে রাজপ্রাসাদে?

সুকীর্তি। আমার বীর পুত্র রণদেব—কুশলী যোদ্ধা মকররায়—মহাশক্তিধর আমীর খাঁ থাকতেও, আসানউল্লা জাফরউল্লা—অতি নগণ্য তাদের শক্তি—অথচ দম্ভভরে আঘাত হানলে আমার বংশমর্যাদায়। সন্ধি ভংগ ক'রে অনায়াসে দখল করলে সমগ্র দক্ষিণ-বাসন্তীনগর।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। পীর আসানউল্লা আপনার দর্শনপ্রার্থী।

সুকীর্তি। আসানউল্লা—আসানউল্লা! তার ভাই করেছে আমার বুকে শেলাঘাত—আর সে এসেছে ভালমানুষী দেখাতে—নিজের নির্দোষিতা জাহির কর্‌তে? বলে দাও, সুকীর্তিরায় তাকে ক্ষমা করেছে ব'লে সে যেন মনে না করে, সব ভুলে গিয়ে তাকে আদর ক'রে বুকে জড়িয়ে ধর্‌বে।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

জয়দেব। কেন বাবা, ওরা ভালো নয়, তাই ব'লে তুমি তো তেমন নও। তুমি যে রাজা সুকীর্তিরায়,—তোমার দুয়ারে সে অতিথি নারায়ণ! আমি তাকে নিয়ে আস্‌ছি। [প্রস্থান।

সুকীর্তি। অতিথি নারায়ণ! এরা যখন সামনে আসে পীর-পয়গম্বরের ভান ক'রে—কিন্তু পিছন থেকে করে ছুরিকাঘাত।

আসানউল্লার প্রবেশ।

আসান। আদাব, রাজাসাহেব!

সুকীর্তি। বলুন, সময় আমার অল্প।

আসান। আমি চাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে।

সুকীর্তি। এত ঘটা ক'রে এই কথাটা আমাকে শোনাতে এসেছেন?

আসান। আমি জানি রাজাসাহেব, অপমানিত হৃদয় কোন-কিছুতেই সান্ত্বনা খুঁজে পায় না।

সুকীর্তি। থাক্‌, উপদেশ শোনার মত ধৈর্য বা আগ্রহ আমার নেই।

আসান। শোনাবার মত ধৃষ্টতাও আমার নেই রাজাসাহেব।

সুকীর্তি। ভণ্ডামি রাখুন! কি বল্‌তে চান ব'লে ফেলুন।

আসান। রাজা, আমি তিরস্কারেরই যোগ্য। আমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি মিথ্যায় পরিণত হয়েছে। অনুশোচনার তীব্র জ্বালা আর আমি সহ্য করতে পারছি না।

সুকীর্তি। আপনাকে তো মুক্তি দিয়েছি, আবার কেন এসেছেন অভিনয় করতে? ভাই জ্বেলেছে আমার বুকে তুষানল—আর আপনি এসেছেন কাটা ঘায়ে নুনের প্রলেপ দিতে? আপনার ধৃষ্টতা দেখে আমি অবাক হ'চ্ছি।

আসান। আপনি অত্যাচারিত, মানসিক সুস্থতা না থাকবারই কথা। তবু আমাকে বিশ্বাস করুন, জাফরউল্লার এই নিকৃষ্ট ক্রিয়াকলাপ আসানউল্লা কখনও অনুমোদন করে না। অনুরোধ, উপদেশ, এমন কি আদেশ দিয়েও তাকে আমি নিবৃত্ত করতে পারিনি। তবু আমি অপরাধ অস্বীকার করি না, কারণ সে আমার সহোদর-মুসলমান।

সুকীর্তি। পীরসাহেব, কি ক'রে বোঝাবো আপনাকে—হিন্দুর পুর-ললনার মর্যাদাহানির কি তীব্র প্রতিক্রিয়া তার পরিবারের তথা সমাজের উপর! কতখানি বাজে সেই নির্যাতিতার পিতা-মাতার বক্ষে! যান পীরসহেব, যান—আমাকে দুটো সান্ত্বনার কথা শুনিয়ে কোন লাভ হবে না। সত্যই যদি অনুশোচনা এসে থাকে, যান সেইসব স্বজাতীয়দের কাছে—যারা আপনার সহোদরের এই দুষ্কার্যে সক্রিয় সাহায্য করছে। ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করুন, কি অপরাধ করেছে রাজা সুকীর্তিরায়—কোন্ অপরাধে কন্যারা তার অপহৃতা?

আসান। ঠিক বলেছেন রাজা। তাই আমি যাবো, মুসলমানদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলবো, শোন্ তোরা, কান পেতে শোন্—আসানউল্লার সহোদর জাফরউল্লা মুসলমান সমাজের কলংক! দোজাকের আবর্জনা ভেবে তাকে তোরা পরিত্যাগ কর্।

সুকীর্তি। পীরসাহেব—

আসান। আমি খোদার নাম নিয়ে শপথ ক'রে বলছি, কংকা-করবী আমারও মেয়ে। যদি তারা বেঁচে থাকে, তাদের উদ্ধার ক'রে আনতে যদি বুকের রক্ত ঢেলে দিতে হয়—তাও দেবো, তবু প্রমাণ ক'রে যাবো যে, বিধর্মী আসানউল্লা কথার খেলাপ করে না।

[প্রস্থান।

সুকীর্তি। ফিরিয়ে আনবে আমার কংকা-করবীকে? জুড়িয়ে দেবে আমার মর্মজ্বালা? বৃথা—সব বৃথা, আমার আনন্দের হাট ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে।

দ্রুত ইন্দুমতীর প্রবেশ।

ইন্দুমতী। মহারাজ—মহারাজ!

সুকীর্তি। বল, আবার কার কি হ'লো?

ইন্দুমতী। আশ্চর্য ঘটনা মহারাজ!

সুকীর্তি। আরও আশ্চর্য আছে?

ইন্দুমতী। মনে পড়ে, ছোটবেলায় কনকের হাতে একটা সোনার বাজু ছিল?

সুকীর্তি। ছিল, তা দিয়ে আর কি হবে? সে তো ফুরিয়ে গেছে।

ইন্দুমতী। না গো—না, কনক অজ্ঞাত-কুলশীল নয়।

সুকীর্তি। তুমি কি স্বপ্ন দেখে এলে রাণী?

ইন্দুমতী। স্বপ্ন নয়—প্রত্যক্ষ সত্য। তাবিজটা নাড়াচাড়া করতেই হাত থেকে পড়ে খুলে গেলো। তার মধ্যে তামার পাতে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা তার পিতৃপরিচয়।

সুকীর্তি। দুর্ভাগ্য যখন আসে এমনই হয়। নইলে দুর্মতি আমার ঘাড়ে চেপে বসবে কেন? তোমার অনুমতি মানিনি, রণদেব-করবীর কথা শুনিনি—গ্রাহ্য করিনি কংকার নীরব কাকুতি—ভেবে দেখিনি তার ভবিষ্যৎ। ওঃ, কি করেছি, নিজের মাথায় নিজে আঘাত করেছি—নিজের চিতা নিজে সাজিয়েছি!

ইন্দুমতী। কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না। হা-হুতাশ ক'রে কোন লাভ নেই। মনকে শক্ত করো, সোজা হ'য়ে দাঁড়াও। ভুলে যেও না তোমার অতীত—তোমার পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য।

সুকীর্তি। ভুলিনি—কিছুই ভুলিনি রাণী। কিন্তু আমার মন ভেঙে দিয়েছে মকর, বুক ভেঙে দিয়েছে কনক, হৃদ্‌পিণ্ডটা উপড়ে নিয়েছে কংকা-করবী।

ইন্দুমতী। মানের চেয়ে কেউ বড় নয়। আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে একে একে ডেকে জিজ্ঞাসা করবো, যদি তারা এই দারুণ সংকটে, বিলাস-ব্যসন ত্যাগ ক'রে সর্বস্ব পণ ক'রে তোমার পাশে এসে না দাঁড়ায়, নিজের হাতে আগে আমি তাদেরই হত্যা করবো। তারপর তোমার হাত ধ'রে ছুটে যাবো রণক্ষেত্রে। জাতির মান আর বংশমর্যদা রক্ষায়, একসংগে জীবন আহুতি দিয়ে, অমর হ'য়ে থাকবো ইতিহাসের পাতায়।

ত্রস্তে মকরের প্রবেশ।

মকর। জ্যেঠামশাই—জ্যেঠামশাই, এই যে জ্যেঠাইমাও আছ—

সুকীর্তি। কে—মকর? ফিরে এলে যে? যুদ্ধের সংবাদ কি?

মকর। সংবাদ মোটেই ভালো নয়। পুনঃ-পুনঃ পরাজয়ে আমরা হতবল হ'য়ে পড়েছি। এইভাবে যুদ্ধ চল্‌লে অচিরেই চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্মুখীন হ'তে হবে।

ইন্দুমতী। মাত্র এই সংবাদটা দেওয়ার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে ছুটে আসতে হয়েছে তোমাকে? না, প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছো তুমি?

মকর। তোমার ঐ এক দোষ জ্যেঠাইমা, আমার কোন কাজটাই তুমি ভালো নজরে দেখতে শিখ্‌লে না। দরকার না থাকলে কি অমনি এসেছি?

সুকীর্তি। একটা দূত মারফৎ সংবাদ দিলেই যথেষ্ট হ'তো। আমার সন্দেহ হয় মকর, আমীর খাঁ বা রণদেব সংবাদ দিলে না—অথচ তুমি—

মকর। তাদের অনুমতি না পেলে কি আমি আসতে পারি? কিন্তু একটা কথা—

সুকীর্তি। ইতস্ততঃ করছো কেন? বল, স্পষ্ট ক'রে বল।

মকর। এ শুধু আমার কথা নয়, সবার মুখে শুধু ঐ এক কথা। এইভাবে অনন্তকাল যুদ্ধ চল্‌লেও জয় অসম্ভব।

সুকীর্তি। অভিজ্ঞ সেনাপতি আমীর খাঁ—তারও কি অভিমত এই?

মকর। ঐ আমীর খাঁ-ই তোমাদের মাথা খাবে।

সুকীর্তি। সাবধান মকর! তোমারই প্ররোচনায় ত্যাগ করেছি দেওয়ান গনেশনারায়ণকে। কনক আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছে মূলতঃ তোমারই জন্য। আর তারই চরম পরিণতি কংকা-করবীর অপহরণ। নূতন ক'রে আবার আমীর খাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার

করবার চেষ্টা ক'রো না। জেনে রেখো, তোমাদের চেয়ে তাকে আমি বিশ্বাস করি বেশী।

মকর। জ্যেঠামশাই—

ইন্দুমতী। জন্মাবধি দেখে এসেছি তোমার এই হীন কুটীলতা আর হিংসা। তোমার জন্যই বংশটা আজ ছারখারে যেতে বসেছে।

মকর। আমার জন্যে তোমার বংশের গৌরব এতটুকু ম্লান হবে না। যদি কিছু হয়, তার জন্য দায়ী হবে সেনাপতি আমীর খাঁ আর তোমাদের জ্যেষ্ঠপুত্র রণদেব। আমি বরং এই মরণোন্মুখ বংশটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

সুকীর্তি। তাহ'লে বংশ আর তার মান-মর্যাদার কথা ভাবো তুমি?

মকর। না ভাবলে, জীবন পণ ক'রে দু'দিনের পথ একদিনে অতিক্রম ক'রে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসবো কেন? আমার কথা শুনতে না চাও, অন্ততঃ মায়ের কি আদেশ শোনো!

ইন্দুমতী। মায়ের আদেশ—কে মা?

মকর। মা, আদ্যাশক্তি—রণদেবী রণচণ্ডী, আমাদেরই পূর্ব-পুরুষের স্থাপিত।

সুকীর্তি। কি বল্‌তে চাও তুমি?

মকর। আমার কথা তো তোমরা বিশ্বাস করবে না; কিন্তু মন্দিরের পূজারী, তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ কালিকানন্দ কি বলে শুনুন।

কাপালিকের ছদ্মবেশে গনেশনারায়ণের প্রবেশ।

গণেশ। মা আদ্যাশক্তি—রণদেবী রণচণ্ডী—মা!

সুকীর্তি। আসুন—আসুন, কি সৌভাগ্য আমার!

গণেশ। মূর্খ তুমি সুকীর্তিরায়, তোমারই পূর্বপুরুষের স্থাপিত রণদেবী রণচণ্ডী আজ তৃষিতা। পূজা-হোম ক'রে আগে তার তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও, নইলে যুদ্ধজয় অসম্ভব।

ইন্দুমতী। ঠাকুর—ঠাকুর! [গণেশনারায়ণের পায়ে পড়িল]

সুকীর্তি। আপনি তো জানেন, এ পূজার বিধি নরবলি। কিন্তু এই ক্রিয়া-আচার আমার মনে সাড়া দেয় না। শুধু এই কারণেই রণদেবীর অর্চনা আমি পরিত্যাগ করেছি।

গণেশ। রণদেবী রণচণ্ডীর নিদারুণ কোপে ধ্বংস হ'য়ে যাবে তুমি রাজা!

ইন্দুমতী। প্রভু—

গণেশ। এখনও মাকে তুষ্ট করো, নতুবা ধ্বংস তোমার কেউ রোধ করতে পারবে না।

সুকীর্তি। কিন্তু নরবলি—না-না, এ অসম্ভব!

মকর। অসম্ভবই বা মনে করছেন কেন জ্যেঠামশাই? অর্থের বিনিময়ে আত্মবলি দিতে অনেকেই এগিয়ে আসবে। দেশকে বাঁচাতে, জাতির সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে, মায়ের পায়ে রক্তাঞ্জলি দিতেই হবে।

ইন্দুমতী। রাজা—

সুকীর্তি। না-না, আমি কিছু ভাবতে পারছি না। চিন্তাশক্তি আমার লোপ পেতে বসেছে। যা ভালো বোঝ তোমরা করো— শুধু একটা অনুরোধ, জোর করে যেন কাউকে হত্যা করা না হয়। যত অর্থের প্রয়োজন নিয়ে যাও, তুষ্ট করো আদ্যাশক্তি রণদেবীকে— যুদ্ধজয় ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে এসো আমার কন্যাদের।

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান]

ইন্দুমতী। ঠাকুর—ঠাকুর, যেমন ক'রে হোক, আমার কংকা-করবীকে ফিরিয়ে এনে দাও। রাজাকে রক্ষা করো—বংশটাকে বাঁচাও!

[প্রস্থান।

মকর। আর দেরী নয়, জানাজানি হওয়ার আগেই কাজ সমাধা করতে হবে।

গণেশ। কিছু ভাবতে হবে না। জাফর মিঞা বলেছে, আমীর খাঁকে বিগড়ে দিতে পারলেই—ব্যস্, তিন দিনে যুদ্ধ খতম! তারপর কংকাবতীকে সাজিয়ে-গুছিয়ে জাফরউল্লার বিবি ক'রে দিও, বিনিময়ে তুমি পাবে বাসন্তীনগরের সিংহাসন, আর তোমার দেওয়ানী নিয়ে ধন্য হবে এই গণেশনারায়ণ, হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[ছদ্মবেশ উন্মোচন করিয়া মকররায়সহ প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

বন-কুটীর।

চিন্তান্বিতা করবীর প্রবেশ।

করবী। রাধামাধব, একি করলে প্রভু? এতো সাধ—এতো আশা একটা ফুৎকারে সব নিভিয়ে দিলে? বড় আশায় বুক বেঁধে জীবন তুচ্ছ ক'রে কনকদা গিয়েছিল দিদিকে উদ্ধার করতে। বিধি বাধ সাধলে, তীরে এসে তরী ডুবল; আবার ভেসে গেলো অভাগিনী। কনকদার দিকে আর চাইতে পারি না। নেই সেই তপ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণ, নেই তার প্রশান্ত মুখে অনাবিল হাসির তরংগ। কেড়ে নিয়েছে, সব কেড়ে নিয়েছে ঐ অভাগিনী কংকা।

[নেপথ্যে মাধব ঠাকুরের গান শোনা গেল]

মাধব।—

গীত।

সাড়া দাও, সাড়া দাও—দাও সাড়া।

করবী। কে—কে গাইছে ঐ সকরুণ গান?

গীতকণ্ঠে মাধব ঠাকুরের প্রবেশ।

মাধব।—

পূর্ব-গীতাংশ।

সাড়া দাও—দাও সাড়া।

পথভোলা পথিক আমি, হারিয়েছি নয়নতারা।

করবী। মাধবদা—মাধবদা! দিদি হারিয়ে গেছে মাধবদা! কনকদা

আজ থেকেও নেই! আহার নেই—নিদ্রা নেই, ধ্যান-জ্ঞান শুধু কংকা।

মাধব। কংকা হারিয়ে গেলো? আমি তো ঠাকুরকে বলেছি, আমার কংকা-কনককে মিলিয়ে দাও প্রভু! তবে কি ডাকা আমার ঠিক হয়নি—প্রার্থনায় ত্রুটি র'য়ে গেছে? বলো—বলো মদনমোহন, কেন এমন ক'রে সব বিফল হ'য়ে গেলো?

করবী। মাধবদা!

মাধব। এমন নিষ্ঠুর তুমি হ'য়ো না রাধামাধব! আমার সাধন-ভজন ব্যর্থ ক'রে দিও না প্রভু!

করবী। কেমন ক'রে এখানে এলে? জ্যেঠামশাই কেমন আছেন? কেমন আছেন জ্যেঠাইমা?

মাধব। তাঁদের দিকে আর মুখ তুলে চাইতে পারলুম কৈ করবী? সব যেন এক একটি বিষাদের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। ছুটে বেরিয়ে এলুম। দিন নেই, রাত নেই শুধু চলেছি আর ঠাকুরকে কেঁদে কেঁদে বলেছি—ওদের তুমি ফিরিয়ে দাও প্রভু, ওদের তুমি ফিরিয়ে দাও—

করবী। চলো মাধবদা, ঐ পাতার কুটীর আমাদের আশ্রয়। তুমি শ্রান্ত—অসুস্থ, বিশ্রাম করবে এসো।

মাধব। হ্যাঁ, বিশ্রাম করবো—অনন্ত বিশ্রাম। আমি যে অবিরাম শুনতে পাই সেই বিশ্রামের আহ্বান!

করবী। মাধবদা—[কাঁদিয়া ফেলিল]

মাধব। কনক কই? তাকে ডাক, অনেকদিন দেখিনি আমার ঠাকুরের চিরসুন্দর মুখখানি।

করবী। কাকে আর দেখবে? সেই (সাদা হাস্যময় বনদৃপ্ত কনকরায় আর নেই। (এখন সে যেন একটা জীবন্ত পাথর) আহার,

নিদ্রা, বিশ্রাম সব ত্যাগ করেছে। শুধু উল্কার মত দিশেহারা হ'য়ে ছুটে বেড়াচ্ছে!

উদ্‌ভ্রান্ত কনকরায়ের প্রবেশ।

কনক। নাঃ, আজও কিছু হ'লো না। কখনও মাঝির বেশে, কখনও বা মুটে সেজে—গ্রামের পর গ্রাম অন্বেষণ করেছি, কিন্তু এতটুকু সংবাদও সংগ্রহ ক'র্‌তে পারলুম না।

মাধব। কনক—কনক!

কনক। কে—গোঁসাই ঠাকুর? কেমন আছো? ভুলে যাওনি বন্ধু, এই ভাগ্যহীন কনকরায়কে? কিন্তু কি দেখতে আর এসেছো? কংক্বাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। শয়তান জাফরউল্লা না জানি কত নির্যাতন করছে তাকে! ওঃ!

করবী। কনকদা!

কনক। কাঁদছো করবী? কাঁদো, তবু মন কতকটা হাল্কা হবে। আমার চোখে যে আর জল আসে না,—শুধু বুকের রুদ্ধ বাতাসটা সবেগে বেরিয়ে এসে সময়ে সময়ে মনটাকে বিব্রত ক'রে তোলে।

মাধব। কনক—ভাই! তোমার তো ধৈর্য হারালে চল্‌বে না!

কনক। দুর্দিনের বান্ধব, মহান্ তুমি ঠাকুর, তাই ছুটে এসেছো মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে তাকে সান্ত্বনা দিতে—অভয় দিতে। কিন্তু অন্তর থেকে কে যেন অহরহঃ ডেকে বল্‌ছে—ওরে অভাগা, স্বর্গের পারিজাত কংকা তোর অকালে ঝরে গেলো!

করবী। কনকদা—

কনক। ওঃ, করবী! না-না, আমি ভুল বলেছি। জীবনের বিনিময়েও কংকাকে আমি ফিরিয়ে আনবো। হ্যাঁ—আজই এখান

থেকে আমাদের চ'লে যেতে হবে করবী। সর্দার! সর্দার কোথায়? এখনও ফেরেনি বুঝি?

করবী। না, এখনও আসেননি।

কনক। সর্দার এলেই আমাদের রওনা হ'তে হবে।

করবী। কোথায়?

কনক। নদীর ওপারে। এইভাবে বনে-জংগলে লুকিয়ে থাকলে লোকের সাহায্য আমরা পাবো না। আর প্রচুর সাহায্য না পেলে জাফরউল্লার কবল থেকে কংকাকে উদ্ধার করাও সুদূরপরাহত। যাও করবী, গোঁসাই ঠাকুরকে নিয়ে প্রস্তুত হও, সর্দার ফিরে না-আসা-পর্যন্ত এখানে আমি অপেক্ষা করবো।

মাধব। তুমি দীর্ঘজীবী হও! রাধামাধব তোমাকে ঠিকপথে নিয়ে যাবেন। [করবীসহ প্রস্থান।

কনক। অন্ধকার—চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার! দেহ-মন আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে গভীর নিরাশায়। ওঃ, কি অপমান! বিশ্ববাসী ঘৃণায় মুখ ফেরাবে—কাপুরুষ ব'লে থুৎকার দেবে, কেউ বুঝ্‌বে না অন্তরের ব্যথা। ইচ্ছা হয়, বুক চিরে দেখাই—কি আছে সেখানে, কি জ্বালায় পুড়ে মরছি নিশিদিন।

অর্ধদগ্ধ ক্ষতবিক্ষত গংগারামের প্রবেশ।

গংগারাম। পেয়েছি, পেয়েছি মা কালীর দয়া। তাই জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি।

কনক। [আতংকে] কে—কে তুমি?

গংগারাম। আমি? আমি বিশ্বাসঘাতক—প্রবঞ্চক! ছোটভাইয়ের মতো ভালবাসতো, বিশ্বাস করতো তার চেয়েও বেশী। এক মুহূর্তের

ভুলে সেই বিশ্বাসের বাঁধ ভেঙে চূরমার ক'রে দিয়েছি। আধমরা মেয়েটাকে শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছি।

কনক। কার কথা বল্‌ছো, কে সেই মেয়েটি ?

গংগারাম। কুড়িয়ে পেয়েছিল, বড় আদর ক'রে 'মেয়ে' ব'লে ঠাঁই দিয়েছিল। দেবতার মতো সর্দার। তার বুকে করলাম বজ্রাঘাত, মেয়েটাকে তুলে দিলাম কাপালিক ঠাকুরের হাতে, ওঃ-হোঃ-হোঃ!

কনক। কে কাপালিক ? কালিকানন্দ ?

গংগারাম। তার সংগেও বেইমানি করেছি, জাফরউল্লার হাতে তুলে দিয়েছি তাকে। তখন জানতাম না, ঐ কংকার জন্য সেও ওৎপেতে ব'সে আছে। মনের ভুলে মেয়েটার খবর আমিই তাকে দিয়েছি।

কনক। তুই ? তুই তবে সেই বেইমান, যার জন্যে কংকা আমার জাফরউল্লার কবলে ? কি কর্‌বো তোকে ! পাথরে আছড়ে মারবো—না, গলা টিপে এখনই শেষ ক'রে দেবো ?

গংগারাম। তাই করো—তাই করো। আমার এই পাপ জীবনটা শেষ ক'রে দাও, শুধু মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে দাও। কথা কয়টি বলে হাল্কা হ'তে দাও।

কনক। বল—বল ওরে হতভাগ্য, কোথায় আছে আমার কংকা ?

গংগারাম। গণেশনারায়ণের বাড়ীতে—তার স্ত্রী গিরিবালার আশ্রয়ে। তিনিই পাঠিয়েছেন তোমাদের খবর দিতে।

কনক। ভগবান সহায়! দেবীর আশ্রয় পেয়েছে। তুমি বিশ্রাম করো—এখনই আমি যাবো।

গংগারাম। না—সহজে তাকে পাবে না। জাফরউল্লার এক হাজার লেঠেল সে বাড়ী পাহারা দিচ্ছে। রাজার সংগে তুমুল যুদ্ধ

বেধেছে তার। যুদ্ধ মিটে গেলেই জোর ক'রে তাকে বিয়ে করবে। এই কাজে তার প্রধান সহায় গণেশনারায়ণ নিজে।

কনক। কোন বাধা আমি মানবো না। প্রাণের আমার বিন্দু-মাত্র মমতা নেই। আমি একাই যাবো, ছিনিয়ে আনবো আমার কংকাবতীকে।

গংগারাম। মরায় কোন বাহাদুরী নেই। এইতো মরতে চলেছি আমি। একটা পাপ জীবনের অবসান হবে বই তো নয়? মা বলেছে, কংকাকে যদি পেতে চাও, তোমার মতো হাজার হাজার জোয়ান মিলে একসংগে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ো ঐ শয়তান জাফরউল্লার মাথাটা লক্ষ্য ক'রে। কি করবো, আমিও তো চাই তোমাদের সংগী হ'তে, কিন্তু মরণ যে আমায় পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরেছে!

কনক। কে—কে করেছে তোমার এই দশা?

গংগারাম। ঐ উপরওয়ালা। মহাপাপের শাস্তি। নিক্তির ওজনে বিচার করেছেন তিনি—নইলে ধরা প'ড়ে যাবো কেন জাফর খাঁর লোকদের হাতে? তারা তো হত্যা করতেই চেয়েছিল। হাত-পা বেঁধে খড়ের গাদায় ফেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মায়ের আশীর্বাদ, তাই তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে সংবাদটা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি। আঃ, আর আমার দুঃখ নেই—এখন আমি হাসতে হাসতে মরতে পারবো।

কনক। না-না, তোমাকে আমি মরতে দেবো না।

জগু সর্দারের প্রবেশ।

জগু। করবী—করবী, মা! এই যে কনক,—এটা আবার কে?

গংগারাম। সর্দার—সর্দার! [পায়ে পড়িল]

কনক। সর্দার—সর্দার, কংকা বেঁচে আছে—আশ্রয় পেয়েছে দেবীর কাছে। যাঁর দয়ায় আমি মরেও মরিনি। এই লোকটা জীবন তুচ্ছ ক'রে সেই খবরটা নিয়ে এসেছে। আসবার পথে জাফর খাঁর লোকেদের হাতে পেয়েছে এই অমানুষিক নির্যাতন।

জগু। তুমি—তুমি নিয়ে এসেছো আমার মেয়ের খবর? আয়, আয় ওরে হতভাগ্য, বুকের রক্ত ঢেলে তোকে আমি ভালো ক'রে তুলবো। [তুলিতে উদ্যত]

গংগারাম। না-না, সর্দার, আমি বাঁচবো না—বাঁচতে চাই না। শুধু চাই তোমার কাছে ক্ষমা।

জগু। কে—কে তুই?

গংগারাম। আমি বিশ্বাসঘাতক বেইমান গংগারাম।

জগু। গংগা? নেমকহারাম—বেইমান! আয়, যে পথে গিয়ে ফেলারাম তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, তোকেও সেই পথে পাঠিয়ে দিই! [ছুরিকা উত্তোলন]

কনক। [বাধা দিয়া] করো কি সর্দার? ও তো মরতেই চলেছে। দেখ্‌ছো না ওর চোখে-মুখে প্রতিটি কথায় ভেসে উঠেছে অনুশোচনার তীব্র জ্বালা? সবার উপর জীবন তুচ্ছ ক'রে ও যে কংকার খবর নিয়ে এসেছে,—ওকে তুমি ক্ষমা করো সর্দার।

জগু। ক্ষমা? পরমশত্রুকে জগু সর্দার করবে ক্ষমা?

গংগারাম। হ্যাঁ—ক্ষমা। তোমার ক্ষমা না পেলে ম'রেও যে শান্তি পাবো না, সর্দার।

জগু। হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাই ক'রে থাকিস্—আজ যে তুই আমার মেয়ের খবর নিয়ে এসেছিস, আয়—আয় ওরে হতভাগ্য, যে বুকখানা

তোরা সবাই মিলে ক'রে তুলেছিস্ মরুভূমির মতো শুষ্ক—নীরস, অন্তরের স্পর্শ দিয়ে আবার তাকে সজীব ক'রে তোল্। [আলিংগনে উদ্যত]

গংগারাম। না-না, সর্দার, আমাকে ছেড়ে দাও—আমি মহাপাপী, আমাকে ছেড়ে দাও। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ তো চন্দনার কল-কল শব্দ আমাকে ডাক্ছে! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্ছে: "আয়, আয় ওরে অভাগা, আমার বুকে শুয়ে তুই সব জ্বালা জুড়িয়ে নে!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

জগু। গংগা—গংগা!

কনক। সর্দার—

জগু। যাক, আমি এখনই দশজন বিশ্বস্ত সাকরেদকে চরডাঙায় পাঠাচ্ছি। তারা গোপনে গণেশঠাকুরের বাড়ীর উপর নজর রাখবে।

কনক। তারপর?

জগু। পাঁচশো লাঠিয়াল আমি যোগাড় করেছি। তারা আমার জন্যে জীবন দিতে পারবে। তুমি যাও, এপার ওপারের সমস্ত হিন্দুদের একজোট করো, অনুরোধ করো এই বিপদে আমাদের সাহায্য কর্তে।

কনক। তাই আমি চল্লাম সর্দার। হিন্দুদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলবো—মহানুভব রাজা সুকীর্তিরায়কে হত্যা ক'রে, তাঁর কন্যাকে ধর্মভ্রষ্টা ক'রে অংকশায়িনী করতে চায় বিধর্মী যবন। অন্তঃপুরের শুচিতা বিপর্যস্ত, হিন্দু মা-বোনের সম্ভ্রম জাফরউল্লার খেলার সামগ্রী, হিন্দুর হিন্দুত্ব, তার মান-মর্যাদা, প্রতিপত্তি আজ সংকটাপন্ন। আমার এই আবেদন কি জাতির মর্মে গিয়ে আঘাত কর্বে না?

জগু। কনক!

কনক। এসো, এসো ওগো বাংলার হিন্দুসমাজ, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তোমরা একতাবদ্ধ হও। এই ধর্মযুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াও—নিশ্চিহ্ন ক'রে দাও এই পাশব-শক্তি বাংলার পবিত্র মাটী থেকে।

[প্রস্থান।

জগু। বেশ ছিলাম, আবার পড়েছি শক্ত বাঁধনে। নিয়তির চক্রে যে বাঁধন টুটে গিয়েছে বিশ বছর আগে, আবার কেন সেই অসার মায়ায় জড়িয়ে পড়লি তুই? এক-একবার মনে হয়, বাঁধন কেটে কোথাও পালিয়ে যাই। কিন্তু পারি না, মেয়েটা আমার পথে পথে ভেসে বেড়াবে—জামাইটা শুকিয়ে মরবে চোখের সামনে, আর আমি জগু সর্দার—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবো? না-না, তা হবে না, জগৎটাকে আর একবার অন্ততঃ নাড়া দিয়ে বুঝিয়ে দেবো, জগু সর্দার এখনও মরেনি, ফুরিয়ে যায়নি তার মনের দুর্বার সাহস, নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি তার দেহের সেই মত্ত হস্তীর বল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অংক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্দিরসন্নিকটস্থ প্রান্তর।

কথা বলিতে বলিতে মকররায় ও কাসেমের প্রবেশ।

মকর। পেয়েছো?

কাসেম। পাবো না আবার? বাছাধনকে মন্দিরের পেছনে পিঠ-মোড়া করে ফেলে রেখেছি।

মকর। চেঁচাবে না?

কাসেম। চোখ-মুখ শক্ত ক'রে বাঁধা। কিন্তু—

মকর। কিন্তু কি?

কাসেম। বলির সংগে সংগে খবরটা আমীর খাঁর কাছে পৌছে দেবে কে?

মকর। যা হয় তুমিই ক'রো কাসেমভাই। যুদ্ধে জিতে ওরা এখন আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কাসেম। আচ্ছা—আচ্ছা, সে যা হয় করা যাবে। তুমি গণেশ-ভাইকে ব'লে তাড়াতাড়ি বলির ব্যবস্থাটা করো, দেরী করলে সব ভেস্তে যাবে।

মকর। সেদিকে নিশ্চিন্ত থাকো—সব তৈরী। [নেপথ্যে ঢাক-ঢোলের শব্দ] ঐ শোনো, পূজো সুরু হয়েছে, শীগগির এসো।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

আমীর খাঁর প্রবেশ।

আমীর। আজকের যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হয়েছে। জাফর-উল্লার সৈন্যেরা ছত্রভংগ, ডাকাতচরের গভীর জংগলে সবাই পালিয়েছে। অপূর্ব যুদ্ধ করেছে কুমার রণদেব। সার্থক আমার শিক্ষাদান! কিন্তু কিছুতেই বন্দী করতে পারলাম না ঐ লম্পট জাফরউল্লাকে আর নেমকহারাম মকরকে। যাক্, কাল প্রভাতে নূতনভাবে চিন্তা করা যাবে। শ্রান্ত দেহ চাইছে একটু বিশ্রাম। [প্রস্থানোদ্যত, তৎক্ষণাৎ অদূরে শোনা গেল—"জয় মা কালী করালিনী, জয় মা রণদেবীর জয়, জয় রাজা সুকীর্তিরায়ের জয়" এবং সংগে সংগে জ্বলিয়া উঠিল অসংখ্য মশাল] এ কি! পরিত্যক্ত মন্দিরে কিসের এতো উল্লাসধ্বনি? রাজা সুকীর্তিরায় তো আর রণদেবীর পূজা করেন না। শুনেছি, এখন ঐ মন্দিরটা হয়ে দাঁড়িয়েছে চোর-ডাকাতের আড্ডামহল। যাই—দেখতে হ'লো ব্যাপারটা কি। [প্রস্থানোদ্যত]

সেই মুহূর্তে কাসেমের প্রবেশ।

কাসেম। সর্বনাশ হয়েছে খাঁ সাহেব, সর্বনাশ হয়েছে!

আমীর। কেন? আবার কি জাফরউল্লার সৈন্যেরা রাতের অন্ধকারে হানা দিয়েছে?

কাসেম। [ক্রন্দনের স্বরে] ও—হো—হো, খাঁ সাহেব, আমাদের আক্রাম খাঁকে—

আমীর। আক্রাম খাঁ! কি হয়েছে তাঁর?

কাসেম। [পূর্ববৎ] কেটে দু' টুকরো ক'রে ফেলেছে, ও-হো-হো!

আমীর। কেটে ফেলেছে! আক্রাম খাঁকে? কে সেই পাষণ্ড?

কাসেম। কি বল্‌বো খাঁ সাহেব, পাঠানের রক্তে হিন্দুর মন্দির ভেসে গেল।

আমীর। স্পষ্ট ক'রে বলো সৈনিক, শিরার রক্ত আমার টগবগ ক'রে ফুটছে। এখনি বুঝি স্থরু হবে মহাপ্রলয়।

কাসেম। রাজা স্থকীর্তিরায়ের আদেশে আক্রাম খাঁকে বলি দিয়ে রাজার লোকেরা রণদেবীর পূজা কর্‌ছে। আস্থন খাঁ সাহেব, স্বচক্ষে দেখবেন আস্থন।

[আমীর খাঁ-সহ প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ ভীতা সশস্ত্র করবীর প্রবেশ।

করবী। কনকদা—কনকদা! তাইতো, কোথায় গেল? আমাকে ঐ বকুলগাছের নীচে দাঁড় করিয়ে কনকদা গেল মন্দিরের দিকে। সেখানে যে স্থরু হয়েছে প্রলয় কাণ্ড! কনকদা, ও কনকদা—

গীতকণ্ঠে মাধব ঠাকুরের প্রবেশ।

মাধব।—

গীত।

শুনি—তার ডাক শুনি।
আকাশে বাতাসে ঐ ভেসে আসে রুম্বুঝুম্বু নূপুর ধ্বনি॥
ঝিকিমিকি জ্বলে ওপারের আলো,
কাণ্ডারী হেঁকে যায়—চলো, চলো—
ধীরে ব'য়ে যায় ছল-ছল-ছল—শান্তিনীরের তটিনী॥

করবী। গোঁসাই ঠাকুর, এই রুগ্ন শরীর নিয়ে কেন নদী পার হ'য়ে এপারে এলে?

মাধব। তোদের ছেড়ে আমি যে এক মুহূর্তও একা থাকতে পারি না করবী! কনক কোথায়?

করবী। মশালের আলো দেখে আমাকে এই বকুলতলায় দাঁড় করিয়ে ছুটে গেছে ঐ মন্দিরের দিকে।

মাধব। সে কি! ওদিক থেকে গোলমালের আওয়াজ ভেসে আসছে! চল্, আমরা ঐ বনের আড়ালে অপেক্ষা করি।

করবী। কনকদা যে ঐদিকে ছুটে গেল! তাকে না নিয়ে আমি যাবো না।

রক্তপাগল আমীর খাঁর প্রবেশ।

আমীর। কে—কে ওখানে?

মাধব। আমরা।

আমীর। আঃ, শুধু শুনতে চাই—হিন্দু, না মুসলমান!

মাধব। আমীর খাঁ—

আমীর। কে? মাধব ঠাকুর? ভালোই হয়েছে। রাজ-আদেশে পাঠান-হত্যা—তুমি না রাজপুরোহিত? চরম শঠতার—চরম প্রতিশোধ!

করবী। ভাইসাহেব—

আমীর। কে ভাইসাহেব? আমি মূর্তিমান প্রতিহিংসা! রাজ-বংশ নিঃশেষ না ক'রে আমার বিশ্রাম নেই। এ আমার খোদার নামে শপথ। তুমি স'রে যাও এখান থেকে। আমীর খাঁ নারীহত্যা করে না।

মাধব। কি হয়েছে সেনাপতি? খুলে না বল্‌লে কি ক'রে বুঝবো?

আমীর। কিছুই বুঝ্‌তে হবে না। তোমাদের কোন কথাও আমি শুনতে চাই না। আজ আমি নৃশংস, আমি জল্লাদ!

[মাধবের বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিল, সে আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল, করবী তাহাকে ধরিল]

মাধব। আঃ—

আমীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

করবী। মাধব গোঁসাই! এ তুমি কি করলে সেনাপতি? তুমি না বীর, তুমি না যোদ্ধা? এমন কাপুরুষের কাজ তোমার? নিরহংকার নির্লোভ দেবতা আমাদের গোঁসাই ঠাকুর কি অপরাধ করেছিল তোমার কাছে যার জন্য এমন নির্মমভাবে তাকে আঘাত করলে?

আমীর। স্তব্ধ হও রাজকুমারী! আমি নারীহত্যা করি না বটে, কিন্তু আমার রক্তপাগল সৈনিকরা এ নীতি নাও মানতে পারে।

করবী। তাই করো, তাই করো তুমি নিষ্ঠুর ঘাতক! এ যে আমি সহ্য কর্‌তে পারছি না। ওঃ—

আমীর। রাজকুমারী!

মাধব। আঃ! করবী,—কনক—আমার কনক কই? কনক কোথায়? আঃ—

করবী। ঠাকুর—ঠাকুর—[বক্ষে লুটাইয়া ডুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিল]

কনকের প্রবেশ।

কনক। করবী—করবী!

করবী। কনকদা—[কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল]

কনক। কে—কে ওখানে ?

করবী। মাধবদা—আমাদের গোঁসাই ঠাকুর।

কনক। কে কর্‌লে এমন দশা ? [মাধবকে ধরিল]

আমীর। আমি—আমীর খাঁ।

কনক। তুমি—আমীর খাঁ ? এই নিষ্ঠুর কাজ তোমার ?

আমীর। হ্যাঁ, আমার। আজ আমি মূর্তিমান সংহার !

কনক। তুমি না রাজা সুকীর্তিরায়ের বিশ্বস্ত সেনাপতি ? তিনি যে পুত্রদের চেয়েও তোমাকে বেশী বিশ্বাস কর্‌তেন ! এই কি তার পরিণাম ? দেবতার পায়ে সমর্পিতপ্রাণ দেবদুর্লভ মানুষটিকে হত্যা কর্‌তে পারলে ? একবার ভুলেও কি মনে এলো না যে, এ তোমার অন্নদাতা প্রভু রাজা সুকীর্তিরায়ের স্থাপিত রাধামাধবের বিগ্রহের পূজারী ?

আমীর। কথা বাড়িও না কনকরায়। প্রাণের উপর যদি বিন্দুমাত্র মমতা থাকে, এদের নিয়ে এখনি এ-স্থান ত্যাগ করো। শিরার রক্ত আমার উত্তাল হ'য়ে উঠেছে। ধৈর্য্যের বাঁধ শিথিল হ'য়ে আসছে। হাতে ধ'রে তোমাকে একদিন অস্ত্র চালনা শিক্ষা দিয়েছি, ভাইয়ের স্নেহ ঢেলে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ক'রে তুলেছি, অধিকন্তু— সুকীর্তিরায়কে তুমি পরিত্যাগ করেছো। তাই তোমাকে অস্ত্রাঘাত কর্‌তে চাই না। যাও—মুহূর্ত বিলম্বে হয়তো অঘটন ঘটে যাবে। মনে রেখো, হিন্দু মাত্রেই আমার শত্রু।

কনক। কি কর্‌বো, আমি নিরস্ত্র। নতুবা তোমার দেওয়া শিক্ষার পরীক্ষা দিয়ে যেতাম তোমারই বক্ষ ভেদ ক'রে। যদি সাহস থাকে, থাকে যদি বীরধর্ম—আমার হাতে একখানা অস্ত্র তুলে দাও।

আমীর। হুঁসিয়ার হিন্দু, আমার হৃদয়ে রয়েছে মাত্র তীব্র প্রতিহিংসা। ন্যায়নীতি ধর্মাধর্ম বিচার-বিবেচনা কিছু নাই যেখানে। সরে যাও এখান হ'তে।

করবী। কনকদা—

মাধব। কনক—

কনক। বেশ, আমি যাচ্ছি, কিন্তু আমি অভিশাপ দিচ্ছি—শির পেতে গ্রহণ করো কনকরায়ের মর্ম ছেঁড়া মর্মবাণী: যে অগাধ বিশ্বাসের অমর্যাদা ক'রে এই দেবতাকে তুমি নির্দয়ভাবে হত্যা করলে, সেই বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করতে বিশ্বাসঘাতকেরই ছুরিকাঘাতে যেন তোমার ইহলীলা শেষ হয়।

[আহত মাধবকে লইয়া কনক ও করবীর প্রস্থান।

আমীর। কনক—কনক, না, হিন্দু মাত্রেই মুসলমানের শত্রু। ওঃ—আমীর খাঁ বিশ্বাসঘাতক? কিন্তু কার দোষে? কে দায়ী? আমি তো চেয়েছিলাম মনেপ্রাণে মিত্রতার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থেকে আজীবন রাজার সেবা ক'রে যাবো, কিন্তু তাঁর শঠতায় বুকখানা আমার ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে। প্রতিশোধ চাই, পাঠান-হত্যার নির্মম প্রতিশোধ! রক্তের বদলে রক্ত, জীবনের বিনিময়ে জীবন! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

দ্রুত রণদেবের প্রবেশ।

রণদেব। সেনাপতি, তুমি এখানে আর আমি তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছি। গেলাম পাঠান-শিবিরে, কাউকে দেখতে পেলাম না। চারিদিকে থম-থম করছে একটা বিভীষিকা!

আমীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রণদেব। একি সেনাপতি, তোমার চোখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরিয়ে আসতে চাইছে! কি হয়েছে আমীর খাঁ?

আমীর। সুকীর্তিরায়ের সেনাপতি আমীর খাঁর মৃত্যু হয়েছে। সেখানে জন্ম নিয়েছে একটা জল্লাদ—নৃশংস জল্লাদ! হাঃ-হাঃ-হাঃ, অস্ত্র ধরো সুকীর্তিরায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র! হয় আমাকে হত্যা ক'রে তোমার পিতাকে নিষ্কণ্টক করো, না হয় প্রাণ দিয়ে তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো—আমার রক্তপিপাসার শান্ত করো।

রণদেব। এসব তুমি কি বল্‌ছো সেনাপতি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

আমীর। না, এখনও হয়নি—এর চেয়ে সেও ছিল ভালো। ওঃ, যার হিতকামনায় আজ বারো বছর জীবন পণ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সংগে পাঞ্জা লড়েছি, সমস্ত শক্তিসামর্থ্য দিয়ে যাকে অজস্র বিপদে বুক দিয়ে রক্ষা করে এসেছি, তাঁর এই শঠতা—এই নীচ মনোবৃত্তি!

রণদেব। তুমি ষড়যন্ত্রকারীর শিকার হয়েছো আমীর খাঁ। হয় নিজে ভুল বুঝেছো, না হয় কেউ তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে। রাজা সুকীর্তিরায়ের শঠতা? আগুনের দাহিকা-শক্তি লোপ পেতে পারে, সূর্যদেব পূর্বাকাশে উদিত নাও হ'তে পারেন, কিন্তু পিতার চরিত্রে শঠতা বা প্রবঞ্চনা ঠাঁই পেতে পারে না।

আমীর। কিন্তু ক্ষণপূর্বে ঐ মন্দির-প্রাংগণে, মহাসমারোহে পাঠানবীর আক্রাম খাঁর শিরশ্ছেদ ক'রে তোমাদের রণদেবীকে তুষ্ট কর্‌রা হয়েছে, একথা তো মিথ্যা নয়। পাঠানের রক্তে এখনও মন্দির-প্রাংগণ লাল হ'য়ে আছে। না-না, যতোই ভাব্‌ছি, শিরার রক্ত বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে! মস্তিষ্কে আমার রক্তের তুফান বইছে!

অস্ত্র ধরো, নতুবা মাধব ঠাকুরের মতো তোমাকেও নৃশংসভাবে হত্যা করবো।

রণদেব। কি বললে? মাধব ঠাকুরকে হত্যা করেছো? স্বর্গ থেকে ঝ'রে-পড়া একটা পারিজাত অকালে নিঃশেষ ক'রে দিলে? সে যে আজন্ম-সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ধর্মের জয়টীকা! ও-হো-হো-হো—

আমীর। ওতে আমার মন টলবে না। হিন্দুর উচ্ছেদ, সুকীর্তি-রায়ের ধ্বংস ছাড়া বুকের এ জ্বলন্ত আগুন নিভ্‌বে না।

রণদেব। বটে! এত তোমার সাধ? বেশ, তাই হোক—
[অস্ত্রাঘাত, আমীর খাঁ প্রতিহত করিল]

আমীর। তাতেও মনে সান্ত্বনা থাকবে যে একটা মানুষের হাতে প্রাণ দিয়েছি।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চরডাঙ্গা—গণেশনারায়ণের বাড়ী।

সন্তর্পণে গণেশনারায়ণ ও জাফরউল্লার প্রবেশ।

গণেশ। আহা, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন হুজুর! যুদ্ধ তো খতম হ'য়ে এলো ব'লে। দুটো দিন সবুর করুন। তারপর জাঁকজমক ক'রে কংকাকে আপনার বিবি ক'রে দেবো।

জাফর। না-না, কোন কথা আমি শুন্‌তে চাই না। তোমার বিবিকে বিশ্বাস নেই। আমি জাফরউল্লা, একবার চোখের দেখা তো দূরের কথা, বাড়ীতে পর্যন্ত ঢুকতে দেয় না। কংকাবতীকে তোমার বাড়ীতে রাখা তখনই আমার ভুল হয়েছে। শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে আছি, নইলে কংকা তো কংকা, তোমার বিবিকে শুদ্ধ সাদী ক'রে ফেলতাম!

গণেশ। এ কি রকম কথা হ'লো হুজুর?

জাফর। ও,—তাও তো বটে। যাক্‌গে, কিছু মনে ক'রো না। কিন্তু তোমার তো সে বিয়ে-করা জেনানা, তাকে এতো ভয়? অপদার্থ! কংকাকে আমি আজই এখান থেকে নিয়ে যাবো।

গণেশ। সে কি!

জাফর। তুমি বুঝ্‌তে পারছো না দোস্ত্‌, ভাইজান আমার বিরুদ্ধে খোলাখুলি শত্রুতা শুরু করেছে। গাঁয়ে ঘুরে মুসলমানদের খেপিয়ে তুলেছে। আমার সৈন্যদের অর্ধেকের বেশী পালিয়ে গেছে। ভ্যাগিস্‌ আমীর খাঁকে ঘুরিয়ে দিয়ে দলে টানতে পেরেছি! সে বেটাও এখন বলে কি না—কংকাবতীকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

বুঝ্‌লে দোস্ত্‌, কংকাকেই যদি ছেড়ে দেবো, তবে কেন এতো মেহনত্‌? কেন এতো লোকক্ষয়?

গণেশ। তা বটে—তা বটে।

জাফর। যে-কোন ছলে কংকাকে একবার ঘরের বার ক'রে দাও। মুখে কাপড়চাপা দিয়ে কাঁধে তুলে ঝট্‌পট্‌ সরে পড়ি, নইলে যে হাতছাড়া হ'য়ে যাবে। আমীর খাঁকে বিশ্বাস নেই।

গণেশ। অমন কাজটি কর্‌বেন না হুজুর। জগু সর্দারের লোকেরা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে; কনক ছোঁড়াও ব'সে নেই—ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। যেমন আছে তেমনি থাকে। আমীর খাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে হিন্দু ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে আছে; যুদ্ধ মিটে গেলেই বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হবে।

জাফর। এ যুক্তি মন্দ নয়। কিন্তু একটু চোখের দেখা—নিরিবিলি দু'টো কথা—কিংবা একটু—

গণেশ। সেই জন্যই তো খিড়কীর দরজা দিয়ে আপনাকে অন্দরে নিয়ে এলাম। দেখুন চেষ্টা ক'রে, যদি মন ভেজাতে পারেন কাজটা সহজ হবে।

জাফর। বহুত আচ্ছা। এই জন্যই এতো তোমাকে ভালোবাসি। গায়ের তাগদ না দেখিয়ে বরং আশনাই করাই উচিত, কিন্তু তোমার বিবি—

গণেশ। সে এখন রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। ছুঁড়িটা ঠাকুরঘরে আসবে ধূপ-ধুনো দিতে। এই ফাঁকে যদি—

জাফর। আঃ,—আবার ঠাকুরঘরে! ওটা এখনও ছাড়াতে পারোনি? অপদার্থ!

গণেশ। কেমন ক'রে ছাড়াই বলুন? নিজেকে জাহির করি

মন্দিরের কাপালিক ব'লে, তার উপর গিন্নী তো ঠাকুরপূজা না ক'রে জলগ্রহণ করে না।

জাফর। তুমি দোস্ত্, এখন কলমাটা প'ড়ে নাও। খানাপিনাতে দেখ্‌ছি তুমি অনেকখানি উদার।

গণেশ। নেবো—নেবো হুজুর, কথা যখন দিয়েছি নিশ্চিন্তে থাকুন। পা তো বাড়িয়েই আছি, শুধু ভয় আমার গিন্নীকে নিয়ে।

জাফর। হাসালে গণেশ! জোর ক'রে এক-টুকরো গো-মাংস মুখে ফেলে দেবে। একদিন একটু দাপাদাপি করবে, পরের দিনই দেখাবে কংকাবতী তো আছেই, আরো দু'দশটা হিন্দুর মেয়েকে ঘরছাড়া ক'রে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। বাংলাদেশে ক'টা মুসলমান এসেছিল? এই কাসেম আলি পাঁচ বছর আগেও হিন্দু ছিল। ওর হাতেই কি কমসে-কম একশো হিন্দু মুসলমান হয়নি?

গণেশ। কাসেম আমার সংগে পেরে উঠবে না হুজুর। ভালোয় ভালোয় আপনাদের চার হাত এক হ'য়ে যাক্, তারপর সব হবে।

জাফর। তোমার অবশ্য কোন ভাবনা নেই। মন্দিরটা ভেঙে ওখানে ক'রে দেবো মসজিদ, তার সংগে পাবে প্রচুর অর্থ আর জায়গীর। ঐ লাল কৌপীন- ছেড়ে পরবে ডোরা-কাটা লুংগী। মাথায় ফেজ চাপিয়ে 'পীর' বা 'গাজী' হ'য়ে বস্‌বে তুমি। বুঝ্‌লে দোস্ত্?

গণেশ। হুজুর সত্যই আমাকে ভালোবাসেন। আসুন একটু আড়ালে দাঁড়াই। ছুঁড়িটা আসছে কিন্তু,—সাবধান! যেন আঁতকে উঠে গোলমাল সুরু ক'রে না দেয়। আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রদীপ হাতে ধীরে ধীরে কংকাবতীর প্রবেশ।

কংকাবতী। ঠাকুর—ঠাকুর! এ কি করলে প্রভু? আর কতদিন এমনিভাবে চল্‌বে? তিন মাস ধ'রে স্রোতের শেওলার মতো এখান থেকে ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছি। যার আশ্রয়ে আছি, তিনি স্বর্গের দেবী, তাঁর ক্ষমতাই বা কতটুকু? স্বামী তাঁর প্রতিহিংসার নেশায় উন্মত্ত। দিনরাত হিংস্র দৃষ্টি দিয়ে ঘিরে রেখেছে। বাড়ীর চারিদিকে কড়া পাহারা। পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার কোন উপায়ও নেই। ওঃ, সেই দিনই নদীর তলে দেহটা আমার লয় হ'য়ে গেল না কেন?

সন্তর্পণে জাফরউল্লার প্রবেশ।

জাফর। কংকাবতী!

কংকাবতী। [সভয়ে] কে—কে তুমি? [হাত হইতে প্রদীপ পড়িয়া গেল]

জাফর। আস্তে, ভয় পেও না সুন্দরী! আমি তো তোমার উপর কোন জুলুম করিনি। অবশ্য ইচ্ছা কর্‌লে তাও আমি পারতাম। কিন্তু আমি তা চাই না। স্বেচ্ছায় আমার বাহুপাশে ধরা দাও পিয়ারী! তোমাকে বুকে ধ'রে জাফরউল্লার জীবন ধন্য হোক্।

কংকাবতী। তুমিই লম্পট জাফরউল্লা খাঁ? দূর হ'য়ে যাও এখান থেকে! তোমার ছায়াতেও আমার ঠাকুরের পবিত্রতা নষ্ট হ'য়ে যাবে।

জাফর। কি হবে আর ঐ মাটীর পুতুলকে ডেকে? ও নিষ্প্রাণ, শত ডাকেও সাড়া দেবে না। তার চেয়ে এই গোলামকে মেহেরবানী করো, তোমাকে আমি মাথার মণি ক'রে রাখবো।

কংকাবতী। আজ আমি অসহায়। সব থেকেও আজ আর আমার কেউ নেই—তাই তোর মতো লম্পটের এই হীন প্রলাপ শুনতে হলো। নইলে তোর ঐ পাপ রসনাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে শিয়াল কুকুরের মুখে তুলে দিতাম!

জাফর। যা তোমার সাধ্যের অতীত—তা নিয়ে আফশোষ ক'রে লাভ নেই পিয়ারী! কি ছিলে অতীতে সে চিন্তাতেও সুখ নেই। বর্তমানের কথা চিন্তা করো, বর্তমানকে বরণ ক'রে নাও। আর সেই বর্তমান ভাগ্যবান এই জাফরউল্লা খাঁ। সে-ই শুধু পারে তোমার সব দুঃখের অবসান ক'রে আনন্দ-সাগরে ডুবিয়ে রাখতে।

কংকাবতী। ওঃ—ভগবান! হে দয়াল, তুমি কি দেখতে পাও না তোমার সৃষ্টিতে মানুষবেশী এই সব পশুর পাশবলীলা? পারো না প্রভু, একটা ভূমিকম্পে—কি, একটা বজ্রাঘাতে এদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে?

জাফর। হাঃ-হঃ-হাঃ! ভগবান! তোমার যদি ভগবান থাকে তো আমার আছে আল্লাহতালা। আল্লাহতালার দাপটে তোমাদের ঐ সব পুতুলবেশী ভগবান অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে আছে। সেই আল্লাহ-তালার শরণ নাও। তাঁর পরম সেবক এই জাফরউল্লা খাঁকে কৃপা করো! এসো—এসো পিয়ারী! পিছিয়ে যেও না। ধরা দাও আমার বাহুপাশে! তুমি হবে আমার চোখের তারা—মাথার মণি। এসো—এসো পিয়ারী! [অগ্রসর হইল]

কংকাবতী। না—[আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

গিরিবালার প্রবেশ।

গিরিবালা। কে—কে ওখানে?

কংকাবতী। মা—মাগো! [গিরিবালার দিকে যাইতে গিয়া পড়িয়া গেল, গিরিবালা দ্রুত তাহাকে ধরিল]

গিরিবালা। কথা বল্‌ছিস না যে হতচ্ছাড়া? কে তুই?

জাফর। আমি—আমি জাফর খাঁ।

গিরিবালা। জাফর খাঁ! বামুনের অন্দরে জাফর খাঁ?

জাফর। তাতে আর হয়েছে কি? আজ হোক, কাল হোক, আমি হবো কংকার খসম। আর এও তো ঠিক যে, গণেশ ঠাকুরও আর ঠাকুর থাকছে না। তুমি তার বিবি—ঐ সব পুতুলপূজোর ভণ্ডামি ছেড়ে নামাজ সুরু করবে।

গিরিবালা। বটে! বড় বাড় হয়েছে! গিরিবালার অন্দরে তাকে শোনাচ্ছিস নামাজের মহিমা? দাঁড়া তো মা, লম্পটটাকে নামাজটা পড়িয়ে দিই ভালো ক'রে! হাতে যে কিছু নেই—এই যে রয়েছে মুড়ো ঝাঁটাটা—[ঝাঁটা তুলিয়া জাফর খাঁকে প্রহারে উদ্যত]

জাফর। তার আগে তোকে শেষ করবো। [অসি নিষ্কাসন]

কাসেম আলির প্রবেশ।

কাসেন। ছোটমিঞা—ও ছোটমিঞা!

জাফর। কোতল করবো!

কাসেম। কোতল পরে ক'রো। এখন শীগগির এসো, সুকীর্তি-রায় নিজে যুদ্ধে নেমেছে। সংগে খাঁড়া হাতে রাণী। একধার থেকে কচুকাটা শুরু করেছে।

জাফর। এই রাত্রির অন্ধকারে?

কাসেম। অন্ধকার আর নেই। শত্রুরা আমাদের তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

জাফর। কিন্তু কংকা?

কাসেম। ওসব এখন শিকেয় তুলে রাখো। আগে বাঁচাও প্রাণ—তারপর বাপের নাম।

জাফর। আমি যাচ্ছি আমীর খাঁর শিবিরে। এ বাড়ীর পাহারা আরো জোরদার করো কাসেম। এই শয়তানীকে বিশ্বাস নেই।

[দ্রুত প্রস্থান।

কাসেম। ভয় পেয়েছো বুঝি? তা ওরকম হয়। কিছু ভেবো না ভাবী, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

গিরিবালা। এখনও এখানে দাঁড়িয়ে? ভালো চাস্ তো দূর হ'য়ে যা ড্যাক্‌রা। কংকা! মা!

কংকাবতী। [স্বপ্নোত্থিত এবং অভিভূত] কে—কে তুমি? সত্যই কি তুমি খড়-মাটীর পুতুল? তবে নাকি তুমি গিরিগোবর্ধনধারী, কালিয়াকে দমন করেছিলে? এ কি সব মিথ্যা? কংসকে বধ ক'রে তোমার ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলে, এও কি কবির অলীক কল্পনা?

গিরিবালা। কংকা—

কংকাবতী। [পূর্ববৎ] তুমিই তো বলেছিলে প্রভু, যখনই ধর্মের গ্লানি হবে, তখনই নেমে আসবে ধরার মাটীতে? এখনও কি সময় হয়নি চক্রধারী? দেখতে কি পাও না তোমার সৃষ্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনাচার তার শত বাহু মেলে প্রলয় নর্তন সুরু করেছে? কোথায় গেল তোমার সেই দৈত্যদমনের শক্তি? তবে কিসে তুমি দুঃখহরণ নারায়ণ? কেন—কেন প'ড়ে থাকবো তোমার চরণ আশ্রয় ক'রে?

গিরিবালা। কংকা! মাগো, চেয়ে দেখ, আমি তোর মা—গিরিবালা।

কংকাবতী। মা! মাগো—[বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল]

কাসেম। আহা, ভয় কি? আমি রয়েছি তোমাদের গোলাম কাসেম আলী।

গিরিবালা। এখনও দাঁড়িয়ে? ঝাঁটা দেখেছিস্ না?

কাসেম। কি যে ঠাট্টা করো ভাবী? একেবারে ঝাঁটা?

গিরিবালা। বেরো—বেরো হতছাড়া ড্যাক্‌রা!

কাসেম। আমার উপর চট্‌ছো কেন? আমার কোন খারাপ মতলব নেই। কংকাদেবীকে আমি মনিব ব'লে মেনে নিয়েছি। শুধু করবী—আহা, করবী—আমার করবী—

কংকাবতী। করবী! কোথায় করবী? কি হয়েছে তার?

কাসেম। হয়নি কিছু, হওয়াতে চাই। ছোটমিঞার জোর বরাত, তাই খাঁচার পাখী খাঁচায় এসে ঢুকেছে। কিন্তু নসীব মন্দ এই কাসেম আলীর, তাই কবরীর খোঁজ আজও পেলাম না। তুমি যদি—

গিরিবালা। করবীর খোঁজ চাস্? বিয়ে করবি? আয় আগে বরণ ক'রে নিই—[ঝাঁটার প্রহার]

কাসেম। গেছি রে আল্লা, গেছি! ও গণেশভাই, শীগগির এসো—বিবি তোমার ক্ষেপে গেছে। জানে-প্রাণে শেষ করলে রে! আল্লা! [গিরিবালা সমানভাবে ঝাঁটা চালাইতেছিল]

দ্রুত গনেশনারায়ণের প্রবেশ।

গণেশ। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

কাসেম। দেখছো কি? বিবিকে ধরো—বাঁধো। পিঠের কিছু থাকলো না রে! আল্লা! [গণেশ ঝাঁটা ধরিল]

গণেশ। আহা, করছো কি—করছো কি গিন্নী? কাসেম আলী আমার বন্ধু—সুহৃদ!

গিরিবালা। বটে! সুহৃদ?

কাসেম। আরে ধ্যেৎ তেরি বন্ধু! দেখছো না—পিঠের কিছু আছে?

গণেশ। কিছু মনে ক'রো না কাসেম, ভাবী তোমার ঠাট্টা করেছে।

কাসেম। এই তোমার ঠাট্টা? পিঠ ফুলে ঢোল, ছোটমিঞার বরাতেও দু' এক ঘা জুটেছে বোধ হয়।

গণেশ। তুমি কি ক্ষেপে গেলে গিন্নী? কাঁধে যে আমার মাথা থাকবে না!

গিরিবালা। অমন শয়তানের বেঁচে না থাকাই ভালো!

কাসেম। গতিক ভালো নয় গণেশ ভাই। বাঁচতে যদি চাও, বিবিকে তালাক দাও।

গিরিবালা। এখনও যাস্‌নি, তবে রে মুখপোড়া—[ঝাঁটা উত্তোলন]

কাসেম। [ভয়ে পিছাইয়া] ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আমি কাসেম আলী, কড়ায়-গণ্ডায় এর শোধ তুলবো। তবে হ্যাঁ, ঝাঁটাও ভুলে যাবো করবীকে যদি পাইয়ে দাও। [সভয়ে প্রস্থান।

গণেশ। এ তো ভালো কথা নয় গিন্নী! জাফর খাঁ, কাসেম আলী, এরাই আমার আশা-ভরসা। তাদের তুমি অপমান করলে?

গিরিবালা। এইবার তোমার পালা!

কংকাবতী। মা!

গিরিবালা। অবাক হচ্ছিস্? হিন্দুর ঘরের বৌ হ'য়ে স্বামীকে করছি কটূক্তি। কিন্তু কি করবো? আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে!

এই যে দেখছিস্, এ আমার শ্বশুরকুলের কলংক, হিন্দু-সমাজের অভিশাপ, আমার চরম লজ্জা। নইলে ধর্ম-কর্ম সব ভুলে গিয়ে একটা বিধর্মী লম্পটের পদসেবা করবে কেন? ঘরের মেয়েকে পরের হাতে তুলে দিতে এতো লালায়িত কেন?

গণেশ। বড় বেশী বেড়ে উঠেছো, না? সহ্যের সীমা আমার ছাড়িয়ে গেছে। সতু নেই। তাই তোমার অনেক অবাধ্যতা হজম ক'রে এসেছি। কিন্তু আর নয়। আমার উদ্দেশ্য-পথে যে কাঁটা হ'য়ে দাঁড়াবে, আমি তাকে নির্মম হাতে উপড়ে ফেলবো।

গিরিবালা। আমিও সহ্য করবো না জাতির প্রতি, সমাজের প্রতি, তোমার এই অত্যাচার। সহ্য করবো না মেয়ে হ'য়ে মেয়েদের এই লাঞ্ছনা।

গণেশ। পরের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে যাদের জন্ম, তাদের মুখে এ আস্ফালন শোভা পায় না। জাফর খাঁর বিবি হওয়া কংকার বিধিলিপি। শিবেরও সাধ্য নেই তা খণ্ডন করে। তোমাকেই যদি জোর ক'রে মুসলমান করা হয়, কি করতে পারো তুমি?

গিরিবালা। কি কর্‌তে পারি? শোননি পুরাণের কথা? তোমাদের মতো অসুরদের ধ্বংস কর্‌তে মাকে নেমে আস্‌তে হয়েছিল এই পৃথিবীর মাটীতে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি নিয়ে। নিজের গলা কেটে নিজের রক্ত পান ক'রে থেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়েছিলেন তিনি। আমিও তাই করে চিবিয়ে করবো। নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো খাবো। সাবধান!

[কংকাবতীর হাত ধরিয়া দ্রুত প্রস্থান।

গণেশ। নাঃ, শেষে গিন্নীই আমাকে ডোবাবে। প্রতি পদে বাধা দিচ্ছে। নইলে কংকা এতোদিন জাফরউল্লার বিবি হ'য়ে পুরনো হ'য়ে

যেতো, স্বকীর্তিরায়ের অন্তরাত্মা হাহাকারে ডুক্‌রে কেঁদে উঠতো, আর গণেশনারায়ণের বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতো প্রাণখোলা তৃপ্তির হাসি—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থলের একাংশ।

যুদ্ধরত রণদেব ও আমীর খাঁর প্রবেশ।

আমীর। তোমার পা টল্‌ছে, হাত কাঁপছে—শক্ত হাতে তরবারি ধরো কুমার! নতুবা এখনই নিভে যাবে তোমার জীবনের সব আলো!

রণদেব। যাক, ক্ষতি কি? রণে মৃত্যুই ক্ষত্রিয়ের কাম্য। তোমার মতো হীন বিশ্বাসঘাতকের ঔদ্ধত্য আর আমি সইতে পারছি না।

আমীর। বিশ্বাসঘাতক? কার জন্য আমীর খাঁ আজ বিশ্বাস-ঘাতক? কে শিথিল ক'রে দিয়েছেন তার বিশ্বাসের ভিত্তিমূল? তিনি আর কেউ নন, তোমারই পিতা—রাজা স্বকীর্তিরায়। না-না, কথা নয়। প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ! ওই পাঠানবীর আক্রাম খাঁর অতৃপ্ত আত্মা কাতরকণ্ঠে মিনতি করছে শত্রুর তাজা রক্তে তার তৃষ্ণা মিটিয়ে দিতে।

রণদেব। কতো রক্ত তোমার চাই আমীর খাঁ? চাঁদের

মতো নির্মল, আকাশের মতো উদার মাধব ঠাকুরকে তুমি হত্যা করেছো। শতো শতো হিন্দু বীর একে একে তোমার উন্মুক্ত অসি-ফলকে প্রাণ দিয়েছে। এতেও কি তোমার রক্ত-পিপাসা মিট্‌লো না ?

আমীর। না, এখনও বাকী আছে। তুমি আছ, জয়দেব আছে, আর আছেন রাজা সুকীর্তিরায়। সবাইকেই প্রাণ দিতে হবে এই আমীর খাঁর অসি-ফলকে। নাও—ধরো অস্ত্র।

রণদেব। বেশ, তবে তাই হোক। জেগে উঠুক দিকে দিকে তোমার নামে সহস্র ধিক্কার। মসীলিপ্ত হোক তোমার নাম ইতিহাসের পাতায়। প্রভুবংশ-ধ্বংসকারী, বিশ্বাসঘাতক ব'লে ঘৃণায় ভরে উঠুক বাংলার আকাশ-বাতাস।

[উভয়ের যুদ্ধ, আমীর খাঁ রণদেবের বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিল।]

রণদেব। আঃ—

আমীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—

রণদেব। ওঃ,—হ'লো না, হ'লো না। কংকা, করবী—তোরা তোদের শক্তিহীন দাদাকে ক্ষমা করিস্। পিতা! তোমার অধম সন্তানকে মার্জনা ক'রো। পারলাম না তোমার দেওয়া অস্ত্রের মর্যাদা রাখতে। উঃ, মাগো! অভাগিনী মা আমার! ভুলে যেও তোমার ভাগ্যহীন রণদেবকে। বিদায় জন্মভূমি, বিদায়—বিদায়—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

আমীর। একি করলাম! রণদেবকে হত্যা কর্‌লাম? রণদেব—রণদেব! না-না, প্রতিহিংসা—এ পাঠানের প্রতিহিংসা! চাই সুকীর্তি-রায়ের ধ্বংস! নির্মম হাতে খুলে নিয়েছি তাঁর বুকের পাঁজরা। বাকী শুধু রাজা সুকীর্তিরায় আর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জয়দেব।

সশস্ত্র জয়দেবের প্রবেশ।

জয়দেব। জয়দেব তোমার সম্মুখে, বিশ্বাসঘাতক!

আমীর। চুপ! কে বিশ্বাসঘাতক? আমি—না, তোর বিবেক-হীন পিতা সুকীর্তিরায়?

জয়দেব। বিবেকহীন নিশ্চয়ই। তা না হ'লে তোমার মতো কালসাপকে দুধ-কলা দিয়ে পুষেছিলেন কেন? কেন তোমায় এতো বিশ্বাস করেছিলেন?

আমীর। বটে! কালসাপ? দেখ্ তবে, কি তীব্র বিষ এই কালসাপের দংশনে। আর শিশু-বৃদ্ধের বিচার নেই। সুকীর্তিরায়ের আপনজন মাত্রেই আমার বধ্য।

জয়দেব। তবে তাই হোক্ কাপুরুষ! [উভয়ের যুদ্ধ, জয়দেবের অসি হস্তচ্যুত হইল। আমীর খাঁ তাহার বক্ষের উপর বসিয়া তরবারি উদ্যত করিল] ওঃ, মা—মাগো—

দীনবেশে আসানউল্লার প্রবেশ।

আসান। কার—কার ঐ আর্তনাদ? কে—কে ওখানে?

আমীর। আমি—আমীর খাঁ।

আসান। কার বক্ষ লক্ষ্য ক'রে তুলে ধরেছো তোমার ঐ শাণিত তরবারি? কে এই শিশু?

আমীর। রাজা সুকীর্তিরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র জয়দেব।

জয়দেব। না-না, দেরী ক'রো না। দাদাকে যেখানে পাঠিয়েছো, আমাকেও সেখানে পাঠিয়ে দাও আমীর খাঁ।

আমীর। হ্যাঁ, তাই দেবো। [তরবারি উত্তোলন]

আসান। আমীর খাঁ! [তরবারি ধরিয়া] চমৎকার! তুমি না পাঠানবীর! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! বীর ব'লে না তোমার এতো অহংকার!

[আসানউল্লা জয়দেবকে কাছে টানিয়া লইল]

আমীর। পীরসাহেব!

আসান। সেদিন না তুমিই আমাকে শুনিয়ে এসেছিলে প্রভু-ভক্তির মহিমা? তুমিই না সেদিন গেয়েছিলে বীরধর্মের জয়গান? ছিঃ-ছিঃ!

আমীর। আমার সে ভক্তির সৌধ ভেঙে ধুলোর সাথে মিশে গেছে পীরসাহেব। রাজা স্বকীর্তিরায়ের হৃদয়হীন ব্যবহারে আর মর্মান্তিক শঠতায় আজ আমি উন্মাদ।

জয়দেব। মিথ্যাকথা—সব মিথ্যাকথা।

আসান। এ যে ভাবতেও মাথা হেঁট হ'য়ে আসে আমীর খাঁ। স্বকীর্তিরায় যে তোমাকে শুধু পুত্রাধিক স্নেহ করতেন তা নয়, বিশ্বাস ক'রে নির্ভরও করতেন ততোধিক। আর তুমি সেই পবিত্র বিশ্বাসের অমর্যাদা ক'রে একে একে নিভিয়ে দিচ্ছো তাঁর বংশের প্রদীপগুলিকে? বাঃ চমৎকার! এতো ভংগুর তোমার প্রভুভক্তির ভিত্তি যা শত্রুর সামান্য ষড়যন্ত্রে তাসের ঘরের মতো ধূলিস্যাৎ হ'য়ে যায়?

আমীর। শত্রুর ষড়যন্ত্র? এ আপনি কি বলছেন পীরসাহেব? আমি যে স্বচক্ষে দেখে এসেছি মন্দিরপ্রাঙ্গণে আক্রাম খাঁর মুণ্ডহীন দেহ—তার তপ্তশোণিতে সাঁতার খেলছে!

আসান। ধিক্ তোমাকে! মুহূর্তের জন্যও কি তোমার মনে জাগলো না যে মহানুভব রাজা স্বকীর্তিরায় এ কাজ করতে পারেন কি না? একবারও কি ভেবে দেখলে না—হিন্দুর পূজারী মুসলমানকে

বলি দিয়ে তাঁর দেবতার পূজা করতে পারেন কি না? ভাবলে না একবারও—এর মূলে কোন গূঢ় রহস্য আছে কি না? যদি থাকে তবে কে তার নায়ক, তাও ভাবলে না তুমি?

আমীর। তবে কি আমি প্রতারিত? আমি—আমি—

আসান। কি হবে আর সেকথা ভেবে? সব তো শেষ ক'রে দিয়েছো। ঐ দেখো—সূর্য যার মুখ দেখতো না, পুত্র-কন্যা হারিয়ে উন্মাদিনী মহারাণী রণস্থলের চতুর্দিকে হাহাকার ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছেন। ঐ দেখো—শোকে-দুঃখে মর্মজ্বালায় অসহায় রাজা সুকীর্তিরায় নির্বাক—হতভম্ব। শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর দেবতার কাছে নালিশ জানাচ্ছেন: এ কি করলে দয়াময়! এ কি করলে তুমি—

জয়দেব। ওঃ! মা মাগো·

আমীর। পীরসাহেব! [আসানউল্লার পদতলে বসিয়া] পীরসাহেব, আমাকে রক্ষা করুন। আমি প্রতারিত। ও-হো-হো, কি করেছি—কি করেছি আমি—

আসান। বড় দেরী হ'য়ে গেল আমীর খাঁ! তবু চেষ্টা ক'রে দেখো রাজবংশের শেষ সম্বল এই শিশুর প্রাণ রক্ষা করতে পারো কি না। চেষ্টা ক'রে দেখো জাফরউল্লার দুরাশার মূলোচ্ছেদ ক'রে কংকাবতীকে রাজা-রাণীর কোলে ফিরিয়ে দিতে পারো কি না। অনুতাপের অশ্রুজলে তাঁর পা ধুইয়ে দিয়ে শান্তির প্রলেপ দিতে পারো কি না, তাও চেষ্টা ক'রো আমীর খাঁ।

আমীর। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি তাই করবো। একে আমি মরতে দেবো না। জাফরউল্লার কবল থেকে রাজকুমারীকে উদ্ধার ক'রে রাজা-রাণীর হাতে তুলে দেবো। তারপর এই পাপ-দেহটাকে খণ্ড

খণ্ড ক'রে প্রভুর পায়ে উপহার দেবো। প্রায়শ্চিত্ত করবো আমার মহাপাপের। [জয়দেবকে ধরিল]

আসান। যাক, একদিকে নিশ্চিন্ত। কিন্তু ঐ আবার জাফরের সৈন্যদল বিজয়-উল্লাসে রাজার শিবিরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ওদের বাধা দিতে হবে। ওদের ফেরাতে হ'বে। রক্ষা করতে হবে রাজা-রাণীর অমূল্য জীবন।

[দ্রুত প্রস্থান।

আমীর। চল্, চল্—ওরে আমার বিড়ম্বিত প্রভুর শেষ সম্বল,—তোকে আমি মরতে দেবো না। বুকের রক্ত ঢেলে তোকে আমি বাঁচিয়ে তুলবো। ওঃ, কি করেছি, কি করেছি আমি! শত্রুর কুহকজালে জড়িয়ে নিজের মাথায় বজ্রাঘাত করেছি! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও পাঠান ভাইসব! অস্ত্র সম্বরণ করো। রাজা সুকীর্তিরায় আমাদের শত্রু নন—আমাদের শত্রু জাফরউল্লা খাঁ।

কাসেমআলি ও জাফরউল্লার প্রবেশ।

কাসেম। কিন্তু আমীর খাঁ আমাদের দোস্ত্ [সহসা ছুরিকাঘাত করিল]

আমীর। আঃ—[আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল]

জাফর। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আমীর। আঃ—খোদা, তোমার কি সূক্ষ্ম বিচার! ভালোই হয়েছে। জাফর খাঁ, তোমার চক্রান্তের শিকার হ'য়ে অন্নদাতা প্রভুর সংগে করেছি বেইমানি, চরম সর্বনাশ করেছি তাঁর, এই তার ন্যায্য পুরস্কার। এ যে হ'তেই হবে। নইলে আমার প্রিয় শিষ্য, ছোট-ভাই কনকরায়ের অন্তর-মথিত ধ্বনি মিথ্যা হ'য়ে যেতো! আঃ—

জাফর। কেমন পাঠানবীর, জাফরউল্লাকে হত্যা ক'রে সুকীর্তি-রায়কে রক্ষা করবে না? ফিরিয়ে দেবে না কংকাবতীকে? [অস্ত্রাঘাত]

আমীর। আঃ—

জাফর। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আমীর। জাফর খাঁ! আমার কোন নালিশ নেই। এ আমার উচিৎ প্রাপ্য। তবু আমার অন্তিম অনুরোধ, এই সংজ্ঞাহীন শিশুকে হত্যা ক'রো না। আঃ! ওই—ওই—চারিদিক থেকে দোজাকের ঘন অন্ধকার নেমে আসছে! চোখের তারায় বন্-বন্ ক'রে ঘুরছে তার বীভৎস রূপ। আমি আর সহ্য করতে পারছি না—আমি আর সহ্য করতে পারছি না! [টলিতে টলিতে প্রস্থান।

কাসেম। [জয়দেবকে দেখাইয়া] ছোটমিঞা, এটার ব্যবস্থা কি হবে?

জাফর। তুলে নিয়ে যাও। হত্যা ক'রো না। যদি বেঁচে যায়—কলমা পড়িয়ে মুসলমান ক'রে দেবো।

কাসেম। এসো বাছাধন, বোনাই-বাড়ী যাবে এসো।

[জয়দেবকে লইয়া প্রস্থান।

জাফর। আর দেরী নয়। ভাইসাহেব যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাওয়া করেছে তাতে আর বেশীদিন যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হ'য়ে পড়্বে। আজই যুদ্ধ খতম করবো। মকররায় আমার হাতের মুঠোয়। বাকী শুধু রাজা সুকীর্তিরায়।

মকররায়ের প্রবেশ।

মকর। খাঁ-সাহেব—খাঁ-সাহেব!

জাফর। এই যে মকররায়। সব তো শেষ হ'য়ে গেল—কলমাটা এবার প'ড়ে নাও।

মকর। খাঁ-সাহেব!

জাফর। কি—রাজত্ব করবার স্বপ্ন দেখছো?

মকর। সুবর্ণ সুযোগ, মাত্র কয়েক শত সৈন্য সাহায্য পেলে অনায়াসে আমি সিংহাসন দখল করতে পারি।

জাফর। তারপর শক্তিসঞ্চায় ক'রে মুসলমানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে, কি বলো?

মকর। ঈশ্বরের দোহাই, কোনদিন তোমার অবাধ্য হবো না।

জাফর। যাতে তা না হও তার জন্য তোমাকে আর হিন্দুসমাজে ফিরে যেতে দেবো না।

মকর। এ তুমি কি বলছো খাঁ-সাহেব? তোমার জন্য সবাইকে ত্যাগ ক'রে—

জাফর। মিথ্যাকথা। আমার জন্য নয়, শুধু ঐ সিংহাসনের আশায়। যে সিংহাসনের লোভে তুমি পিতৃতুল্য প্রতিপালক সুকীর্তিরায়, ভাই, বন্ধু, এমন কি স্বজাতি পর্যন্ত ত্যাগ করেছো—সেই সিংহাসন তো তোমাকে দিতে পারি না। প্রয়োজনে একদিন আমাদেরও ত্যাগ করতে তোমার একটুকু সংকোচ বোধ হবে না।

মকর। খাঁ-সাহেব! খাঁ-সাহেব! সব ত্যাগ ক'রে এতোদিন যে তোমাদের সাহায্য ক'রে এসেছি, চোখের সামনে সোদর-প্রতিম ভাইদের নির্মম হত্যা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি, এই কি তার ফল? এই কি বন্ধুত্বের পরিণাম?

জাফর। বন্ধু ব'লেই তো তোমাকে আরও আপন ক'রে রাখতে চাই। স্বজাতির মর্যাদা দিয়ে ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ ক'রে

হৃষ্টমনে কংকা-করবীকে আমার হাতে তুলে দাও, আত্মীয়ের সম্মান দেবো; চাই কি, একটা মনসবদারীও জুটতে পারে।

মকর। বিশ্বাসঘাতক! শয়তান! এর যোগ্য প্রতিফল তুমিও পাবে। [প্রস্থানোদ্যত]

জাফর। [বাধা দিয়া] ধীরে—কুমারসাহেব, ধীরে—

মকর। ভণ্ড! প্রবঞ্চক! শয়তান!

জাফর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি করেছো শয়তানি তোমার অন্নদাতা প্রতিপালক জ্যাঠামশাইয়ের সংগে, নিজের বংশের সংগে—আর আমি করেছি একটা বেইমান শঠের সংগে। বলো তো মকররায়, কে বেশী অপরাধী? তুমি—না, আমি?

মকর। এতো দূর? মনে রেখো জাফরউল্লা, কু-সন্তান হ'লেও আমি বাসন্তীনগরের মহান রাজবংশধর মহারাজ সুকীর্তিরায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। তোমার কৃতঘ্নতার প্রায়শ্চিত্ত করো বেইমান। [আক্রমণ]

জাফর। মহান রাজবংশধর! হাঃ-হাঃ-হাঃ! এসো—[উভয়ের যুদ্ধ, জাফরউল্লা মকরের বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিল]

মকর। আঃ—

জাফর। যাও, তোমার মতো বেইমানকে বাঁচিয়ে রেখে জাফরউল্লা তার ভবিষ্যতকে বিপদাপন্ন করতে পারবে না। যাও এখন—মৃত্যুর অন্ধকারে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সিংহাসনের স্বপ্ন দেখগে যাও।

মকর। আঃ। মহারাজ, কংকা, করবী, ক্ষমা—ক্ষ-মা—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

জাফর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বাকী এখন সুকীর্তিরায়। ও তো

ম'রেই আছে। একটা ফুৎকারে উড়ে যাবে। আজই তাকে হত্যা কর্‌বো। যুদ্ধ খতম ক'রে কংকাবতীকে পাশে নিয়ে বাসন্তী-নগরের সিংহাসনে বস্‌বো, আর ঘোষণা করে দেবো—আজ হ'তে বাসন্তীনগরের একচ্ছত্র অধিপতি নবাব জাফরউল্লা খাঁ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

—

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থলের অপরাংশ।

যুদ্ধের সাজে করবীর প্রবেশ।

করবী। যুদ্ধ, যুদ্ধ! চারিদিকে যুদ্ধের বিভীষিকা! শবের উপর শব! আর্তের চিৎকার! ওঃ, কী ভীষণ! ঐ ধ্বংস-যজ্ঞের মাঝে কনকদা যেন পাগল মহেশ্বরের মতো একাই সহস্র হ'য়ে তাণ্ডবে মেতে উঠেছে। কেমন ক'রে তাকে রক্ষা কর্‌বো? হায় অদৃষ্ট! তিন তিনটি ভাই প্রাণ হারালো, অজস্র সৈনিক মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়লো। কার জন্য? এই ভাগ্যহীনা দুটি নারীর জন্য। ভুল—ভুল, নারী হ'য়ে জন্মানোই ভুল।

ক্ষত-বিক্ষত কনকরায়ের প্রবেশ।

কনক। করবী—করবী!

করবী। কনকদা!

কনক। যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে। জুনা খাঁর সৈন্যরা পিছু হ'টে চরডাঙায় আশ্রয় নিয়েছে। এখনই ওদের আক্রমণ করতে হবে।

করবী। তুমি যে আহত, সারা অংগে রক্ত ঝরছে, এ অবস্থায় তুমি—

কনক। বাইরের আঘাতটা দেখেই চমকে উঠলে করবী! অন্তরের আঘাতটা যদি দেখাতে পারতাম, তাহ'লে বুঝতে—তার তুলনায় এ আঘাত কতো তুচ্ছ।

করবী। কনকদা! [কাঁদিয়া ফেলিল]।

কনক। এ কি! চোখে জল? ছিঃ করবী, তুমি না কনক-রায়ের মন্ত্রশিষ্যা? তোমার এ রূপ তো আমি চাইনি। আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি শাণিত তরবারি—শিখিয়েছি যুদ্ধের কৌশল। ভুলে যেও না করবী, আমার মানসী প্রতিমা কংকাবতী এখনও বিধর্মীর কবলে। তোমার তো কাঁদবার কথা নয়।

করবী। তবু আমি নারী, তোমার এই [illegible], নিজের জীবনের উপর অবহেলা, [illegible] যে আর আমি সইতে পারছি না কনকদা!

কনক। এ কি, তোমার কণ্ঠে আজ অন্য সুর ধ্বনিত হ'চ্ছে কেন করবী? তুমি না কংকার আবাল্যের সহচরী, তার সুখ-দুঃখের সাথী? প্রাণের চেয়েও তাকে না তুমি ভালোবাসতে?

করবী। আজও বাসি। (বলতে লজ্জা নেই—তোমাকেও যে আমি সমভাবে ভালোবাসি। মনে-প্রাণে। তাই চেয়েছিলাম তোমরা দু'জনে মিলে রচনা করবে সুখ-স্বর্গ। আমি হবো পরিতৃপ্ত। এই আমার ভালোবাসার কামনা। ভাবছো কি? আমার ভালোবাসায়

যেমন খাদ নেই, তেমনি নিজের জন্য নেই কোন কামনা।) ভালো-বাসি ব'লেই তো তোমাদের ভালোবাসাকে সার্থক ক'রে তুলতে চাই—তোমাকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিতে পারি না।

কনক। তুমি আমাকে ভালোবাসো করবী?

করবী। হ্যাঁ, কামনা-বাসনা না রেখে।

কনক। আমার জন্য যদি জীবন দিতে হয়?

করবী। সে তো দিয়েই রেখেছি কনকদা।

কনক। কথার কথা নয়, কংকা আমার ধর্মপত্নী। তাকে উদ্ধার করা আমার ধর্ম। এ যুদ্ধ আমার ধর্মযুদ্ধ। প্রণয়-সংগিনী হওয়ার বাসনা যদি না থাকে, আমার ধর্ম-সংগিনী হও করবী। ঈশ্বর তোমাকে সুখী করবেন।

করবী। আদেশ করো।

কনক। মহারাজ সুকীর্তিরায়ের শিবির এখনও শত্রু-বেষ্টিত। সর্দারের লেঠেলরা সব এগিয়ে গেছে। তুমিও তোমার সৈন্যদের নিয়ে ওদের সাহায্য করো। সর্দারের সংগে দেখা ক'রেই ছুটতে হবে আমাকে উল্কার মতো। আমাদের শেষ লক্ষ্য—ঐ ডাকাতের চর।

[করবীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

উদ্ভ্রান্ত সুকীর্তিরায়ের প্রবেশ।

সুকীর্তি। যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ! পুত্রগণ সব মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়েছে; সৈন্য, সেনাপতি সব রণশয্যায় ঘুমুচ্ছে। তবু আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। একমাত্র মেয়ে কংকা বিধর্মী মুসলমানের কবলে। বংশমর্যাদা, জাতির সম্মান—ধূলোর সাথে মিশে গেছে। শিবিরে উন্মাদিনী রাণী

শত্রু-বেষ্টিত, তাকে উদ্ধার করতে হবে। একমাত্র সান্ত্বনা—পিতৃমাতৃহীন স্নেহের করবী কনকের আশ্রয়ে।

[নেপথ্যে: জয়—মহারাজ সুকীর্তিরায়ের জয়!]

কিন্তু একি, হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্রে জাফর খাঁর সৈন্যরা পিছু হ'টে গেল, আমার হীনবল হতোদ্যম সৈন্যদের মাঝে জয়োল্লাস! না-না, জয়-পরাজয়ে আমার প্রয়োজন নেই—প্রাণধারণেরও প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ চাই শত্রুর ধ্বংসসাধন। [প্রস্থানোদ্যত]

জগু সর্দারের প্রবেশ।

জগু। না-না, শুধু যুদ্ধে জিত্‌লে হবে না। মেয়ে চাই, মেয়ে আমার চাই-ই। নইলে জামাই হবে বিবাগী, আমি হবো পাপের ভাগী। একি, কে তুমি? আমার মেয়ে কোথায়?

সুকীর্তি। আমারও তো ঐ একই প্রশ্ন। কিন্তু আর সে প্রয়োজন নেই। সে আশা আমি করি না। বর্তমানে শুধু-এক পথ—যুদ্ধ, আর মৃত্যু।

জগু। ও কথায় আর ভুলছি না। কত ব্যাটার মাথা ফাটিয়ে দু'ফাঁক ক'রে দিলাম, কেউ পারলে না আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে। ভালো কথায় বল্‌ছি, মেয়েকে বার করো; মানুষের মাথা ভাঙতে আর প্রবৃত্তি নেই।

সুকীর্তি। তোমারও মেয়ে হারিয়েছে বুঝি?

জগু। হারানো-টারানো নয়, চুরি করেছে। শয়তানের বাচ্চা জুনা খাঁ আমার মেয়েটাকে চুরি করেছে।

সুকীর্তি। বেশ হয়েছে। এসো বন্ধু, এসো—একবার গলা ধরাধরি ক'রে দু'জনে চোখের জল ঢেলে আর একটা ধারাবতীর স্রোত বইয়ে

দিই। দেখি তার উত্তাল তরংগে জুনা খাঁর পাপ-দেহটা তৃণের মতো ভেসে যায় কি না।

জগু। কি বল্‌ছো তুমি পাগলের মতন?

সুকীর্তি। এখনও পুরোপুরি হইনি? তাহ'লে যে লোকে আমাকে উপহাস করবে—নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ব'লে ব্যাংগ করবে! তুমি বুঝতে পারছো না—তুমি বোধ হয় এখনও পুত্রশোক পাওনি, তাই বুঝতে পারছো না বন্ধু—আমি পাগল—বদ্ধ পাগল!

জগু। কে বলেছে আমি পুত্রশোক পাইনি? অতীতের স্মৃতি অতীতের মাঝেই লুকিয়ে থাক্। আঘাত দিয়ে আর তাকে জাগিয়ে তুলো না।

সুকীর্তি। বাঃ! চমৎকার মিলেছি তো দু'জনে! তুমিও তাহ'লে পুত্রশোকের তীব্র জ্বালা হ'তে অব্যাহতি পাওনি? বাঃ, বেশ মিলে গেছে!

জগু। চিরদিনই কি আমি এমনি ছিলাম? আমারও ছিলো গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ, সোনার প্রতিমা সাধ্বী স্ত্রী, আর ছিলো তিন বছরের একটি ফুটফুটে সুন্দর শিশু। কিন্তু সব আজ নিচিহ্ন, বিশ বছর আগে—

সুকীর্তি। বিশ বছর আগে?

জগু। হঁ্যা, বিশ বছর আগে, এক গোধূলি-সন্ধ্যায় আমার জীবনে নেমে এসেছে রাত্রির চির-অন্ধকার। নিষ্ঠুরা নিয়তি এক আঘাতে আমার সব আশা-আকাংক্ষা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিয়েছে। তাই না আজ নলহাটার সর্বজনমান্য জগদীশ চৌধুরী—

সুকীর্তি। জগদীশ চৌধুরী?

জগু। আজ কুখ্যাত ডাকাত-দলের পাণ্ডা জগু সর্দার।

সুকীর্তি। তুমি—তুমিই সেই নলহাটার জগদীশ চৌধুরী? বলো—বলো, তোমার সেই শিশুর নাম ছিলো কি দুলাল?

জগু। হ্যাঁ—হ্যাঁ। তার মায়ের দেওয়া বড় আদরের নাম—দুলাল। কিন্তু তুমি—তুমি কি ক'রে জানলে?

সুকীর্তি। তোমার দুলাল তোমাকে ছেড়ে যায়নি।

জগু। কি বলছো তুমি উন্মাদের মতো?

সুকীর্তি। ঠিকই বলছি জগদীশ চৌধুরী—এতোটুকুও মিথ্যা নয়। তোমার দুলাল মরেনি, সে বেঁচে আছে।

জগু। এ তুমি কি বল্‌ছো? আমার দুলাল জীবিত?

সুকীর্তি। হ্যাঁ, জীবিত।

জগু। কৈ—কোথায় আমার দুলাল?

সুকীর্তি। হারিয়ে ফেলেছি বন্ধু, অবহেলায় হারিয়ে ফেলেছি।

জগু। কে—কে তুমি?

সুকীর্তি। আমি ভাগ্যহীন রাজা সুকীর্তিরায়।

জগু। রাজা সুকীর্তিরায়! কংকা মা'র বাবা?

সুকীর্তি। কংকা! কে কংকা?

জগু। ও-হো-হো! রাজা! রাজা! তোমার মেয়ে কংকাবতীই আমার ধর্ম-মেয়ে। কুড়িয়ে পেয়েছিলাম নদীর চড়ায় সংগাহীন অবস্থায়। 'মেয়ে' বলে বড় ভরসা দিয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। শয়তান কাপালিক কালিকানন্দ আর লম্পট জাফর খাঁ আমার মাথায় বজ্রাঘাত করেছে। আমার শুধু এই দুঃখ—এই লজ্জা যে, মেয়েটা জেনে গেল, আমি অবিশ্বাসী।

সুকীর্তি। ব'লো না—ব'লো না আর; এখনই বুঝি বুকটা ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবে।

জগু। জামাইটার মুখের দিকে চাইতে পারি না। সোনার বর্ণ কালি হ'য়ে গেছে। মেয়েটার জন্য পাগল! ক্ষত-বিক্ষত সারা দেহে রক্ত ঝরছে—তবু যুদ্ধক্ষেত্রটা তোলপাড় ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে।

সুকীর্তি। কে—কে তোমার জামাই?

কনকের পুনঃ প্রবেশ।

কনক। সর্দার—সর্দার! তুমি এখানে? আর আমি—

সুকীর্তি। কনক—কনক—

জগু। এই—এই আমার জামাই। কংকা মা'র স্বামী।

কনক। মহারাজ!

সুকীর্তি। পেয়েছি—পেয়েছি বন্ধু। জামাই নয়,—জামাই নয়, এই-ই তোমার বিশ বছর পূর্বে হারিয়ে-যাওয়া পুত্র—দুলাল। নাও—নাও বন্ধু, তোমার স্নেহ-বুভুক্ষু পিতৃ-হৃদয়টাকে শীতল ক'রে নাও।

জগু। মহারাজ, এই-ই আমার দুলাল?

কনক। [একবার সুকীর্তিরায় ও একবার জগুর দিকে তাকাইল] মহারাজ—বাবা!

জগু। দুলাল—আমার দুলাল! ওরে আমার হারিয়ে-যাওয়া মাণিক, আয়—আয়—আমার বুকে আয়। শূন্য হৃদয়টা স্নেহ-নদীর ভরা বানে ডেকে উঠুক! [দুইজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইল]

সুকীর্তি। বাঃ! ঈশ্বর, কি বিচিত্র তোমার লীলা! দু'দিন আগেও এই বুকখানা ছিল পুত্রগর্বে ভরপূর। আর আজ? আজ আমি পুত্রহীন। আর বিশ বছর ধ'রে যে নিজেকে জেনে এসেছে পুত্রহীন ব'লে, তার বুকখানা আজ তুমি শীতল করিয়ে দিলে আনন্দ-তৃপ্তির সহস্র ধারায়!

জগু। রাজা!

কনক। না-না, মহারাজ, পুত্রহীন আপনি নন, কনক যে এখনও বেঁচে আছে।

উন্মাদিনী ইন্দুমতীকে ধরিয়া করবীর প্রবেশ।

ইন্দুমতী। ছাড়্—ছাড়্, তোরা সবাই আমার শত্রু! কই, কোথায় লম্পট জুনা খাঁ? কোথায় বংশের কলংক মকররায়? আমি একটা একটা ক'রে ধরবো আর টুকরো টুকরো ক'রে কেটে চন্দনার জলে ভাসিয়ে দেবো! তারপর সেই মহাশ্মশানের মাঝে দাঁড়িয়ে নিজের গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়ে নিজের রক্ত নিজেই পান করবো আকণ্ঠ।

সুকীর্তি। রাণী! রাণী!

ইন্দুমতী। রাণী? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

জগু। আহা-হা!

করবী। জ্যাঠাইমা!

কনক। মা!

ইন্দুমতী। মা? না-না, ও-নামে ডাকবার মতো আজ আর আমার কেউ নেই। হ্যাঁ, একটা বোধ হয় এখনও আছে। পারিস, পারিস তার মৃত্যু-সংবাদটা আমাকে এনে দিতে? না হয়, একবার শুধু আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্। আমিই তাকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলাম, আবার আমিই তার জীবন-প্রদীপ নিভিয়ে দেবো।

কনক। বাবা, তুমি মহারাজ আর মহারাণীর শুশ্রূষার ব্যবস্থা করো। আমি চল্‌লাম জুনা খাঁর সংগে মোকাবিলা কর্‌তে। করবী, তুমি বরং বাবাকে সাহায্য করো।

করবী। আমি তোমার সংগে যেতে চাই কনকদা।

সুকীর্তি। করবী, মা আমার—

করবী। জ্যেঠামশাই, চিরদিন দিদির সাথে ফিরেছি—কোন্ মুখে আজ একা তোমাদের সামনে দাঁড়াবো বল্‌তে পারো? তাই আমিও যাবো দিদির উদ্ধারে কনকদাকে সাহায্য করতে।

জগু। আর দেরী করা ঠিক নয় বাবা। রাজরাণীকে নিরাপদে রাখবার ব্যবস্থা ক'রে, যত শীগগির পারি আমিও যাচ্ছি। কোন ভয় নেই। শয়তান জাফর খাঁকে বন্দী বা হত্যা ক'রে মাকে আমার উদ্ধার করা চাই। এ-ই আমার আদেশ।

কনক। মাথায় রাখলাম তোমার আদেশ। বিদায় মহারাজ! জীবনের বিনিময়েও আমি যেন ফিরিয়ে আনতে পারি আপনার কংকাবতীকে।

[উভয়কে প্রণাম করিয়া কবরীসহ প্রস্থান।

ইন্দুমতী। কংকা—কংকাবতী! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

জগু। আসুন মহারাজ! মহারাণীর বিশ্রামের প্রয়োজন।

সুকীর্তি। রাণী!

ইন্দুমতী। কোথায় যাবো? কেউ নেই। বুকের এই জ্বালা, এই দারুণ পিপাসা মিটিয়ে দেবার আজ আর আমার কেউ নেই। সব যাবে, একে একে মিলিয়ে যাবে ঐ অসীম আকাশে। জ্বল্‌বে শুধু এখানে অহর্নিশ রাবণের চিতা। কে ছিটিয়ে দেবে শান্তির বারি—তুমি? তুমি সুরধনী, চিরচঞ্চলা চন্দনা?

সুকীর্তি। রাণী!

জগু। মহারাণী!

ইন্দুমতী। ঐ তো জলে-মাটীতে-শূন্যে পিশাচ-দলের তাণ্ডব-নৃত্য; বাঃ, কি সুন্দর! ওই—ওই শোনো, কালের মুহুর্মুহু মন-মাতানো

অট্টহাসি। আমি যাবো, আমি যাবো, তাথৈ তাথৈ তালে মাতিয়ে তুলবো জগতটাকে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[দ্রুত প্রস্থান।

সুকীর্তি। মহারাণী—মহারাণী—[প্রস্থানোদ্যত]

জগু। মহারাজ!

সুকীর্তি। বাধা দিও না—বাধা দিও না সর্দার। ও যে আমার সর্বহারা রাজলক্ষ্মী। দুঃখে, শোকে, হতাশায় আজ উন্মাদিনী। আমি ছাড়া ওর পাশে দাঁড়াতে আজ আর কেউ নেই। এই মুহূর্তে অন্ততঃ আমাকে স্বামীর কর্তব্য পালন করতে দাও ভাই।

জগু। তা কি হয়? আমি জগু সর্দার। তোমার মেয়ে আমার ছেলের বৌ। তোমাদের সুখ-দুঃখে আমি সমান অংশীদার। আমি যাবো, যেমন ক'রে পারি মহারাণীকে ফিরিয়ে আনবো। দুঃখ-কষ্টের বোঝা আমি মাথায় ব'য়ে বেড়াবো। তুমি আমাদের রাজা, তোমাকে রাখবো শোক-তাপের অনেক উপরে—মাথার মণি ক'রে।

[দ্রুত প্রস্থান।

সুকীর্তি। ঐ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে নদীর দিকে, এখুনি হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে। না-না, আমি সুকীর্তিরায়, এমনিভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকবো না। দাঁড়াও—দাঁড়াও মহারাণী, এত নিষ্ঠুর তুমি হ'য়ো না; চিরকাল পাশে পাশে রয়েছ,—আজও তোমায় একা ছেড়ে দেবো না। তেমনি ক'রে আবারও একবার বেঁধে নেবো এই বাহুপাশে। একসংগে ঝাঁপ দিয়ে চন্দনার বুকে জুড়িয়ে নেবো আমাদের দুঃসহ অন্তর্জ্বালা।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

গণেশনারায়ণের বাড়ী : খিড়কিসংলগ্ন দীঘির ঘাট।

[নেপথ্যে দরজায় মুহুর্মুহু আঘাত ও আল্লা আল্লাহো ধ্বনি]

মুসলমানবেশী গণেশনারায়ণের দ্রুত প্রবেশ।

গণেশ। তাই তো, এখানেও নেই, খিড়কীর দরজা খোলা, কোথায় গেলো তবে? যেমন করে হোক, কংকাবতীকে খুঁজে বার করা চাই। কাসেম—কাসেম—

[দ্রুত প্রস্থান।

নেপথ্যে পূর্ববৎ ধ্বনি শোনা গেল, তার মধ্যে কংকাবতীর হাত ধরিয়া কলসী-হস্তে গিরিবালার প্রবেশ।

গিরিবালা। আর দেরী নয়। এই নে কলসী, যেমনটি বলেছি ঠিক তেমনিভাবে এগিয়ে যা। শয়তানের দল হানা দিয়েছে। জোর ক'রে তোকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেবে। ওরে, ধর্ম হারাবার চেয়ে প্রাণ হরোনো অনেক ভালো।

কংকাবতী। মা—

গিরিবালা। ভয় কি, স্বামী ব'লে যাকে জেনেছিস, তার পা দুটো ধ্যান করতে করতে এগিয়ে যা। আমি তোকে আশীর্বাদ করছি, পরজন্মে কনককে তুই স্বামী-রূপে পাবি।

কংকাবতী। বাঁচতে আমি চাই না মা—বাঁচতে আমি চাই না। শুধু একটা অনুরোধ আমার রেখো মা, যদি কোনদিন দেখা হয়, আমার কথা তাঁকে ব'লো। ব'লো—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কংকা তাঁর মুখখানিই ধ্যান ক'রে গেছে। আর আমার অনুরোধ জানিও, করবীকে যেন তিনি 'স্ত্রী' বলে গ্রহণ করেন।

[পুনরায় "আল্লা আল্লাহো" ধ্বনি এবং দরজা ভাঙার শব্দ শোনা গেল।]

গিরিবালা। ওই—ওই সদর দরজা ভেঙেছে, এখনই এসে পড়বে। যা, এগিয়ে যা—আমিও যাচ্ছি—ওরে, আমার কোলেই আবার তুই আশ্রয় পাবি।

কংকাবতী। [গিরিবালাকে প্রণাম করিল এবং কলসী লইল] অনেক অপরাধ করেছি, মেয়ে ব'লে ক্ষমা ক'রো মা! হে আকাশ—হে বাতাস, ওগো নীড়হারা পাখীর দল, এই অভাগিনীর কথা তোমরা বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিও। ক্ষণিকের জন্যেও তারা যেন এই দুঃখিনীর কথা স্মরণ ক'রে দু-ফোঁটা চোখের জল—একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বিদায় সুন্দর পৃথিবী—চির-বিদায়!

[দ্রুত প্রস্থান।

গিরিবালা। ঐ ধাপে ধাপে আমার কংকা নেমে যাচ্ছে। যা মা—যা। তুই যে সতী মায়ের সতী মেয়ে। ঐ দেখ, দেবতারা তোর মাথায় ফুল ছড়িয়ে আশীর্বাদ করছেন। ওই শোন, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তেত্রিশ কোটী দেবতার মুখে শুধু তোর জয়ধ্বনি! ধন্য, ধন্য তুই কংকাবতী!

[চারিদিকে হাহাকারের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল, নেপথ্যে কাসেম কহিল: এই দিকে—এই দিকে কথা শোনা যাচ্ছে।]

মুসলমানবেশী গণেশনারায়ণ ও কাসেম আলীর প্রবেশ।

গণেশ। ছুটে এসো কাসেম, কংকাকে না পেলে ধড়ে মাথা থাকবে না।

গিরিবালা। কংকা? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কাসেম। পাগলামী রাখো বিবি—বার করে দাও ছুঁড়িটাকে। ছোটমিঞা আসছে, মোল্লারা সব তৈরী, এখনই সাদী হবে। ভাবছো কি মিঞা, জল্‌দি করো।

গিরিবালা। [সবিস্ময়ে] মিঞা? এই বেশ তোমার? তুমি কি মুসলমান হয়েছো?

গণেশ। হ্যাঁ, মানে—আমি গাজী হয়েছি, যেমন মান—তেমন প্রতিপত্তি।

গিরিবালা। যাও—দূর হও আমার সামনে থেকে! যার বাপ-ঠাকুরদা সকাল-সন্ধ্যেয় নারায়ণের পায়ে ফুল-জল না দিয়ে জলটুকু মুখে দিতেন না, সে আজ ধর্মত্যাগী মুসলমান? একথা শুনবার আগে কেন আমার মৃত্যু হলো না! কেন আকাশ থেকে মাথায় আমার অষ্ট বজ্র খ'সে পড়ল না!

গণেশ। কাসেম—

কাসেম। ছুটে যাও দোস্ত, ছোটমিঞাকে খবর দাও, নইলে সব ভেস্তে যাবে।

গণেশ। সেই ভালো, তুমি এদিকে সামলাও। ছোটমিঞাকে নিয়ে এখনই ফিরে আসছি। সাবধান—হারামজাদী যেন পালিয়ে না যায়।

[প্রস্থান।

কাসেম। ভাবছ কি বিবি? জল্‌দি বল—কোথায় কংকা, কোথায় সরিয়েছ তাকে?

গিরিবালা। চুপ্—চুপ্ শয়তান!

কাসেম। বটে! বড় বাড় হয়েছে! ভেবেছিস সেদিনের কথা ভুলে গেছি? কংকা করবী চুলোয় যাক, তোকেই জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে নিকে করব। আয়—[গিরিবালাকে ধরিতে অগ্রসর হইল]

করবীসহ কনকের দ্রুত প্রবেশ।

কনক। সাবধান! এক পা-ও এগিও না, তাহলে প্রাণ দিতে হবে লম্পট!

গিরিবালা। কনক—

কনক। মা—

কাসেম। বটে, কোথায় ঢুকেছো জানো? এক হাজার লোক এ-বাড়ী ঘেরাও ক'রে আছে।

কনক। তারা যেখানে গেছে, তুইও সেখানে যা শয়তান! [সহসা কাসেমের বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিল]

কাসেম। আঃ! ছোটমিঞা, কাসেম আলী তোমার চললো—আঃ, ছোটমিঞা—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

গিরিবালা। কনক, বড় দেরী হ'য়ে গেলো বাবা।

কনক। বলো—বলো মা, কংকা কোথায়?

গিরিবালা। ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। ঐ দীঘির অতল তলে তাকে চিরদিনের মতো ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।

করবী। মা—

কনক। কংকা—কংকা নেই?

করবী। দিদি—দিদি গো—[গিরিবালার বুকে মুখ রাখিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল]

গিরিবালা। আমার যে আর সময় নেই। ঐ আমার বড় আদরের কংকা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ও যে বড় দুঃখী মেয়ে, একা একা থাকতে ওর বড় কষ্ট হবে।

করবী। তুমি চুপ কর মা—তুমি চুপ কর।

গিরিবালা। করবী—[করবীর হাত ধরিয়া কনকের হাতে রাখিল] ধরো কনক। কংকার এই শেষ মিনতি। এর মাঝেই খুঁজে নিও তোমার কংকাকে।

কনক। মা—

গিরিবালা। কথা নয়—শোক নয়, কংকার শেষ অনুরোধ। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না বাবা। জীবনের অভিশাপ! তোদের এই শুভ-মিলনের আনন্দটুকু আঁচলে বেঁধে নিয়ে আমি চললাম আমার কংকা-মায়ের কাছে।

[দ্রুত প্রস্থান ও জলে পতনের শব্দ।

করবী। মা—মা—সর্বনাশ! উনি যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—

কনক। বাঃ, চমৎকার! বলতে পারো করবী, আমি হাসবো—না, কাঁদবো?

দ্রুত জাফরউল্লার প্রবেশ।

জাফর। কিছুই করতে হবে না। এই ধারালো অসির নীচে মাথা বাড়িয়ে দাও।

কনক। স্তব্ধ হও লম্পট! তোর শয়তানীর ফলেই স্বর্গের পারিজাত কংকা আমার অকালে ঝ'রে গেলো কালের কবলে। তোর গায়ের চামড়া খুলে কুকুর দিয়ে খাওয়ালেও এর যোগ্য শাস্তি হয় না।

করবী। শত্রুকে বাঁচিয়ে রেখো না কনকদা—ওকে হত্যা করো—নির্মমভাবে হত্যা করো।

জাফর। বাঃ! বাঃ রে আসমানের চিড়িয়া, বহুৎ খুবসুরৎ!

কনক। অস্ত্র ধর্ লম্পট! তোর বুকের তাজা রক্ত নিয়ে কংকাবতীর মৃত আত্মার তর্পণ করবো।

জাফর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! শেরের কবলে মেষের আস্ফালন উপভোগ্য বটে! ভাগ্যবান জাফরউল্লার অংক শূন্য থাকবে না, তাই তোকে জাহান্নামে পাঠিয়ে ওই সুন্দরীকে সাদী ক'রে জ্বালিয়ে তুলবো তার জীবন-মহলায় হাজার বাতির রংমশাল।

কনক। নরকে গিয়ে সেই স্বপ্ন দেখ্ রে শয়তান! [অস্ত্রাঘাত করিল, জাফর প্রতিহত করিল]

জাফর। কে কোথায় থাকে দেখে নে মূর্খ! [উভয়ের যুদ্ধ]

লাঠিহস্তে জগুসর্দারের প্রবেশ।

জগু। ওরে ব্যাটা শয়তানের বাচ্চা—[সজোরে জাফরউল্লার মাথায় লাঠির আঘাত করিল।]

জাফর! আঃ—[পড়িয়া গেল]

জগু। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কনক। বাবা—বাবা—

করবী। সর্দার—সর্দার—

জগু। কই, আমার মা কই? কোথায় আমার কংকাবতী?

আসানউল্লার প্রবেশ।

আসান। কংকা—কোথায় রাজকুমারী কংকাবতী?

কনক। ঐ দীঘির অতল তলে। চিরদিনের মতো সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর নরপশু জাফরউল্লা—ঐ অন্তিম শয্যায়।

জাফর। উঃ! ভা—ই—জা—ন!

আসান। জাফর—[জাফরউল্লার মৃতদেহ ধরিয়া তুলিল]

জগু। ওঃ, ভগবান! একি করলে দয়াময়? ভাগ্যবান তোমরা মহারাজ মহারাণী, তাই ওপারে পাড়ি দিতে পেরেছ। আর আমার মাথায় চাপিয়ে দিলে শুধু দুঃখ-শোকের পাহাড়।

কনক। নেই? মহারাজ মহারাণী বেঁচে নেই?

করবী। উঃ, মা গো—[পতনোন্মুখ হইল, কনক ধরিল]

আসান। মহারাজ মহারাণী নেই—নেই কংকাবতী। আমার দেওয়া সব আশ্বাস নিষ্ফল হয়ে গেল। ওঃ, কি করলি তুই জাফর? কলংকে দেশ ভরিয়ে দিলি, আমার উঁচু মাথাটা মাটীর সাথে মিশিয়ে দিলি! ওগো শান্তিপ্রিয় হিন্দু, তোমরা আমায় অভিশাপ দাও, তিরস্কার করো—যত কলংক আমার মাথায় চাপিয়ে দাও! শুধু আমার ভাইকে তোমরা ক্ষমা করো—খোদা তোমাদের দোয়া করবেন।

[জাফরউল্লার মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

কনক। আমরা ক্ষমা করলেও, বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কোনদিন ক্ষমা করবে না।

জগু। চুপ—চুপ! ওই শোনো, আকাশে বাতাসে একটা

করুণ ধ্বনি ভেসে আসছে। ও আমার মায়ের অতৃপ্ত আত্মার মর্মবাণী। ওরে কনক, ওরে করবী—ফুল-চন্দন নিয়ে আয়, জ্বালিয়ে দে ধূপ-দীপ, প্রার্থনা কর তার আত্মার শান্তি।

কনক। তাই করবো বাবা! তবু এই মুহূর্তে আমাদের এক-বার আশীর্বাদ করো। কংকার শেষ অনুরোধ, করবী তোমার পুত্রবধূ!

[উভয়ে প্রণতঃ হইল, জগুসর্দার দু'জনকে দু'পাশে তুলিয়া ধরিল]

জগু। আমি কী আশীর্বাদ করবো? তোরা আশীর্বাদ চেয়ে নে ওই সতী কুলরাণীর কাছে। ওরে, তোরা তাকে ভুলিসনি কোনদিন। দিনের শত কাজের মধ্যেও একবার অন্ততঃ এখানে এসে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজিয়ে দিস। তোদের দরদভরা প্রাণের ডাকে আর ভগবানের ইচ্ছায়, তার পবিত্র স্মৃতি বহন ক'রে বাংলার বুকে চির-উজ্জ্বল হ'য়ে বিরাজ করবে সতীতীর্থ—এই **কংকাবতীর ঘাট**।